গৌরী

গৌরী

[সামাজিক উপন্যাস]

শিশুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক—

এবং 'কুলাঙ্গনা', 'চিত্রকর', 'সংযুক্তা', 'ঠাকুরমার ঝোলা'

প্রভৃতি রচয়িতা—

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

আশ্বিন— ৩২৫

মূল্য দেড় টাকা

উপহার পৃষ্ঠা

আমার

শ্রী

এই পুস্তকখানি

নিদর্শনস্বরূপ

উপহার দিলাম

তারিখ——————— শ্রী- ----- -- ——

উৎসর্গ

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী—

'বুলু মা !'

গৌরীর মত শৈশবে অনেক কষ্টে লালিত হইয়াছ বলিয়া 'গৌরী'র সঙ্গে তোমার নাম সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলাম। হিন্দুর মেয়ের সকল কর্ত্তব্য সাধন করিয়া সংসারে আদর্শ স্থাপন কর—এই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ !

বাবা—

গৌরী

[১]

কলির দেবতা যিনি যতই নিদ্রিত থাকুন না কেন, মা গঙ্গা যে সেই ভগীরথের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর অন্তঃপুরে সিংহাসন বিছাইয়া, বড় বড় চোখ দুটো মেলিয়া জাগিয়া বসিয়া, ভক্তদের নিত্য পুণ্যের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন—এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বড় বড় যোগের কথা দূরে থাকুক, পাঁজির যে কোন শুভ-তিথি-নক্ষত্রের দিনে গঙ্গার ঘাটের দিকে একটিবার চোখ ফিরাইলেই তাহার চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। তা—সেদিন তো মকর-সংক্রান্তি !

দুর্জ্জয় শীত, তখনো ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। তা না হইলে কি হয়, যেখানে যথার্থ প্রাণের টান, সেখানে পাহাড়ের পাঁচিল তুলিয়া আটকাইলেও যখন বাধা দিয়া রাখিতে পারা যায় না, তখন এতবড় একটা পুণ্যের দিনে হিমে-শীতে কতটুকু বাধা জন্মাইতে পারে ? সেই ভয়ানক শীতের অতি প্রত্যুষকাল হইতেই

চন্দন নগরের 'বুড়ো শিবতলার' ঘাটে ভারি একটা মেলার হাট বসিয়া গিয়াছিল।

ভারি ভিড়—সমারোহ ব্যাপার!

সবই প্রায় স্ত্রীলোক—বয়স্থা এবং বিধবার দলই বেশী। তা বলিয়া কিশোরী এবং যুবতীর সংখ্যা যে নেহাৎ কম এবং দু'চারটি বালিকা ও দু'দশজন পুরুষ মানুষও যে ছিলনা—এমন কথা বলা যায় না।

স্নানের ঘাটের মেলায় যা কিছু সাজ সরঞ্জাম দরকার, তার কোনটিই বাদ পড়ে নাই। চাতালের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া রাস্তার ধারে ধারে খানিকদূর পর্য্যন্ত রকমারি ভিখারীর দল, সারি সারি ময়লা ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া—তার উপরে মুঠা দুই চাল ও দু'চারটে পয়সা ছড়াইয়া রাখিয়া, কেউ বা খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিতে ছিল, কেউ বা ছড়া আওড়াইতেছিল, আর কেউ বা জোরে জোরে আপনার শীর্ণ বুকখানার উপর চাপড়াইতে চাপড়াইতে সে জায়গাটা লাল করিয়া তুলিয়া—তারস্বরে কোমল-প্রাণাদের কোমল প্রাণের ভিতর হইতে একটু বেশী রকমের দয়া টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় ছিল।

রাস্তার দু'ধারে অনেকগুলি খেলনা, পুতুল, ফলফুলারি, মনিহারী এবং তেলেভাজা খাবারের দোকান আসর জাঁকাইয়া বসিয়া গিয়াছিল। দোকানদারেরা চেঁচাইয়া খদ্দের ডাকিতেছিল, ফিরিওয়ালারা ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফিরিতেছিল, ফুলওয়ালারা হাঁকিয়া হাঁকিয়া জলের ধার পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়া,

তিনদিনের ঝরা ফুলগুলোর উপরে একটু গন্ধ মাখাইয়া, 'সন্ত-তোলা টাট্‌কা' বলিয়া—জোর করিয়া গছাইয়া দিতেছিল। জলে ও কাদায় ঘাটের ভাঙ্গা সিঁড়িগুলা যে নিতান্ত দুর্গম ও বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল—সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

সেই কুয়াশা অন্ধকারের আবছায়ায় গা ঢাকিয়া একটি গাঁট্টা-গোট্টা দশ-বার বছরের ষণ্ডা ছেলে বেশী ভিড়ের ভিতরে ভিতরে ওৎ পাতিয়া ঘুরিতেছিল। একজন আধা-বয়সী মেয়েমানুষ গরম গরম বেগুনি কিনিয়া সিকি ভাঙ্গানো পয়সা-গুলো হাতে লইয়া যেমন গণিতে যাইবে, অমনি পিছনদিক হইতে একটা ভিড়ের ঠেলায় হাতের পয়সাগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। ছেলেটিও চকিতের মধ্যে অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার উপর পড়িয়া গিয়া পরক্ষণেই গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বেমালুম সরিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গোল উঠিল—"নিলে, নিলে, ধর ধর—চোর! চোর!"

একটি ছোট মেয়ে ফুল বেচিতে আসিয়াছিল, এ ঘটনাটা চোখে পড়িতেই তাহার চোখ দুটো যেন একবার জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই একটু মৃদু হাসিয়া একটা ভাঙ্গা সিঁড়ির ধার দিয়া নামিতে নামিতে নিজের কাজে চলিল। হঠাৎ পিছন দিক হইতে কে তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিল—"শোন্।"

বালিকা চমকাইয়া পিছন ফিরিয়াই তাহার পরিচিত সঙ্গীটিকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"আমি সব দেখেছি, হুঁ, তুই—"

"চুপ্—খবরদার, আমায় ভাল দেখে দু'ছড়া মালা দে—শীগ্‌গির।"

বালিকা অবাক হইয়া চাহিল। তাহাকে কথা বলিতে না দিয়াই বালক আবার তাড়াতাড়ি বলিল—"শীগ্‌গির দে—আজ বহুরূপী সেজে অনেক পয়সা রোজগার করবো দেখিস্!"

"না, এ মালা আমি দিতে পারবো না।"

"দে বল্‌ছি—তোকেও ভাগ দেবো'খন। যাবার সময় কত কি কিনে নে যাব।"

"চাইনি আমি,—মালা দেব না।"

"দ্যাখ্ ভাল হবেনা বল্‌ছি—শীগ্‌গির দে।"

"উঃ ভারি ভয়টা, কি তুই করবি? দেবনা আমি—খুসী!"

"দ্যাখ্ ছুঁড়ী—ভাল হবে না, এখনো বলছি, গোল করিসনি এখ্‌খুনি দে।"

"কখ্‌খনো দেব না, আমি সব দেখেছি, যদি সবাইকে ডেকে বলে দিই যে বেন্দা—"

বালক অত্যন্ত রাগিয়া চোখ দুটো পাকাইয়া কঠোর স্বরে কহিল—"খবরদার! ফের? চুপ্ থাক্ বলছি।" পরক্ষণেই আবার নরম হইয়া অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে মিনতির স্বরে কহিল—"তুই তাহলে আমায় ভালবাসিস্‌নি তো? কেমন?"

বালিকা অভিমান জড়িত স্বরে জবাব দিল—"তুই চুরি করলি কেন? আর কখ্‌খনো করবি নি?"

বলিয়া মুখ নামাইয়া দুই ছড়া মালা বাছিতে লাগিল। কিন্তু

বালক আবার অত্যন্ত গরম হইয়া বলিয়া উঠিল—"চুরি চুরি বলছিস্—সাধ-গিরি ফলাচ্ছিস্—তোরা কি? তোর মামা যে দস্তি মাতাল হয়ে লোকের—"

বাধা দিয়া বালিকা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"ছাখ্ বেন্দা—" বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিল—"যা তুই, কখ্খনো মালা দেব না।"

"আচ্ছা থাক্ তুই—দেখাবো মজা। চ' আগে বাড়ীতে, তোর মামাকে বলে দিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে ছাড়বো।"

"কেন আমি কি করেছি?" ভয়ে বালিকার মুখখানা ম্লান হইয়া গেল।

"দে তুছড়া মালা শীগ্গির।" বলিয়া বালক তাহার হাত হইতে মালা লইতে গেল। বালিকা তাড়াতাড়ি একটুখানি হাত সরাইয়া লইয়া দৃঢ়ভাবে কঠোর কণ্ঠে জবাব করিল—"খবরদার বেন্দা, কখ্খনো এ মালা দেব না, খাওয়াস্ মার। এক্ষুণি আমি চেঁচিয়ে সব কথা তোর—"

মুখের কথা শেষ হইল না, বালক ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া মালা কাড়িয়া লইল। ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত বালিকা বালকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মালা ছিনাইয়া লইতে গেল। বালক অমনি সজোরে তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া চকিতে ভিড়ের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

বালিকা ধাক্কার বেগ সামলাইতে পারিল না, ভাঙ্গা সিঁড়ির ধারে পা পিছ্লাইয়া পড়িয়া গেল। হাতের একরাশ সাদা সাদা

ফুল চারিদিকে ছড়াছড়ি হইয়া যেন তাহার পানে চাহিয়া খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখানে একটা গোলমাল উঠিয়া বালিকার চারিদিকে ভিড় জমিয়া গেল।

[২]

ঘোষ-গিন্নী অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিয়া ভিজাকাপড়ে পূজা আহ্নিক সারিয়া সবে কাপড় ছাড়িতে যাইতেছিলেন—হঠাৎ সেইদিকে নজর পড়িল। সেদিন ঘাটের অনেক স্থানেই জটলা চলিতেছিল, কিন্তু সেখানটায় কেমন একটু বেশীরকম কৌতূহলের গন্ধ ছিল—আর কাপড় ছাড়া হইল না, শুক্‌নো কাপড়খানা বাঁ হাতে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া, ডান হাতে ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে গা?"

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব পাইতে না পাইতে রোদন কাতর বালিকার ম্লান মুখখানির উপর নজর পড়িল, অমনি দুই হাতে ধাক্কা দিয়া পথ করিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিলেন—"আহাহা কাদের মেয়ে গা, কি হয়েছে, কাঁদছো কেন তুমি—হারিয়ে গেছ বুঝি?"

বালিকার বয়স আট বছরের বেশী নয়, দেখিলে নিতান্ত গরীব দুঃখীর ঘরের বলিয়াই মনে হয়। পরণে ছোট একখানি ময়লা ডুরে কাপড়, গায়ে তেমনি একখানি ছেঁড়া সেকেলে

দোলাই, দু'হাতে দু'গাছি মাত্র কাল কাচের চুড়ি। তা ছাড়া দেহের আর কোথাও অলঙ্কারের চিহ্ন মাত্র নাই। চুলগুলি লম্বা এবং গোছেও মোটা হইলে কি হইবে—অনেকদিন হইতেই তেল এবং যত্ন এ দুয়েরই অভাবে রুক্ষ হইয়া একেবারে জটা বাঁধিবার মত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহারা সূক্ষ্ম লতা-বাহুর মত ছোট ছোট কুঞ্চিত শত অলকা বেষ্টনে যে মুখখানির চারিদিক বেড়িয়া নাচিতেছিল—সেই খানেই ছিল যা একটু গোলের কথা। ডাগর ডাগর চক্ষু দুটি জলভরে নত থাকিলেও যেন একটা উঁচু রকমের কোন কিছুর আভাস জানাইতেছিল।

মেয়েটির গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, শরতের তরল মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোর মত স্নিগ্ধ মেটে-মেটে। দেহের গড়ন পাথরে খোদার মত নিটোল, সুগোল, অন্নাভাব থাকিলেও স্বাস্থ্য এবং বলের অভাবের চিহ্ন মোটেই ছিল না। মুখখানিতে যেন ফোটা পদ্মফুলের সুষমা মাখানো। চিরকুট কাপড় এবং দোলাই খানার প্রায় সবটাই কাদাজলে মাখামাখি হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিলেও, সেই মলিনতার ভিতর দিয়া—ছাই-চাপা আগুনের মত—যেন কেমন একটু দিব্যশ্রী ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল।

তা স্পষ্ট কথা বলিতে কি, গরীব ছোটলোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক সম্ভ্রান্ত বড় ঘরেও তেমন চেহারা—তেমন মুখ শতেকে এক খানা দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাই বুঝি দর্শকবৃন্দের কৌতুহলের মাত্রাটাও একটু বেশী রকম বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

ঘোষ-গিন্নীর প্রশ্নের উত্তরে বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু চারিদিক হইতে মেয়ের দল একেবারে একসঙ্গে নানারকম জবাব দিতে দিতে এমন হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিল যে, সে আর কিছু বলিবার অবসর পাইল না—কাদা মাখা ছোট ছোট হাত দুখানি দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আরও বেশী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঘোষ-গিন্নী বিরক্ত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া ধমক দিয়া কহিলেন—"আঃ থামনা তোমরা একটু গা। কে তোমাদের মোড়লি করতে ডাকছে? কি হয়েছে শুনতেই দাও না। চারিদিক থেকে সবাই একেবারে রৈ রৈ করে উঠ্‌লে যে! মেয়েটাকে আস্ত গিলবে নাকি?"

ঘোষ-গিন্নী মাতব্বর গোছের মেয়েমানুষ, পাড়ার মেয়ে মহলের চাঁই। তাঁহাকে মানিত না এবং ভয় করিত না—এমন মেয়ে কমই ছিল। সে পাড়ার অনেক পুরুষ মানুষ পর্য্যন্ত তাঁহার কথায় মাথা নোয়াইয়া চলিত। 'ভাল-পুকুরে' জল না থাকিলেও তাহার নামটুকুই যেমনি যথেষ্ট,—তেমনি কোন এক অতীত যুগের বিস্মৃতপ্রায় গৌরব-কাহিনী আজ পর্য্যন্ত সে বংশের সকলকেই সম্মানের উচ্চাসন দিয়া আসিতেছিল। সুতরাং ধমক খাইয়া সকলেই চুপ করিল।

কেবল মসীকৃষ্ণ, স্থূলাঙ্গী গোপনন্দিনী 'বেন্দার মা' সেটা নীরবে পরিপাক করিতে পারিল না। রাগে গস্‌ গস্‌ করিয়া-স্থান ত্যাগ করিতে করিতে, দুহাত তুলিয়া মোটা মোটা তাগা

ও বালা জোড়া একবার নাড়িয়া লইয়া বলিয়া গেল—"আ মরণ, অ'ঙ্কার দেখ, তবু যদি ঘোষেদের সেদিন থাকতো ? দেনায় চুলের টিকি অবধি বাঁধা—তবু দেমাকে মট্ মট্ করছেন। কোথাকার ডোম ডোক্লা মালীর মেয়ে ফুল বেচতে এসে পড়ে গেছে—ওঁর দরদ উথ্লে উঠ্লো ?"

এই গয়লানীটিকে অনেকেই চিনিত। তার কেঁড়ের অন্তর্গত সুধার সঙ্গে সঙ্গে বচনামৃতের আস্বাদও অনেকেই পাইয়াছিল। সুতরাং আশু একটা রামরাবণের যুদ্ধের অনিবার্য্য সম্ভাবনায় সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল।

কথাগুলা একটাও ঘোষ-গিন্নীর কাণ এড়ায় নাই। তিনি চকিতে চোখ পাকাইয়া ফিরিলেন, মুখখানা ঘোরালো হইয়া ঠোঁট দুইটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তখনি বুঝি কাহার একটু বেশী রকম ফোঁপানীর শব্দ কাণে গেল, তিনি—"মরণ আর কি ছোটলোকের—" বলিয়া আত্মদমন করিয়া ফিরিলেন।

ঘোষ-গিন্নীর আর যতই দোষ থাকুক না কেন, সে হৃদয়ে দয়া, মায়া, স্নেহ-বাৎসল্যের অভাব ছিল না। বালিকাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া কহিলেন—"কি হয়েছে মা, এইবারে আমায় বলতো ?"

স্নেহ ভালবাসার টেলিগ্রাফ অবোধ বালক বালিকাদের কাছে যেমন চট্ করিয়া গিয়া পৌঁছায়, এমন জ্ঞান-বৃদ্ধ বুড়দের কাছে যায় না। বালিকা চকিতে তার ডাগর ডাগর জলভরা

চোখের চাহনিটুকু তাঁহার জিজ্ঞাসু নেত্রের উপর রাখিয়া একান্ত নিরাশ ভাবে কহিল—"ওগো আমায় ঠেলে ফেলে দেছে, ওই দেখ।"

বলিয়া কাতর চক্ষুদুটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ফুলগুলির দিকে ফিরাইল।

"আহা হা, বড্ড লেগেছে বুঝি—" দেখি, দেখি, বলিয়া ঘোষ-গিন্নী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

"না না লাগে নি, কিন্তু ওই ফুল গুলো সব—"

"যাক্‌গে তাতে আর হয়েছে কি ? তোমার যে লাগেনি এই ঢের।" বলিতে বলিতে আর একজন হাস্যমুখী যুবতী লক্ষ্মীর মত রূপের ঢেউ খেলাইয়া পিছন হইতে সামনে আসিয়া একেবারে মেয়েটিকে কোলের ভিতরে করিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘোষ-গিন্নী একটু খানি চমকাইয়া পরক্ষণেই এক গাল হাসিয়া বলিলেন—"একি, মকর ? তুমি কোত্থেকে ভাই, কখন এলে ?"

[৩]

"কেন ভাই মকর, আজ তোমার সংক্রান্তি লেগেছে বলে কি তা একলাই দখল করে নেবে ভেবেছ, আমারও কি তাতে বখরা নেই নাকি ?" বলিয়া যুবতীও হাসিয়া উঠিলেন। সে আনন্দময় প্রাণ খোলা হাসির ভিতরে এমন একটু লীলাচঞ্চল মধুরতার আমেজ ছিল যে সেখানটাকে যেন মধুময় করিয়া তুলিল।

তারপরে মকরকে আর জবাব দিবার অবকাশ না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটি কাদের মেয়ে ভাই—আহাহা এ যে ননীর পুতুল! কোথায় পেলে একে?"

ঘোষ-গিন্নীকে আর জবাব দিতে হইল না। মেয়েটি তাড়াতাড়ি আপনিই বলিয়া উঠিল—"ওগো আমি ফুল বেচতে এসেছিলুম—" বলিয়া আর কথা শেষ করিতে পারিল না, আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"তা আর হয়েছে কি—কাঁদছো কেন, ভয় কি তোমার?" বলিয়া যুবতী তাহাকে আদর করিয়া আর একটু কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

"ভয় গো, বড্ড ভয়—আমাকে মেরে কুটি কুটি করবে।" বালিকা আবার চোখ রগড়াইয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

যুবতী এতক্ষণ একদৃষ্টে বালিকার আপাদ মস্তক বেশ করিয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব স্নেহের আবেগ আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয়ের দ্বারে ঘন ঘন আঘাত করিতেছিল। বালিকার জবাব শুনিয়া ফোয়ারার মত সেটা একেবারে ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল! স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তোমায় মারবে?"

"মামা, ফুল বেচে নিয়ে গে পয়সা দিতে না পারলে আজ আমায় আর আস্ত রাখবে না।"

"তুমি কি রোজই ফুল বেচ?" যুবতী আশ্চর্য্য হইয়া সখীর প্পানে চাহিলেন।

"ফুল বেচি, দুধ বেচি, ঘুঁটে, মুড়ি—"

বাধা দিয়া ঘোষ-গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন তোমার বাপ-মা ?"

"বাপ-মা আমার পাঁচ বছরের সময় মরে গেছে, কেউ নেই গো, মামার কাছে থাকি—খড়োবাজারে।"

দুই সখীরই চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। যুবতী কহিলেন—"আহা ভাই মকর, মেয়েটি বাপ-মা খেকো অনাথা বলে বোধ হয়, মামার বাড়ী থাকে, কিন্তু কি নিষ্ঠুর তারা—এই একরত্তি দুধের বাছাকে দিয়ে—"

বাধা দিয়া ঘোষ-গিন্নী গর্জ্জিয়া কহিলেন—"ছোট লোকের মরণ দশাই ওই।"

বেন্দার-মার কথাগুলা বোধ করি তখন পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ভিতর দৌড়-ঝাঁপ করিয়া বেড়াইতেছিল, তাই মকরের কাছে ওইরূপে মনের ঝাল মিটাইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইলেন। কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন না যে অদূরে ভিড়ের ভিতরে আহ্নিক করিবার ছুতায় বসিয়া বেন্দার-মা তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতেছিল।

ঘোষ-গিন্নীর কথা শুনিয়া মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলিল "না গো না, আমরা ছোটলোক না—কায়েত।"

দুই মকরই আশ্চর্য্য হইয়া চাহিলেন। যুবতী কহিলেন,—"তোমরা কায়েত ? তোমার মামার নাম কি, কি করেন তিনি ?"

"মামার নাম মধুসিঙ্গী" বলিয়াই বালিকা একবার সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল—"সে কিচ্ছু করে না, খালি মদ খেয়ে বেড়ায়।"

যুবতী এবার আকর্ণবিশ্রান্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে বালিকার মুখের পানে চাহিয়া কৌতুহলাবিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ্যাঁ, খালি মদ খেয়ে বেড়ায়—কিছু করে না? তার কি আর ছেলে-পুলে নেই? তোমার মামী কিছু বলেন না?"

"মামী থাকলে তো? কেউ নেই—মামা বে করেনি। যাকে মামী বলি—সে তো মামী নয়, সে মাগী ভারি পাজী, আমায় দুচক্ষে দেখতে পারেনা। যখন যা বলে আমি তাই করি, তবু দিনরাত আমায় চিবিয়ে খায়। আমাদের আর তো কেউ কোথাও নেই,—কে আমায় নে যাবে বল? তাই মামা এনে রেখেছে, তাইতে তার আরো গায়ের জ্বালা হয়েছে—মামার সঙ্গে দিন রাত ঝগড়া করে, বলে—ওটাকে বেচে ফেল, দূর করে দেও, রোজ রোজ কাঁড়ি জোগাতে পারবো না। মামা তা করে না, কিন্তু একটু কিছুতেই আমায় মেরে খুন করে দেয়। যেদিন বেশী পয়সা পাই, সে দিন সব কেড়ে নেয়, আর যেদিন কম পয়সা পাই সেদিন বড্ড মারে, এক এক দিন খেতেও দেয় না। আজ আর আমায় রক্ষে রাখবে না, বেন্দা আমার সব ফুল ফেলে দিয়ে গেল—কি বেচবো?"

বালিকা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে একটি একটি করিয়া কথা-গুলি বলিয়া শেষে একেবারে ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। যুবতী

তাড়াতাড়ি তার হাতে একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন—"কেঁদনা মা, ভয় কি, এই টাকাটা তোমার মামাকে ফুলের দাম দিও, আর এই নাও, এইটে দিয়ে তুমি খাবার কিনে খেও।" বলিয়া আর একটা টাকা তাহার আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া দিলেন।

বালিকা তাহার জ্ঞানে এতবড় আশ্চর্য্য কাণ্ড আর কখনো দেখে নাই, কান্না ভুলিয়া, অবাক হইয়া একদৃষ্টে যুবতীর মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তার পরে আস্তে আস্তে বাধ বাধ স্বরে কহিল—"কিন্তু আমার তো আর ফুল নেই, তোমাকে কোত্থেকে দেব? দু টাকায় যে অনেক ফুল হবে?"

বলিয়া স্রোতে ভাসমান ব্যক্তি যেমন হতাশ হইয়া আকুল ভাবে চাহিতে থাকে—তেমনি আকুল হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

যুবতী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আদর করিয়া কোলের ভিতরে টানিয়া লইলেন, মুখে চুমো খাইয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"আজ আমার দরকার নেই, আমায় কাল ফুল দিও।"

বালিকা যেন কূল পাইল, আহ্লাদে আটখানা হইয়া কহিল—"কালকে খুব অনেক করে ভাল ভাল ফুল এনে দেব। কিন্তু কোথায় তোমাকে পাব?"

"চল তোমাদের বাড়ী দেখে যাই—কাল এসে নে যাব।" বলিয়া বালিকার হাত ধরিয়া ঘোষ-গিন্নীকে কহিলেন—চ'ল মকর

বাড়ী যাবে না? তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাব, পূজো আহ্নিক সারা হয়েছে তো?"

"আমার তো হয়েছে, কিন্তু তোমার—?"

"আমার ঠাকুর যিনি পূজোতেই আজ সদয় হয়ে বর দেছেন, চলে এস।" বলিয়া যুবতী বালিকাকে ও ঘোষ-গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া ঘাটের উপরে আসিয়া নিজের গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

তখন আর ভোরের অন্ধকার ছিল না। কুয়াশার গাঢ় আবরণের ভিতর দিয়া লাল সূর্য্য মাতালের মত ঘোরাল রক্ত নেত্রে চাহিতেছিল, ঘাটেও ভয়ানক ভিড় জামিয়া গিয়াছিল।

একজন যুবতী আর একজনের গা টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মালীর মেয়েটার হাতে শুধু শুধু টাকা গুঁজে দে সঙ্গে নে গেল, ও কে ভাই? খুব বড় মানুষ না?"

তাহাকে আর জবাব দিতে হইল না। একজন প্রৌঢ়া গা ঘেঁসিয়া জলে নামিতেছিল, যুবতীর কথা শুনিয়া রুক্ষ ভাবে বলিয়া উঠিল—"চেননা বাছা, হুগলীর রমণী মিত্তিরের মাগ। বড়মানুষ বলে রূপের আর গয়নার ঠ্যাকারেই গেলেন। চেনা মানুষ বচ্ছরকার দিনটায় দেখা হল, তা দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে যেন মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো। তবু যদি না আঁটকুড়ো হত? ঝাঁটা মারি অমন বিষয় আসয়ের মাথায়, খাবে কে? বলে—আঁটকুড়োর হাতের জল-গ্রহণ করতে নেই—মর্, মর্?"

বেন্দার মা নিবিষ্ট চিত্তে কথাগুলি শুনিতেছিল, কি ভাবিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ঘরে চলিয়া গেল।

[৪]

সে অঞ্চল জুড়িয়া, রমণী মিত্তিরের নাম শোনে নাই, এমন লোক খুব কমই ছিল। বড় মানুষ বলিয়া যত না হৌক, কলঙ্ক বুকে ধরিয়া চাঁদ যেমন জগৎ-বিখ্যাত, তেমনিতর একটুখানি কলঙ্কের ছাপ সমস্ত দেশ জুড়িয়া তাঁহাকে ছোট, বড়, সকলের কাছে ভাল রকম পরিচিত করিয়া দিতে বাকী রাখে নাই। আর সেইজন্যই বুঝি অনেকের কাছ হইতে একটু অযাচিত সহানুভূতি লাভের সৌভাগ্য হইতেও ভগবান তাঁহাকে বঞ্চিত করেন নাই। সেটা তাঁহার স্বভাব!

পুঁথিতে যে জিনিষটাকে মানুষের একটা মহৎ গুণ বলিয়া লেখে, সংসারের বুদ্ধিমান পাকা লোকদের কাছে, কর্ম্মক্ষেত্রে, তাহা অনেক স্থলেই দোষের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই জন্যই কুঞ্চিত-ললাট বহুদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকে 'গুণ' না বলিয়া বরং কলঙ্ক নামেই অভিহিত করেন। রমণীরঞ্জনেরও তেমনি যেটা প্রধান গুণ, সেইটাই দোষের কারণ হইয়া কলঙ্কী বলিয়া পরিচিত করিয়া দিয়াছিল।

তিনি বড় ভালমানুষ—নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিবার শক্তি মোটেই ছিল না, সকলকেই অকপট বিশ্বাসে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, এবং যে যা বলিত তাতেই নির্ভর করিয়া

চলিতেন। সুতরাং তাহার কুফল ফলিতে বাকী থাকিল না।

হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া বাপ দশটা জমীদারের ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যখন মারা যান—রমণীরঞ্জন তখন নাবালক। একটি ছোট বোন ছাড়া আর কেউ ছিল না বলিয়া তিনি মায়ের 'অন্ধের নড়ি'র স্বরূপ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার কোন আবদারই অপূর্ণ থাকিত না। এইরূপে অন্যায় আদরে বাড়িয়া বাড়িয়া তাঁহার চিত্তদমনের শক্তি একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। কেহ কোন প্রকারে একটা ঝোঁক ধরাইয়া দিতে পারিলেই অমনি সেই দিকে গা ভাসাইয়া দিতেন। এমনধারা পাকা আমটি পাইয়া কত লোক যে কত রকমে আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইত, তাহার সংখ্যা নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া—দেশের লোকের সঙ্গ ছাড়াইবার অভিপ্রায়ে—এণ্ট্রান্স পাশ হওয়ার পর মাতা তাঁহাকে জামাতার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কলিকাতার কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিল। ফুলটি ফুটিলে যেমন তাহার গন্ধ লুকাইয়া রাখা যায় না—কলিকাতার মত স্থানেও তেমনি এ রকম যুবককে নির্জ্জন নেপথ্যে আটকাইয়া রাখা শক্ত থা। বছর খানেকের ভিতরেই আপনা হইতে রমণীর অনেকগুলি অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল জুটিয়া গেল এবং তাহাদের কল্যাণে পর বৎসর তিনি এফ, এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া যত না কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেন, তার চেয়ে বেশী নাম জাহির করিয়া

লইলেন—একটা প্রাইভেট থিয়েটারের দলের কর্ত্তা হইয়া, অভিনয়-কলার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া।

সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার একটা অপবিত্র পল্লীতে ততোধিক অপবিত্র সংসর্গে তাঁহার সম্বন্ধ এমন অটুট হইয়া গেল যে, কলেজের পড়ার বইয়ের মলাট তো ময়লা হইলই না—অধিকন্তু সেখানকার হাজিরা বইয়ের পাতায় তাঁহার নামের পাশে ক্রমাগতই শূন্য পড়িতে লাগিল। তখন ভয় পইয়া বুদ্ধিমতী জননী একটি শিক্ষিতা, সুন্দরী, ডাগর মেয়ে দেখিয়া বিবাহ দিয়া পুত্রকে গৃহবাসী করিবার চেষ্টা পাইলেন।

বছর খানেকের ভিতরেই তাহার সুফল দেখা দিল। মায়ের পুণ্যবলেই হোক অথবা বৌয়ের গুণেই হোক—রমণীর পড়াশুনা শেষ হইল বটে,—কিন্তু স্বভাব একেবারে বদলাইয়া গেল, রমণী রঞ্জন কলিকাতার সকল বন্ধন কাটাইয়া ঘরে আসিয়া বিষয় কর্ম্মে মন দিলেন।

এ সব দশ বৎসর আগের কথা। এক্ষণে তাঁহার মাতা স্বর্গে গেছেন, তাঁহাদেরও সন্তান-সন্ততি হয় নাই—অথচ একটি পুত্র লাভের জন্য উভয়েই লালায়িত। অগাধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বৃহৎ সংসারে স্বামী-স্ত্রী একা, কেবল পরকে লইয়াই মনের ক্ষোভ মিটাইতেছেন। বিশেষ লবঙ্গলতার তো ছেলেপুলে দেখিলে বুকের ভিতরটা যেন আহ্লাদে নাচিতে থাকে। পাড়ার একরাশ ছেলে জুটাইয়া খাবার দিয়া, পয়সা দিয়া, ছবি পুতুল খেলনা বই কিনিয়া দিয়া, সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়া তাহাদের

কলহাস্যের ভিতরে আপনাদের অন্তরের দৈন্য ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন। সেইজন্য 'পুত্-কাঙালী' বলিয়া তাঁহার উপর পাড়ার মেয়েমহলের যেমন একটা অযাচিত সহানুভূতি এবং ভালবাসার টান পড়িয়া গেছে, পুরুষমহলেও তেমনি রমণীরঞ্জনের প্রতি সকলেরই একটা বন্ধুত্বের আকর্ষণ বাঁধিয়া গিয়া, দেউড়ীতে একাধিক দরোয়ান থাকা সত্বেও, তাঁহার গৃহে উভয় পক্ষেরই সর্ব্বদা অবাধ গতিবিধির অধিকার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল।

মকরন্দকে নামাইয়া দিয়া খড়োবাজার পর্য্যন্ত আসিবার পথে সেদিন বালিকার সঙ্গে লবঙ্গলতার আরও যে সব কথা হইয়াছিল, আজ দু'দিন ধরিয়া সেই কথাগুলিই কেবল একশোবার তাঁহার মনে তোলাপাড়া করিতেছিল এবং সেই সব কথার ভিতরে সে কখন যে একবার মা বলিয়া ডাকিয়া ফেলিয়াছিল তাহাই— অর্জ্জুনের শরাঘাতে ভোগবতীর শীতল বারি প্রবাহের মত— তাঁহার অন্তস্তল ভেদ করিয়া একটা স্নেহের উৎস টানিয়া আনিয়া তাহার দিকে ক্রমাগতই বহাইয়া দিতেছিল।

তারপর এই দুইদিন ধরিয়া তিনি ক্রমাগত সকালে বিকালে অন্ততঃ দশবার স্বামীকে সঙ্গে লইয়া ঘরের গাড়ীতে সেই পথে যাতায়াত করিযাছেন। বার দুই তিন দেখাও না হইয়াছিল, এমন নয়। কিন্তু প্রতিবারেই তাহার মামা-মামীর নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া যেমন অধিকতর সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার স্নেহের পরিমাণও ততই বাড়িয়া গিয়া সারা হৃদয়খানি একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

বিশেষতঃ আগের দিন বিকালবেলা যখন শুনিয়াছিলেন যে, ফুলের দাম ছাড়াও—তিনি আলাদা যে টাকাটা তাহাকে দিয়াছিলেন,—তাহাও জোর করিয়া সেই দিনই তাহারা কাড়িয়া লইয়াছে, অধিকন্তু 'চোর' বলিয়া সে দিন খাইতে পর্য্যন্ত দেয় নাই, এবং এমন মারিয়াছে যে সর্ব্বাঙ্গে রক্তমুখী ফুলাগুলো তখন পর্য্যন্ত পাকা ফোড়ার মত টস্ টস্ করিতেছিল,—তখন তিনি আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। তখনকার মত তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া খাবার কিনিয়া খাওয়াইয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর কাছে একেবারে জিদ্ ধরিয়া বসিয়াছিলেন—"মেয়েটিকে আমায় যেমন করে পার এনে দাও।"

পত্নীর টানে পড়িয়াই হৌক্ অথবা নিজের করুণ স্বভাবের গুণেই হৌক, এ কয় দিনে মেয়েটার উপর রমণীরঞ্জনেরও একটু মনের টান পড়িতে বাকি ছিল না, তার উপর লবঙ্গের অনুরোধে তিনি তাহাকে আনিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মধুসিংহের সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব সন্ধান করিয়া জানিয়া লইয়া, সেদিন দুপুরবেলা একতাড়া নোট সঙ্গে লইয়া আপনিই তাহার কাছে গিয়াছিলেন।

আজ আর পাড়ার ছেলেদের লইয়া লবঙ্গ ভুলিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না—স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, সুতরাং ছেলেরাও তাহাদের স্নেহের দাবীর ভিতরে নানা রকম ত্রুটি পাইয়া তাঁহাকে জ্বালাইয়া মারিতেছিল। এমন সময়ে রমণীরঞ্জনকে একা ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া,

ছেলেদের ফেলিয়া একেবারে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া কাছে দাঁড়াইলেন।

দেখিয়াই রমণী হঠাৎ উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন—"বাপ্‌রে বাপ্‌ যেন ভেড়ার গোয়ালে আগুন দিয়েছে, দিবারাত্তির এ রকম করলে তো আর বাড়ীতে তিষ্ঠানো যায় না। আমাকে কি এক কাপড়ে বিদেয় করে না দিয়ে ছাড়বে না? নিত্যি এ সব কি কাণ্ড তোমার—আর তো বরদাস্ত করতে পারি নি।"

অথচ এই ছেলের দল কোন কারণে যদি একদিন অনুপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে সে দিনটা এমনি ব্যর্থ ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত যে, রমণীরঞ্জনের মুখে আহার রুচিত না। সুতরাং স্বামীর মনোভাব বুঝিতে লবঙ্গর বিলম্ব হইল না। যে কার্য্যে গিয়াছিলেন, তাহাতে নিষ্ফল হইয়া, সেই ব্যর্থ অভিমানের আক্রোশটা যে এমনি করিয়া তাঁহার উপর দিয়া ঝাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া লবঙ্গও তেমনি ভাবে জবাব করিলেন—"বেশত দেওনা ওদের দূর করে, কে তোমাকে মাথার দিব্য দে মানা করেছে? ওরে, যা তোরা সব—দূর হ—আর আসিস্ নি বাবুর বাড়ীতে।"

বলিয়া তীব্র কণ্ঠে আরও একটু বিষ ঢালিয়া দিলেন। "ওঃ, মুগ্যতা ত কত—একটা পথের ভিখিরীকে ডেকে আনবার মুরোদ নেই, উল্‌টে—সেখান থেকে তাড়া খেয়ে, ঘরে এলেন ঝাল্ ঝাড়্‌তে? লজ্জাও করে না?"

কিন্তু, ছেলেরা তো দূর হইলই না—অধিকন্তু রমণীরঞ্জন আরও

উত্তেজিত হইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—"কার সাধ্যি, কে ওদের তাড়ায়, কার বাড়ী থেকে দেখিতো ? ওরে আয় সবে এদিকে—এই নিয়ে যা" বলিয়া পকেট হইতে কতকগুলি খেল্না বাহির করিয়া সকলকে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

লবঙ্গলতা একপাশে দাঁড়াইয়া স্মিত-ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। রমণীরঞ্জন বক্র দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া কহিলেন—"কিন্তু আর না—এ গোয়ালে আর একটা বুনো মোষের বাচ্ছা এনে পূরতে চেওনা—বলে দিচ্ছি।"

লবঙ্গলতা স্বামীর স্বভাব উত্তমরূপেই জানিতেন। কোন কার্য্যে বাধা পাইলে—সেইটার উপরই তাঁহার ঝোঁক অত্যন্ত বাড়িয়া যাইত এবং যেমন করিয়া হৌক তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। সুতরাং মনে মনে কতকটা আশ্বস্ত হইলেও, ব্যাপারটা কি ঘটিয়াছে, জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু তখন আর কিছু বলিলেন না।

ছেলেরা চলিয়া গেলে রমণী কাছে আসিয়া সহজ ভাবে কহিলেন—"তোমার জন্যে আজ যে কি অপমান হয়ে এসেছি তা বলতে পারিনি। ছোট লোক মাতাল ব্যাটা কিনা যাচ্ছেতাই বলে হাঁকিয়ে দিলে ?"

লবঙ্গর দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল, নিতান্ত অপরাধীর মত বিনীত করুণ কণ্ঠে কহিলেন—"আমায় মাপ কর, আর কখনো তোমায় এ রকম অন্যায় অনুরোধ করবো না।"

রমণী পত্নীকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"না না,

সে জন্যে তুমি দুঃখ করো না। আমি তাকে যেমন করে পারি আনবোই আন্‌বো।"

বলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"দেখ্‌ছি ব্যাটার কত বড় ক্ষমতা, কত বড় গুণ্ডা-ডাকাত সে? মেয়েটা যখন আসবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছে তখন কেমন করে তাকে আট্‌কে রাখে দেখে নেব?"

লবঙ্গ তেমনি ভাবে জবাব করিলেন—"মামা সে, যদি না দেয় তো আমাদের কি জোর আছে বল? না না, আর তুমি অপদস্থ হতে যেতে পাবে না।"

"উঃ—কিসের মামা?" বলিয়াই রমণী আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তীব্রকণ্ঠে কহিলেন—"সব খবর আমি নিয়েছি, ব্যাটার তিনকুলে কোথাও কেউ নেই—এক বেটী বেশ্যা মাগীকে নিয়ে ঘর করছে—গুণ্ডামি—বাটপাড়ি—ডাকাতি ব্যবসা, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করেছে—ঠিকানা নেই। মাস্‌তুতো বোনের ওই অনাথা মেয়েটাকে এনে পুষ্‌ছে—বড় হলে ওকে বেশ্যা করে রোজগার খাবে বলে—"

শুনিয়াই লবঙ্গ সহসা ভয়ে থর থর করিয়া এমন প্রবলবেগে কাঁপিয়া উঠিলেন, মুখ চোখ একেবারে মড়ার মত শাদা হইয়া গেল—ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটা শব্দ পর্য্যন্ত বাহির হইল না—রমণীরঞ্জন আর কিছু বলিতে পারিলেন না, অগাধ স্নেহে পত্নীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ স্বরে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—

"ভয় কি তোমার, কিছু ভেবোনা—ওকে আমি ওই রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করে আনবোই. ব্যাটা-বেটীকে জেলে না দিয়ে ছাড়বো না।"

লবঙ্গ কি বলিতে যাইতেছিলেন—বাধা পড়িল। দুধের কেঁড়ে কাঁখে লইয়া বেন্দার মা হঠাৎ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

[৫]

বেন্দার-মা গয়লার মেয়ে হইলেও, অনেক দিন হইতেই কুলের মাথা খাইয়া, কলিকাতায় তেমনি একটি ভগ্নীর আশ্রয়ে আসিয়া উঠিয়াছিল। বছর দুই বাদে 'বেন্দা' হইবার পর মধুসিংহের অনুগ্রহে চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন হইতে এইখানেই আছে।

কিন্তু মধুর সঙ্গে আর বনিবনাও নাই। মধু যখন ওই অনাথা ভাগ্নীটিকে সর্ব্ব প্রথম লইয়া আসে, তখন সে বেন্দার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া স্থায়ী রকম সংসার পাতিয়া বসিবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু মধু রাজি হইলনা—এই লইয়া মনোভঙ্গের সূচনা। তার মাস ছয়েক পরে মধু আবার যখন কোথা হইতে একটি নূতন শীকার জুটাইয়া আনিয়া—গৃহিনী করিয়া তাহার স্থানে বসাইল, তখন সে একেবারে উগ্রচণ্ডা হইয়া, ঝাঁটা মারিয়া মধুর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছেদন করিয়া দিল এবং বাজারের ভিতরে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া পুত্রকে লইয়া বাস করিতে.

লাগিল। তারপরে বছর দুয়ের মধ্যেই—কেজানে কেমন করিয়া—সোনাদানা করিয়া ফেলিল, খাজনা করিয়া জমী লইয়া নিজে ঘর তুলিল এবং গরুবাছুর কিনিয়া দুধের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল।

সেই হইতে বেন্দার-মা ক্রমে গুছাইয়া লইয়া এক্ষণে চন্দননগরের একজন পরিচিত পাকা বাসিন্দা হইয়া গেছে এবং বুঝিবা পূর্ব্বকৃত পাপ সকলের অনুশোচনায় পুড়িয়াই গলায় মালা পরিয়া নাকে তিলক কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিন্তু মধুসিংহের উপর হইতে তাহার মনের আক্রোশ আদৌ ঘুচে নাই—বরং আরো বাড়িয়াছে। মধু ভয়ানক ডাকাবুকো গুণ্ডার সর্দ্দার—মোরিয়া লোক বলিয়া সকলেই ভয় করিত, তাই প্রকাশ্যে তাহার শত্রুতাচরণে সাহস না পাইয়া সর্ব্বদাই তলে তলে সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। সে খুব বুদ্ধিমতী, সংক্রান্তির দিন ঘাটে বালিকার প্রতি লবঙ্গলতার আচরণ আগাগোড়া উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে একটা আঁচ করিয়া লইয়াছিল।

তারপর এই কয়দিন ধরিয়া ইহাদের গতি বিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া যখন উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল, তখন আর একটুও দেরী করিল না। একেতো বরাবরই সে মধুর অনিষ্টের চেষ্টায় ফিরিতেছিল, তার উপর মেয়েটাকে তাহার ব্যাটার সঙ্গে বে না দিয়া তাহারা যে ভয়ানক মতলব আঁটিয়া তাহাকে পুষিতেছে—ইহা একেবারেই অসহ্য। সুতরাং সেই মতলব ফাঁস্যইয়া দিয়া শোধ লইবার

জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল, অধিকন্তু এদিকটায় লাভের আশাও বিলক্ষণ ছিল।

বেন্দার-মার আরও একটা গুণ ছিল—অল্পক্ষণের ভিতরেই সে লোকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইতে পারিত, এই নূতন স্থানেও উত্তমরূপ পরিচয় করিয়া লইতে তাহার বিলম্ব ঘটিল না। লবঙ্গ তো তাহাকে পাইয়া বসিয়া একেবারে আশায় নাচিয়া উঠিলেন।—

"যেমন করে হোক ভাই—এ কাজটি তোমায় করে দিতেই হবে।"

বেন্দার মা, চোখ মুখের ভঙ্গিতে শক্তির পরিচয় জ্ঞাপন করিতে করিতে হাত নাড়িয়া কহিল—"তা দিদি তোমাদের আশীর্ব্বাদে পারি সব আমি, এই বেন্দার মাকে চেনেনা, এমন লোক এ তল্লাটে নেই বল্লেই হয়। তবে কিনা—সে শক্ত ঠাঁই, মিন্‌সে মাতাল, দস্যি গুণ্ডো, তার তাঁবে ঢের সব বদ্‌লোক আছে। গরীব মানুষ আমি দুধ বেচে খাই, ভয় হয় যে—"

বলিয়া আরো একটু ইতস্ততঃ করিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া লবঙ্গলতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"কিছু ভয় নেই তোমার, আমরা পিছনে রইলুম, যা লাগে মেয়েটিকে আমায় এনে দিতেই হবে। তুমি চেষ্টা কর কোন ভয় করো না।"

বেন্দার মাও উৎসাহিত হইয়া এক গাল হাসিয়া জবাব দিল —"তা দিদি তোমাদের দয়া থাকলে আর ভয় করি কাকে?

বলে—টাকায় বাঘের দুধ মেলে। টাকা খরচ করতে পারলে আর ভাবনা কি ?"

বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহার মুখের হাসি ঠোঁটের ডগায় মিলাইয়া গেল, চোখ দুটো ছল ছল করিয়া উঠিল, মুখখানা নিরস হইয়া, ঠোঁট দুটো কাঁপিতে কাঁপিতে এমন একটা অদ্ভুত রকম বিষণ্ণতার ভাব ফুটাইয়া তুলিল যে দেখিবামাত্রই হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মোটা কর্কশ কণ্ঠস্বর যথা সাধ্য মোলায়েম করিয়া বেদনার আভাস মাখাইয়া এক মুহূর্ত্তেই বলিয়া ফেলিল—

"আহা দিদি বলতে বুক ফেটে যায়, বাবু সেখান থেকে চলে আসবার পরেই, মাগীতে মিন্‌সেতে বাছাকে টেনে না এনে একেবারে আধমারা করে একটা এঁদো ঘরে পূরে চাবি দেছে। বলে কিনা—আমাদের নামে পরের কাছে মিছিমিছি করে সাত-সতেরো লাগিয়ে লোক ডেকে আনা ? থাক্ তুই অমনি পড়ে, না খেতে দিয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মারবো—দেখি তো এ বাঘের খপ্পর থেকে কোন রাজা বাদশা এসে তোকে উদ্ধার করে নে যেতে পারে ?"

শুনিবামাত্রই এমন একটা প্রবল বেদনার ভারে অবঙ্গলতার সারা হৃদয়খানি নুইয়া পড়িল যে অন্য কোন সময়ে বেন্দার মার এই সহানুভূতির অভিনয়ে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়িলেও—এক্ষণে সে সকল কিছুই নজরে পড়িল না, বাধাহীন অশ্রু শ্রাবণের ধারার মত দুই চক্ষু বাহিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

আঁচলের খুঁটে চক্ষু মুছিতে মুছিতে মিনতির স্বরে কহিলেন—"যা লাগে বোন—দু'শো পাঁচশো, হাজার যা লাগে, তুমি এক্ষুণি গিয়ে চেষ্টা কর। আহা বাছার 'মা' বলা যে কিছুতেই ভুলতে পারছিনি। ওগো আমি তার মা, আমার কোলে বাছাকে এক্ষুণি এনে দেও ভাই। তোমার এ ঋণে চিরকাল বাঁধা হয়ে থাকবো, পাঁচশোটাকা নগদ পুরস্কার দেব, আমার এই কাজটুকু তুমি করে দেও ভাই।"

বলিতে বলিতে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাহার হাত দুটি ধরিয়া ফেলিলেন। বেন্দার মা এতটা আশা করে নাই, আনন্দের আতিশয্যে উৎসাহিত হইয়া আদর করিয়া লবঙ্গলতার গা ঘেঁসিয়া সরিয়া বসিয়া নিজের আঁচলে চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে আশ্বাসের স্বরে কহিল—

"নিশ্চয়, নিশ্চয় এ আর কথা কি দিদি? আমরা গরীব গুরবো—তোমাদের ভরসাতেই বেঁচে আছি—দাসী-বাঁদীর মত হুকুমের গোলাম, তোমার কাজ করবো না তো করবো কার? সব কাজ ফেলে আমি এর পিছনে এক্ষুণি লাগলুম, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।"

বলিয়া আরো অশেষ প্রকারে ভরসা দিয়া, বায়নার স্বরূপ নগদ একশো টাকার নোট লাভ করিয়া পেট-কাপড়ে উত্তমরূপে বাঁধিল, তারপরে সেখান হইতে বিদায় লইয়া, মধুসিংহের নূতন গৃহিনীকে নিরিবিলি পাকড়াও করিবার চেষ্টায় উঠিয়া গেল।

সেই রাত্রেই মধুসিংহ যখন টর্ মাতাল হইয়া গৃহে আসিয়া জড়িতকণ্ঠে একবার "মান্কে" বলিয়া ডাকিয়াই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল—তখন 'মান্কে' ওরফে মণিমালা, একেবারে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া সপ্তমে গর্জ্জিয়া উঠিল—"মর্ মর্ শীগ্গির মর্, আমার হাড় কখানা জুড়াক।"

বলিয়াই ধপ্ করিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া একেবারে অনর্গল শ্রাবণের ধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সুতরাং মধুসিংহের স্ফূর্ত্তি মাথায় চড়িল, নেশা রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। অনেক দিনের পর আড্ডায় আজ ভাল দাঁও টানিতে পাইয়া, একটা ভারি দাঁওয়ের আশায় উৎফুল্ল হইয়া মনে মনে যে আকাশ-কুসুমের কল্পনা করিতে করিতে ঘরে আসিয়াছিল সে সব মাটী হইয়া গেল। অতি কষ্টে শ্লথ দেহটাকে কোনমতে টানিয়া লইয়া খাড়া করিয়া টলিতে টলিতে কাছে আসিয়াই আর সামলাইতে পারিল না, মান্কের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া আপনিই তাহার ঘাড়ের উপরে লম্বা হইয়া পড়িয়া গেল।

মান্কে একেবারে বারুদের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ঘা কতক বষাইয়া দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পরে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর মত গর্জ্জন করিতে করিতে কহিল—"মর্ মর্ এক্ষুণি গোল্লায় যা, আজ যদি না তোকে শ'য়ে চড়িয়ে আসি তো আমি রেমো বাগ্দীর বেটীই নই।"

মধু তেমনি ভাবে শুইয়াই হাত দু'খানা বাড়াইয়া তাহার পা দুটো ধরিয়া ফেলিয়া জড়িত কণ্ঠে কহিল "আহা হা, রাগ কচ্ছিস্

কেন ভাই, আজ একটু বেটক্কর হয়ে গেছে—মালটা ভাল ছিল কি না—

"কোন্ দিন টক্কর থাকে ? মর্ মর্ বলিয়া ঝঙ্কার দিয়া মাণিক-গৃহিণী আবার অভিমানে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"দিন রাত এমনি করে মদে চুবে আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলে— বাপ্ ! কোনও দিকে দৃষ্টি নেই, সংসারের একটা কথা কাণে তোলে না—কেবল মদ্—মদ্—মদ্ ? আমি আর এ ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারবোনা বাপু তা আজ পষ্ট বলে দিলুম। কেন, আমি তো আর তোর বে করা মাগ নই যে দিবেরাত্তির এত ঝক্কি সইতে যাব ? আমার ভাবনা টা কি, এক্ষুণি খ্যাংরা মেরে 'পিতোমের' ঘরে গে উঠ্‌বো।" বলিতে বলিতে নূতন আশায় বুঝিবা ফোঁটা-কতক আনন্দের অশ্রু আঁচলের ডগায় মুছিতে লাগিল।

মধু অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং বারকতক উঠিয়া বসিবার চেষ্টায় বিফল হইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া অগত্যা তেমনি পড়িয়া থাকিয়াই জড়িতকণ্ঠে অশেষ প্রকারে স্তুতি করিয়া ঝাঁঝটা যখন একটু কমাইয়া দিল, তখন কর্ত্রী গোঁ হইয়া কাছে বসিল এবং মধুর মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া অভিমান জড়িত স্বরে কহিল "কিন্তু তা বলে রাখছি, ফের যদি কখনো এমন ধারা বেটক্কর হয়ে ঘরে আসিস্ তো তোর মুখে খ্যাংরা মেরে গে পিতোমের ঘরে উঠ্‌বো।"

"মাইরি বলছি ভাই রাগ করিসনি, তোর জন্যেই তো আমার সংসার। কে সে শালা পিতোম্—তোকে পোষবার মুরোদ কি ?

এই মধুসিঙ্গিকে কোন্ শালা না জানে? আর দু'তিনটে বচ্ছর যেতে দে, যে জমিদারী করে রাখছি—পায়ের ওপর পা দে বসে থাক্‌বি।"

বলিয়া জড়িত কণ্ঠে আরো কি বকিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া মাণিক আবার ফোঁস্ করিয়া উঠিল :—

"সাধে বকি, তোর আক্কেল দেখে হাড় জ্বলে যায়। যত বয়েস বাড়ছে, দিন দিন নিজে তেমনি ধিঙ্গি হয়ে উঠ্‌ছেন; আর বুদ্ধিশুদ্ধিও সব তেমনি চুলোয় যাচ্ছে? তাই বাপু একটা পরামোশ করে কাজ কর—একটু বুদ্ধি শুদ্ধি নিয়ে চল্, তা না—নিজের ঝোঁকেই মদে মেতে আছেন।"

বলিতে বলিতে সহসা গলাটা ভারি করিয়া ফেলিয়া আবার বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল।—

"এমন যাচা লক্ষ্মী—দুটো দশটা নয়, হাজার হাজার টাকা—বুঠোর কাছে এসে সাধাসাধি, তাকি দুটো পরামোশ করবার জো আছে? আমার বাপু গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে, রইলো কিনা নেশায় অজ্ঞান হয়ে? ইচ্ছে করছে—দেই মুখখানা পাঁশগাদায় রগড়ে!"

মন্ত্রমুগ্ধের মত খানিকক্ষণ একদৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া মধু সহসা একেবারে লাফাইয়া উঠিল।—

"এ্যাঁ, কোন শালা মাতাল? কি—কি—হাজার টাকা কি বলছিস্ তুই? কি হয়েছে বলতো?"

বলিয়া নিজেকে খাড়া করিবার চেষ্টায় মাণিককে দু'হাতে

ধরিয়া এমন ঝাঁকানি দিল যে সে আবার ঘা কতক বষাইয়া দিয়া টানিয়া বসাইয়া রুক্ষস্বরে জবাব করিল—"তবেরে ঘাটের মড়া, খেংরে মুখে রক্ত তুলে ছাড়বো, নেশা কাট্‌লো এতক্ষণে ?"

"মাইরি কোন শালা নেশা করেছে ? বল্ তুই হাজার টাকার কথা কি বল্‌ছিলি ?" বলিতে বলিতে হস্ত মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি আরম্ভ করিয়া দিল।

তখন মাণিক খাটো গলায় চুপি চুপি কি বলিয়া শেষে আবার তর্জ্জন করিয়া উঠিল—"বুঝলি এতক্ষণে, মাথায় ঢুক্‌লো ? একখানা কাগজে একটা খালি সই দেওয়া—বুঝলি ? নইলে শেষে পস্তাতে হবে, তা আমি পষ্ট বলে দিলুম। যে ধড়ীবাজ ধিঙ্গী মেয়ে, যে আশায় পুষ্‌ছো, সে গুড়ে বালি পড়্‌বে, ওকে কক্ষনো বশ মানাতে পারবিনি, শেষ একুল ওকুল দুকুল যাবে, এ যদি না হয় তো আমি বাগ্দীর মেয়েই নই, নগদ হাজার টাকা দিয়ে সাধছে, দে এক্ষুনি বেচে ফেলে, এমন দাঁওটা ছাড়িস্ নি, ছাড়িস্ নি, ছাড়িস্ নি।"

"নগদ হাজার টাকা—ঠিক্‌তো ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—সে ঠিক আছে, আমি ত আর তোর মত মাতাল হইনি। একটা সই দিলেই এক্ষুণি আসে—এই ঘরে নইলে এই যে আমরা ছুঁড়ীকে ঘরে আট্‌কে রেখেছি—এতক্ষণে পাড়া ঢিঢি হয়ে গেছে। শুনছি পেছনে লোক লেগেছে, যদি এই নিয়ে থানা-পুলিস হয় তো খেংরে বিষ

ঝেড়ে দে তখুনি গে পিতোমের ঘরে উঠ্‌বো, তা কিন্তু এই পষ্ট বলে রাখলুম।"

"হা—জা—র টাকা?" বলিয়া মধু কি ভাবিতে লাগিল।

তখন মাণিক একেবারে কাণের কাছে মুখ আনিয়া অত্যন্ত চুপি চুপি ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কি বলিল। শুনিয়াই মধু প্রফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল,—"এ যদি হয় তো এখুনি রাজি আছি—কোন্‌ শালা না সই দেয়? নইলে, শুধু হাজার টাকার জন্যে আখেরের এতবড় দাঁওটা—"

বাধা দিয়া মাণিক তাড়াতাড়ি বলিল, "সে তো বল্লুম, আমি আগে থাক্‌তে সে সব ঠিক করে রেখেছি—তেমনি বোকা মেয়ে পেয়েছিস্‌? এই রেতেই একেবারে মাসীর কাছে পাটালে চালান করে দিচ্ছি—কাক-কোকিলে টের পাবে না। তুই হতচ্ছাড়া যে বে-এক্তার হয়ে আজ ঘরে এলি—নইলে এতক্ষণ সে কাজ কি বাকি থাক্‌ত? লোকজন আমার মজুত। তাই বলছি—কাঁক্‌তালে সইটা দিয়ে এখুনি এই হাজারটা টাকা ঘরে তোল। তারপরে মেয়ে পালিয়েছে বল্লে আর কে কি করে? আর লোকে দেখতেও তো পাবে?"

মধু আহ্লাদে মাতিয়া উঠিল, এক গাল হাসিয়া কহিল—"মাইরি বলছি, এইজন্যেই তোর গোলাম হয়ে আছি, এমন বুদ্ধি নইলে মেয়ে-মানুষ?"

"থাক্‌ আর সোহাগ জানাতে হবে না, এখন সই দেবি কি না বল?"

"এক্ষুণি, লিয়ায় কাগজ, কই কে তোর—"

কথা শেষ হইল না। "এই যে ভাই, এই নেও" বলিয়াই সহসা দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, ঝনাৎ করিয়া একটা প্রকাণ্ড টাকার থলি সাম্‌নে রাখিয়া, তৎক্ষণাৎ মুঠো মুঠো টাকা বাহির করিয়া গণিতে বসিয়া গেল, অপর ব্যক্তি কালি কলম ও একখানা লেখা কাগজ মধুর সাম্‌নে আগাইয়া ধরিয়া কহিল "তুমি খাঁ করে এই কাগজখানায় সইটা করে দাওতো ভাই—ও ততক্ষণে কড়ায় গণ্ডায় টাকা গুণে বুঝিয়ে দিচ্ছে।"

ঘটনাটা এত শীঘ্র এমন ভাবে ঘটিয়া গেল যে, মধু ও মাণিক উভয়েরই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিবার বিষয় বিস্তর থাকিলেও চক্ষের সম্মুখে রাশিকৃত রৌপ্য-চক্র দেখিয়া এবং তাহাদের অবিশ্রান্ত মধুর বাজনা শুনিয়া আর কোন খট্‌কাই মনে জাগিল না। তাড়াতাড়ি মাণিককে চোখে কি ইসারা করিয়া, মধুসিং খুব মনোনিবেশ সহকারে কলম কালি ও কাগজ লইয়া সই করিতে বসিয়া গেল। মাণিক ততক্ষণে বিদ্যুদ্বেগে ঘরের বাহির হইয়া গেছে; কিন্তু সে লক্ষ্য করিল না যে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার মত বেন্দার মা অনুসরণ করিতেছিল।

কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই মাণিক একেবারে পাগলের মত ফিরিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—"সর্ব্বনাশ হয়েছে গো, ঘর খালি, সর্ব্বনাশী গৌরী সত্যি সত্যি সরে পড়েছে।"

মাণিকের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্ভুত কাণ্ড

গৌরীরও তেমনি পাঁচ বৎসর বয়সের সময়েই হঠাৎ বাপ, মা দুজনেই টপ্ টপ্ করিয়া মারা গেল। তখন ওই একমাত্র আত্মীয় মধুসিংহ আসিয়া ভগ্নীর যা কিছু ছিল—সমুদয় আত্মসাৎ করিয়া ভাগিনেয়ীটিকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। যাহারা মধুসিংহকে চিনিত, তাহারা মেয়েটির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। যাহারা চিনিতনা, তাহারা সকলেই বলাবলি করিল—"যা'হোক বেচারা মজুমিস্তিরের হতভাগা মেয়েটার একটা কিনারা হ'ল—মামা কি আর পর হতে পারে?"

কিন্তু মামার বাড়ী আসিয়া গৌরীর স্বভাব যেন সহসা একেবারেই বদ্লাইয়া গেল। প্রথম প্রথম দুই একদিন বাপ-মার জন্য ছট্ফট্ করিলেও, শীঘ্র চোখের জল মুছিয়া সামলাইয়া লইল, কে জানে কেমন করিয়া সেই একরত্তি বয়স হইতেই আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, মনের আগুন বুকের ভিতর জোর করিয়া চাপিতে শিখিয়া, বাহিরে, আগ্নেয় গিরির মত দৃপ্ত তেজে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল।

মধুসিংহের গৃহকর্ত্রী তখন বেন্দার মা। বাপ-মা-খেকো অনাথা মেয়েটাকে দেখিয়া তাহার সুপ্ত নারীহৃদয় যেন একটু পাশমোড়া দিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং মামার হতাদরের পরিবর্ত্তে বরং সাধ্যমত তাহাকে যত্ন আদরের ত্রুটি করিত না। কিন্তু গৌরীর সবচেয়ে বেশী ভাব হইয়া গেল বেন্দার সঙ্গে।

ইহাতে বেন্দার মার মনে যেমন তাহাকে পুত্রবধূ করিবার সাধ জাগিয়া উঠিল, মধুসিংহের তেমনি চক্ষের শূল হইয়া

দাঁড়াইল। সে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিতে আর একটুও বিলম্ব না করিয়া সাধ্যমতে দু'জনকে তফাৎ করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিল না। এই লইয়া এক দিকে যেমন তাহার গৃহ-বিচ্ছেদের সূচনা আরম্ভ হইল, অন্য দিকে বালক বালিকার পরস্পরের টানও তেমনই বাড়িতে লাগিল।

এইরূপ টান-বেটানের ভিতরে যতদিন বেন্দার মা সে গৃহে ছিল, ততদিন গৌরীর তেমন বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই—কিন্তু এক্ষণে তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ কষ্টের আরম্ভ হইল, সে গৃহে মাণিকের পদার্পণের দিন হইতে। তখন গৌরী বুঝিতে পারিল যে সংসারে আর তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই; আপনার জন বলিবার কেউ নাই। তবুও কিন্তু বালিকা সে দুঃখের ভারে নুইয়া পড়িল না—এই খোঁড়া ছেলেটিকেই আশ্রয় করিয়া মনে মনে আপনার তেজেই খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বেন্দার মার বাড়ী খুব কাছে না হইলেও, মামামামীর তাড়নায় গৌরীকে সর্ব্বদাই বাহিরে বাহিরে নানাপ্রকার জিনিষ বেচিয়া বেড়াইতে হইত বলিয়া বেন্দার সঙ্গেও সর্ব্বদাই মিশিবার সুযোগ ঘটিত। সেও তাহাই চাহে—পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত বাড়ীর বাহির হইয়া মুক্ত বাতাসে বিচরণ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাইত। এইরূপে ভগবান্ এই দুটি বাল্য-হৃদয়কে এক সুদৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

গৃহে সহস্র তাড়না এবং মারধোরেও কেহ কখনো গৌরীর

চোখে এক ফোঁটা জল দেখিতে পাইত না, সুতরাং তাড়নাও অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধিই পাইতেছিল. কিন্তু বেন্দার কাছে আসিয়া দুর্দ্দশার কথা বলিতে বলিতে সে শত ধারায় ভাসিয়া যাইত, তখন তাহার দুটো ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথায় বালিকার মনে যে ভরসা, বুকে যে বল আসিত তাহারই জোরে সে সকল দুঃখের সহিত প্রাণপণে যুঝিত।

হৃদয় হৃদয়কে টানে। মধুর সহিত সম্বন্ধ ছেদনের পর হইতে বেন্দার মা পুত্রকে গৌরীর সহিত মিশিতে মানা করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু বেন্দা একদিনও সে আজ্ঞা পালন করিয়া চলিতে পারিত না—সর্ব্বদাই বালিকার সহিত মিশিবার চেষ্টা করিত এবং তাহার ফিরি করিবার পরিশ্রম বখরা করিয়া লইয়া দুজনে এক সঙ্গে ঘুরিত, ফিরিত, খেলা করিয়া বেড়াইত।

মকর সংক্রান্তির দিন বেন্দা হঠাৎ একটা ঝোঁকের বশে গৌরীর প্রতি যে অন্যায় রুক্ষ ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে ক্ষণপরেই সে আপনিই মর্ম্মাহত হইয়া আবার মাপ চাহিয়া ভাব করিবার জন্য ফিরিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে অবাক হইয়া দেখিল যে, তাহাকে কাহারা আদর করিয়া ঘরের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। দেখিবামাত্রই বালকের বুকের ভিতরটায় হঠাৎ যেন কেমন একটা অজ্ঞাত বেদনা মোচড় দিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তেই মেলার আনন্দ ম্লান হইয়া গেল, সে দ্রুতপদে গাড়ীর পিছনে পিছনে যথাসাধ্য দৌড়াইয়া চলিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার নাগাল ধরিতে পারিল না।

তারপর উপর্য্যুপরি ক'টা দিন যখন আর গৌরীর সঙ্গে মোটেই দেখা হইল না, তখন বেন্দা অস্থির হইয়া উঠিল। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া আপনিই তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, সে গৌরীদের দোরগোড়ায় রাস্তার-ধারে একখানা ঘরের গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াই হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল, মনে হইল সেদিন এই গাড়ীখানায় চড়িয়াই গৌরীকে আসিতে দেখিয়াছিল। বিস্মিত হইয়া কাছাকাছি ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে চতুর বালক এক সময়ে কোচোয়ান সহিসের সঙ্গে ভাব করিয়া তাহাদের প্রভুর নাম ঠিকানা জানিয়া লইল।

তারপর রমণীরঞ্জন গৌরীদের বাড়ী হইতে একাকী আরক্ত মুখে বাহির হইয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। পাড়ার কতকগুলি কৌতুহলী দৃষ্টির সঙ্গে বেন্দাও গাড়ীখানাকে হুগলীর দিকে চলিয়া যাইতে দেখিল, তারপর তাহাদের নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনার ভিতর হইতে সে যেটুকু বুঝিতে পারিল, তাহাতে আর বাড়ী ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা রহিল না, তৎপরিবর্ত্তে মধুসিংহের গৃহের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় সে গৃহে খুব একটা বকাবকি এবং উচ্চ চীৎকারের পর মধুকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া, বেন্দা চুপি চুপি তাহাদের বাড়ীর পিছনদিকে একটা প্রাচীন অশ্বত্থমূলে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার গোটা দুই মোটা ডাল প্রায় মধুর চালের উপর গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার একটার উপর

মনে হইল উঁচু ঘুলঘুলির মত ক্ষুদ্র জানালার ভিতরে যেন কাহার একখানি ক্ষুদ্র মুখ আবছায়ার মত দেখা যাইতেছে।

বেন্দাও ডাকাবুকো ছেলে—ভয় ডর জানিত না, গাছ বাহিতেও তেমনি মজবুত। উৎসাহে ভর করিয়া আগাইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি ডাকিল—"গৌউর"?

মুখখানা মুহূর্তেই জানালার বাহির হইয়া আসিল। দেখিয়াই বেন্দা আবার বলিয়া ফেলিল—"তুই ওখানে কি কচ্ছিস? কদিন ধরে তোকে —"

"চুপ কর্, চেঁচাসনি, আমাকে শীগ্‌গির এখান থেকে বার করে দিতে পারিস?"

"কেন, কি হয়েছে ওখানে?"

"চাবি দিয়ে রেখেছে, বড্ড মেরেছে রাত্তিরে মামা ফিরে এসে আবার মারবে।"

বলিতে বলিতে বালিকার গলা কাঁপিয়া উঠিল, বুক ভয়ে দুরু দুরু করিয়া উঠিল, চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। বেন্দা তাহা দেখিতে না পাইলেও সহানুভূতির স্বরে কহিল—

"ভিতরে গিয়ে তোর মামীর ঠেঁয়ে চাবি নিয়ে খুলে দিতে বলছিস্?"

গৌরী গর্জ্জিয়া উঠিল—"যাঃ, তুই লক্ষ্মীছাড়া বোকা কোথাকার, আমায় বের করে দিতে হবে না।"

বলিয়া অভিমানে দুই চক্ষু রগড়াইতে লাগিল।

"আরে মর্, বলনা—অমন কচ্ছিস্ কেন?"

"তোর যে একটুও বুদ্ধি নেই, সেই মাগীতো আরো পাজী, দোর আগলে উঠানে বসে খড় কাটছে—টের পেলে কি রক্ষে রাখবে ?"

বেন্দা এবার অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত ঘাড় নাড়িয়া জবাব করিল—"হুঁ বুঝেছি। তাহলে তুই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারবি ?"

"সে কি আমি দেখিনি ? বড্ড উঁচু, আর ওই কাটা নারকেল গাছের গোড়াটা রয়েছে যে ?" বলিয়া গৌরী নিরাশ ভাবে একবার নীচের দিকে চাহিল।

"আচ্ছা দাঁড়া তুই।"

হঠাৎ বেন্দার মাথায় এক বুদ্ধি যোগাইল। তাহার মা দুপর বেলায় গরুর খোল ভুষি কিনিয়া আনিবার জন্য তাহার কাছে একটা টাকা আর একখানা ছোট কাপড় দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। আসিবার কালে বেন্দা তাহা সঙ্গেই আনিয়াছিল।

এক্ষণে সেই কাপড়খানি কোমর হইতে খুলিয়া বেশ শক্ত করিয়া ডালে বাঁধিল, তারপর সেখানা জানালার উপর ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল—"আমি নেমে গিয়ে ওই নারকেল গাছের গোড়া-টার উপর দাঁড়াচ্ছি। তুই এই কাপড়খানা ধরে বেরিয়ে এসে ঝুলে আমার কাঁধের উপর দাঁড়া, আমি আস্তে আস্তে বসে নামিয়ে নেব।"

পরক্ষণেই বেন্দা নীচে যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া গৌরী দুই হাতে কাপড়খানা জোর করিয়া টানিয়া ধরিয়া

জানালার বাহির হইল। তারপর দেয়ালে পা দিয়া দিয়া দু'পা নামিতেই বালকের কাঁধ নাগাল পাইল। তখন আর তাহাকে নীচে নামাইয়া লইতে বেন্দার কষ্ট হইল না।

সে মহা আহ্লাদিত হইয়া বালিকার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখন যাবি কোথা ?"

গৌরী আবার গর্জ্জিয়া উঠিল—"মর্, মানা কচ্ছি—মেলা কথা ক'স্নি, শীগগির এখান থেকে পালিয়ে চল, গঙ্গার ধারের রাস্তায়, সব বলবো'খন। নৈলে এখানে কেউ টের পেলে দুজনেরই আর রক্ষা থাকবে না কিন্তু!"

বেন্দা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, গৌরীর হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি—যথাসাধ্য সাবধানে গঙ্গার ধারে চলিল। ব্যস্ততায় কাপড়ের কথা আর তাহার মনেও পড়িল না—সেখানা বায়ুভরে ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতে উড়িতে যেন পলায়িত বালক বালিকার পথ নির্দ্দেশ করিতে লাগিল।

[৭]

"সে যে আমার মা, এই ধর্ম্ম-মা বলে, জানিসনি ?"

"কই, আগে ত কখ্খনো বলিস্ নি ?"

"দূর তা কেন—সে মা কি ? সে মা তো মরে গেছে—মা বাবা দু'জনেই। এ মা—এই ধর্ম্ম-মা।"

"কোথায় পেলি ?"

"সেই যে—সেই সংক্রান্তির দিন। তুই আমায় ফেলে দিয়ে

চলে গেলি, এ মা এসে কত আদর করলে, গাড়ীতে চড়িয়ে বাড়ীর সামনে নামিয়ে দে গেল, ফুলের দাম দিলে এক টাকা। বল্লে আমি তোমার ধর্ম্ম-মা হই, মা বলে ডাক দেখি। আমি 'মা' বল্লুম, আমায় কোলে করে চুমো খেলে, আদর করলে, আমাকেও আলাদা একটা টাকা দিয়ে গেল।"

"সেই জন্যে তুই বুঝি আর জিনিষ বেচতে বেরুস্‌নি ?"

"না, তা কেন ? আমার টাকাটা কাপড়ের খুঁটে বাঁধা ছিল কিনা, মামী-মাগী তাই দেখতে পেয়ে মামাকে ফিস্ ফিস্ করে কি বলে দিলে। মামা অমনি—আমি দেবনা—আমাকে ঠাস্ টাস্ করে মেরে হাত দুটো মুচড়ে ধরলে, মাগী টাকাটা খুলে নিয়ে বল্লে 'হারামজাদা মেয়ে চোর হয়েছে দেখ। রোজ রোজ এমনি ধারা চুরি করে আমাদের কম পয়সা এনে দেয়। তুমি ওকে দয়া করে পুষছো—আর ও এমনি করে এই বয়স থেকেই আমাদের সর্ব্বনাশ করতে সুরু করেছে—'

"তুই সব কথা বল্লিনি কেন ?"

"বল্লুম না—কত বল্লুম, তা বল্লে কিনা—ওর সাত পুরুষের মা, কে কাকে অমনি অমনি টাকা দে থাকে, আমরা ন্যাকা—বুঝিনি—বটে ? ব'লে আমায় যে মারটা মারলে—এই দেখ্ এখনও দাগ আছে, সারাদিন-রাত কিচ্ছু খেতে দিলে না।"

"তক্ষুনি পালিয়ে এলিনি কেন ? দুর বোকা।"

"বোকা বইকি—পালাবার জো ছিল কি না ? তক্তাপোসের পায়ায় ঠায় বেঁধে রেখে দিলে। সকাল বেলা চাট্টিখানি নুন

পান্তা দিয়ে বল্লে, এক্ষুনি এই খেয়ে আজ হাটে যা, এই সব বেচে যদি তিন টাকা না আনতে পারিস তো তোর হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করবো, বলে এক ধামা মো পাটালী দিলে।”

“তিন টাকা বেচলি ?”

“দূর, দুটাকার জিনিষ হবে না, তার তিন টাকা ; ভাগ্যিস মা-বাবা গাড়ী করে বেড়াতে যাচ্ছিল--রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। সে সব নিয়ে তিন টাকা দিলে, আমায়ও আবার আলাদা আর একটা টাকা দিলে।”

“সে টাকা কি হল ?”

“সেদিন আমি খুব লুকিয়ে পেট কাপড়ে বেঁধে রেখেছিলুম, কিন্তু মাগী আমায় ন্যাংটা করে খুঁজে বার করলে। আবার চোর বলে খুব মারলে। তারপর দিন বাজারে সারাদিন ধরে কুল্লে পাঁচগণ্ডা পয়সার বেশী বেচতে পারিনি বলে, ভয়ে বাড়ী যাইনি। সন্ধ্যে বেলা আবার মা-বাবার সঙ্গে দেখা হতে আমি সব বলে দিলুম। বাবা বল্লে—“আজ তুমি বাড়ী যাও, কাল মধুকে বলে দেব, আর কিছু বলবে না।”

“তবে তোকে আটকে রেখেছিল যে ?”

“আজকে দুপুর বেলায় বাবা এসে মামাকে অনেক টাকা দিয়ে আমাকে একেবারে নে যেতে চেয়েছিল কিনা ! তাই পাছে আমি পালিয়ে যাই—ভয়ে। একটু শীগ্‌গির করে চল ভাই, যদি টের পেয়ে মামা ছুটে এসে ধরে ! বলিয়া গৌরী ভয়চকিত

নেত্রে চারিদিকে যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"দূর তোর মামা এতক্ষণ গঞ্জের আড্ডায় বসে মদ ঠুস্‌ছে—সন্ধ্যের আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সেই দিকেই গেল।"

বলিয়া ভরসা দিয়া বেন্দা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সেখান থেকে তোর মামা গিয়ে যদি ধরে আনে ?

"ইস—তা আর আনতে হয় না।" বলিয়া একটা ভ্রূভঙ্গি করিয়া গৌরী খুব গৌরবের ভাবে জবাব দিল, "তারা যে মস্ত বড় মানুষ—রাজা লোক, জানিস্‌নি বুঝি ?"

"তাহলে আমার সঙ্গে দেখা হবে কি করে ভাই ?"

"মাকে বলে তোকেও নিয়ে যাব ?" বলিয়া এমন দৃঢ়তার সহিত আশ্বাস দিল, যেন তাঁহার সঙ্গে তার সব ঠিকঠাক বলা হইয়া গেছে।

ততক্ষণে উভয়েই পথ ভুলিয়া ইমামবাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। অন্ধকারে বিরাটকায় দৈত্যের মত প্রকাণ্ড বাড়ীটা দেখিয়াই গৌরী খুব উৎসাহের সহিত বলিল—"ওই, ওই বাড়ীটেই নির্য্যস্, আর একটু পা চালিয়ে চল ভাই।"

কিন্তু আর যাওয়া হইল না। সহসা সেই অন্ধকারের ভিতরে যেন মাটি ফুঁড়িয়া একটা গোলাকার অগ্নিপিণ্ড লাফাইয়া উঠিয়া তাহার জ্বলন্ত জ্যোতি উভয়েরই মুখের উপর নিক্ষেপ করিল। অমনি তাহাদের পা গুলা যেন পাথরের মত আড়ষ্ট হইয়া জমিয়া গেল, ভয়ে মুখ শুকাইয়া বুক টিপ্ টিপ্

করিতে লাগিল। "সর্ব্বনাশ, পুলিশ" বলিয়াই বেন্দা গৌরীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পুলিশ শুনিয়াই বালিকার লুপ্ত সাহস যেন সহসা আবার জাগিয়া উঠিল, বিরক্তির স্বরে দৃঢ় ভাবে কহিল—"পুলিশ, তবে আর ভয়টা কি, আমরা চোর না ডাকাত?"

সেই মুহূর্ত্তেই বেন্দাকে জবাব দিবার অবসর না দিয়াই সে ব্যক্তি আপাদমস্তক কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত হইয়া আলোটা তাহাদের মুখের উপর স্থির রাখিয়াই একেবারে সামনে আসিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—"কোন্ রে?"

"কেন আমরা—মার কাছে যাচ্ছি, একবার তোমারি আলোটা দেখাও না? ওই বাড়ী, এগিয়ে আয় না বেন্দা।"

কিন্তু বেন্দা এগিয়া যাইবে কি, তাহার মুখখানা একেবারে মড়ার মত শাদা হইয়া গিয়াছিল, চোরের মত চকিতে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে, সেই অন্ধকারে কোথাও দিয়া পলাইবার স্থান আছে কিনা খুঁজিতেছিল।

গৌরীর জবাব শুনিয়া এবং বেন্দার ভাব দেখিয়া পাহারা-ওয়ালার ঘোরতর সন্দেহ হইল, কিন্তু এই দুটি বালকবালিকা যে কি এমন গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিতে এখান দিয়া এমন সময় কোথাও যাইতেছে বুঝিতে পারিল না, তবু স্বভাব বশে ধমক দিয়া জোর গলায় কহিল—"চোর তোরা, থানায় চ।"

এক মুহূর্ত্তেই গৌরী উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সিংহিনীর মত

গ্রীবাভঙ্গী করিয়া তেজের সহিত জবাব করিল—"খবরদার, এমন করে বলোনা বলছি, আমরা চোর নই।"

মুখের উপর ওইটুকু বালিকার ধমক খাইয়া পাহারাওয়ালাও মহা গরম হইয়া উঠিল, সজোরে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া দ্বিগুণ জোরে ধমক দিল—"আলবৎ যেতে হবে, এখনি হাড় গুঁড়িয়ে ছাড়ব, এগিয়ে আয় ছোঁড়া।"

"যাচ্ছি না হয়,—তার আর অত ভয় দেখাচ্ছিস্ কি? ছেড়ে দে আমার হাত বল্‌ছি।" বলিয়া গৌরী অত্যন্ত জোরে হাত টানিল।

"তবে রে হারামজাদী" বলিয়া পাহারাওয়ালা হাত ছাড়িয়াই খাঁ করিয়া তাহাকে চড় মারিতে গেল, কিন্তু বেন্দা চকিতে সামনে আসিয়া বালিকাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। সজোরে উত্থিত চড়টা চৌচাপটে আসিয়া পড়িল তাহার গালে, নিমেষমাত্র একবার 'উঃ' করিয়াই তৎক্ষণাৎ দুহাতে পাহারাওয়ালার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—"তোমার পায়ে পড়ি গো, ওকে কিছু বলোনা, আমায় মার এই একটা টাকা তোমায় দিচ্ছি।"

পাহারাওয়ালা একটু নরম হইয়া কহিল—"না মারবে না, বজ্জাৎ ছুঁড়ি, আমার ওপর চোখ রাঙিয়ে ধমক দেয়, এত বড় আস্পর্দ্ধা? হাড় গুঁড়িয়ে ছাড়ব,, চ আগে থানায়। কই কি দিবি বল্‌লি যে? শীগ্‌গির বের কর।"

বেন্দা তার সেই খোল ভুষি কিনিবার টাকাটা তাড়াতাড়ি

ট্যাঁক হইতে বাহির করিয়া দিতে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই গৌরী ঝড়ের মত সামনে আসিয়া চিলের মত ছোঁ মারিয়া সেটা কাড়িয়া লইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল—"খবরদার বেন্দা, টাকা দিতে পাবিনি ওকে। মারবেন, ধরবেন, চোর বলবেন আবার টাকা নেবেন? যা তুই, কথ্খনো দেব না, চল নিয়ে থানায়।"

মুহূর্ত্তের জন্য পাহারাওয়ালা থ হইয়া রহিল, কিন্তু পরক্ষণেই একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া টাকাটা কাড়িয়া লইবার জন্য লাফাইয়া তাহার হাত ধরিতে গিয়া হাঁকিয়া বলিল—

"থাম হারামজাদী, এখুনি হাড় গুঁড়িয়ে ছাড়ছি, দেখি তোর কোন্ বাবা রাখে?"

বিদ্যুদ্বেগে পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া গৌরীও ততো-ধিক উত্তেজিত স্বরে কহিল—"খবরদার, নির্ব্বংশের ব্যাটা, ফের যদি গাল দিস্ তো থাম্চে তোর নাক মুখ ছিঁড়ে দেব।"

সঙ্গে সঙ্গে বেন্দাও বাধা দিবার চেষ্টা করিতে করিতে চেঁচাইয়া উঠিল—"দোহাই পাহারাওয়ালা সাহেব, তোমার পায়ে পড়ি, ওকে কিছু বলোনা গো।"

মুহূর্ত্তেই সেখানে একটা গোলমাল বাধিয়া উঠিল। পাহারাওয়ালা সাহেব সজোরে তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া গৌরীর উপর পড়িতে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গম্ভীর কণ্ঠে পিছন হইতে কে হাঁকিল—"কিসের গোলমাল ওখানে?"

পাহারাওয়ালা সাহেব সহসা নিরস্ত হইয়া চীৎকার করিয়া জবাব দিল—"খবর ভাল নয় খোদাবান্দ্, চোর, বদ্‌মাস্, ডাকাত।"

"কই, কেমন ডাকাত, কোথায় দেখি?" বলিতে বলিতে দুইজন অশ্বারোহী আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলো লইয়া আরও জনকতক পাহারাওয়ালাও আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

একজন অশ্বারোহীর মুখে আলো পড়িতে দেখিয়াই গৌরী আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপরে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

"দেখনা বাবা, আমরা তোমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছি আর ওই পাহারাওলা মিন্সে আমাদের চোর বলে মারুছে, গাল-মন্দ দিচ্ছে, আর বেন্দার টাকা জোর করে কেড়ে নিচ্ছে।"

"না হুজুর" মিছে কথা। আমি—বলিয়া পাহারাওয়ালা সাহেব নিজের সাফাই গাহিতে উদ্যত হইবামাত্রই দ্বিতীয় অশ্বারোহী দারোগা বাবু ধমক্ দিয়া কহিলেন,—

"তোম্ চুপ্ রও হারামজাদ্, এই তোর ডাকাত?"

বলিয়া মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রমণীবাবু, এই তোমার সেই মেয়ে নাকি—গৌরী?"

রমণীবাবুকে জবাব দিতে হইল না, গৌরী আপনিই তাড়া-তাড়ি বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ বাবু, আমি গৌরী। মামা আর সেই মাগী আমাকে যেতে দেয়নি, খুব মেরে ভাঁড়ার

ঘরে পুরে চাবি দে রেখেছিল কি না? তাই ওই বেন্দা দেখ্‌তে পেয়ে গাছ বেয়ে জান্‌লা দিয়ে আমাকে পালিয়ে নিয়ে এসেছে। আমরা বাবার কাছে পালিয়ে যাচ্ছি—ওই পাহারাওয়ালাটা চোর বলে ধরে কত যে গাল দিচ্ছে, আর বেন্দার টাকাটা জোর করে কেড়ে নিতে যাচ্ছে। আমি কত বল্লুম—তা কি শোনে? আহা বেন্দাকে এম্‌নি মেরেছে—" বলিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল।

দারোগাবাবু মিষ্টস্বরে কহিলেন, "ভয় কি মা, কেঁদোনা, আমরা যে তোমাকেই আন্‌তে যাচ্ছিলুম। বাবার সঙ্গে এবার ঘরে যাও। ও কত বড় পাহারাওলা আমি দেখে নিচ্ছি।"

বলিয়া তাহার পানে মুখ ফিরাইয়া তীব্রকণ্ঠে কহিলেন— "কেমন আতাউল্লা, এই একরত্তি বাচ্ছা মিছে নালিশ করছে, না! ডাকাত ধরেছিলে—না এ ছেলেমানুষদের পেয়ে ডাকাতি করছিলে! হারামজাদ্‌! ভাগ্যে আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছি, এই রকম করে সরকারি কাজ কর, না?"

আতাউল্লা আর কি জবাব করিবে, সে ভয়ে একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া কাঁপিতেছিল। দেখিয়া গৌরী তাড়াতাড়ি দারোগা বাবুকে কহিল—"না গো না, আহা ওকে আর কিছু বলোনা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আহা বেচারি ভয়ে একেবারে মড়ার মত হয়ে গেছে। আমাকে গাল দিয়েছে দিক্‌গে, বেন্দাকে মেরেছে—তা মারুক গে টাকাটা নিতে পারেনি—এই দেখ। তোমার পায় পড়ি ওকে আর কিছু বলোনা।"

দারোগা বাবু উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গৌরীকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"বেঁচে থাক লক্ষ্মী মা আমার! উনি তো তোমার বাবা, আর আমি তোমার কে হই বল দেখি?"

গৌরী অপ্রতিভভাবে রমণীরঞ্জনের দিকে একবার চাহিল. তিনি মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। তারপরে হতাশ হইয়া দারোগা বাবুর পানে মুখ ফিরাইল। তখন তিনি হাসিয়া কহিলেন—"কাকা যে, জান না?"

"তুমি কাকা?" বলিয়া আনন্দিত বালিকা হাসিতে হাসিতে দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। দারোগা বাবু আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া কোল হইতে নামাইয়া দিয়া আতাউল্লাকে কহিলেন—

"দেখ বাঙ্গালীর মেয়ের কি উঁচু প্রাণ দেখ, এই বালিকার দয়াতেই তুমি আজ বেঁচে গেলে। কিন্তু হুঁসিয়ার, ভবিষ্যতে যেন আর কখনো এ রকম না হয়, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না—মনে রেখ। এখন চলে যাও আপনার কাজে।"

আতাউল্লা নতমুখে একেবারে ভূমি সংলগ্ন হইয়া বারম্বার সকলকে সেলাম করিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। তখন দারোগা বাবু রমণীরঞ্জনকে কহিলেন—"তবে আর মিছে যাওয়া কেন, কাজতো আপনিই যখন হাসিল হয়ে গেল—"

"তা বই কি?" বলিয়া রমণীরঞ্জন চুপি চুপি কহিলেন—"কে আর এই নিয়ে তার সঙ্গে কোর্টে লড়ালড়ি করতে যাবে?

তেমন তেমন হয় তখন বোঝা যাবে। এখন—যা দরকার তাই যখন পেলুম—ঘরে ফিরে যাই চল।” বলিয়া গৌরীকে কোলে তুলিয়া ঘোড়ার উপর বসাইয়া দিলেন।

“আর বেন্দা ?—ও পড়ে থাকবে বুঝি—বাঃ রে!” বলিয়া গৌরী বেন্দাকে কহিল—“তুই অমন একপাশটিতে চোরের মত দাঁড়িয়ে রইছিস্ কেন ? আর ভয় কি ? বাবা, কাকা—এদের সাম্‌নে এগিয়ে আয়না ?”

দারোগা বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—“তাইতো, এত-ক্ষণ ভুলে ছিলুম, এগিয়ে এসতো ছোক্‌রা, খুব কাজ করেছ বাঃ—খুব বাহাদুর তুমি!”

বলিয়া বেন্দার পীঠ চাপড়াইয়া রমণীরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“একে তুমি চেন নাকি ?”

“চিনতুম না—এখন চিনেছি। সেই যে মেয়ে মানুষটির মুখে গৌরীর মারধোর আর আটকের কথা শুনে তাড়াতাড়ি এসে তোমাকে নিয়ে মধুর বাড়ী যাচ্ছিলুম—তারই ছেলে, ‘বেন্দার-মা’ তার নাম। এস হে বেন্দা আমাদের সঙ্গে।”

গৌরী বাধা দিল।—

“বাঃ রে, তা কি করে হবে ? ও বুঝি হেঁটে যাবে ? তা হলে আমি ঘোড়ায় চড়তে চাইনি।”

দারোগাবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—“এস হে বেন্দা, তুমি আমার ঘোড়ার ওপর।”

“বাঃ বাঃ, বেশ হয়েছে, বাবার ঘোড়ায় আমি—কাকার

ঘোড়ায় বেন্দা।” বলিয়া বালিকা আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিল।—

“খুব সাবধান বেন্দা, কক্ষনো ঘোড়ায় চড়িসনি তো? খুব ভাল করে ধরে থাকিস্। পড়ে যেন হাত পা ভাঙ্গিস্ নি।”

রমণীরঞ্জন ও দারোগা বাবু এবার হো হো করিয়া একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

[৮]

বেন্দার-মা টাকা লইয়া বিদায় হইয়া গেলে, রমণী-রঞ্জন স্ত্রীর মুখে গৌরীকে আটক রাখার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাগে আগুন হইয়া যখন তাড়াতাড়ি থানায় চলিয়া গেলেন, তখন হইতে লবঙ্গলতা তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন।

থানার বড় দারেগা সুরেশবাবু তাঁহাদের পরম বন্ধু, তাঁহার পত্নীর সহিত একবার একসঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তিনি মহাপ্রসাদ পাতাইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং রমণীরঞ্জনের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি যে গৌরীর উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করি-বেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না। অতএব রমণীরঞ্জন যে আজ দুঃখিনী বালিকাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবেন—সে ভরসা খুবই ছিল।

তবু স্নেহ-প্রবণ মাতৃ-হৃদয়ে অমঙ্গল আশঙ্কাটাই অকারণে সচরাচর প্রবল হইয়া উঠে। হৃদয় যাহাকে বেগে আঁকড়াইয়া

ধরিবার জন্য পাগল হইতে থাকে—তাহার সম্বন্ধে শত প্রকার অনাসৃষ্টি কল্পনা সর্ব্বদাই বেঙের ছাতার মত—আপনা হইতেই সারি সারি মাথা ফুঁড়িয়া গজাইয়া উঠে। তাই যখন আশা, আনন্দ, আশঙ্কা, উৎকণ্ঠায় লবঙ্গলতা অস্থির হইয়া একটু-খানি পরিচিত পদশব্দ শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া ছিলেন, সেই সময়ে রমণীরঞ্জন দুই পাশে বালক বালিকার হাত ধরিয়া লইয়া দ্রুতপদে হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"এই নেও, আজ একেবারে সুদশুদ্ধ ঋণ শুধলুম।"

"শুধ্‌লে, না আরো উল্‌টে চাপালে?" বলিতে বলিতে লবঙ্গ নিমিষমধ্যেই একেবারে ছোঁ মারিয়া গৌরীকে বুকে তুলিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অনর্গল চোখের জল ঢালিতে সুরু করিয়া দিলেন। মুখ দিয়া আর একটাও কথা সরিল না।

আর যে বালিকা এতদিন ধরিয়া মামা-মামীর অসহ্য যাতনাতেও কখনো এক ফোঁটা চখের জল ফেলে নাই, একটু আগেই একাকী পাহারাওয়ালার বিপক্ষে সদর্পে দাঁড়াইয়া বচসা করিতে হটে নাই এবং দারোগা বাবুর সঙ্গেও মুহূর্ত্তের মধ্যেই চিরপরি-চিতের মত ভাব করিয়া ফেলিয়াছিল—সেও অকস্মাৎ একে-বারেই যেন বদলাইয়া গেল। রৌদ্রতপ্ত ক্ষুদ্র যুথিকাটির মত একেবারে নুইয়া ঢলিয়া পড়িল। বাক্‌শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তেজ, বীর্য্য, ধৈর্য্য, সাহস, জ্ঞান বুদ্ধি সমস্তই উড়িয়া গেল—কতকালের রুগ্নের মত চোখের পাতা ধীরে ধীরে বুজাইয়া ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া শেষে যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

লবঙ্গ বালিকার সর্ব্বাঙ্গে একটা আশ্চর্য্যরকম শিথিলতার ভাব অনুভব করিয়া চমকাইয়া উঠিলেন এবং তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন—

"গৌরী—গৌরী!—মা আমার—ওমা!"

কিন্তু মা কথা কহিল না। লবঙ্গ অত্যন্ত ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।—

"ওগো, সর্ব্বনাশ, বাছা আমার এমন হয়ে পড়লো কেন? দেখ-দেখ!" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমণীরঞ্জনও নিমিষেই ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেলেন, ত্রস্ত হইয়া কহিলেন—

"শীগ্‌গির বিছানায় নিয়ে গে শুইয়ে দাও, চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে বাতাস কর। আমি এক্ষুণি ডাক্তার হেবকে আনতে পাঠিয়ে দিয়ে আসছি।"

বেন্দা সেই পাহারাওয়ালার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া অবধি এই এতক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া চুপ করিয়াছিল, নেহাৎ দু'একটা হ্যাঁ হুঁ ভিন্ন কথাটিও কহে নাই। এক্ষণে সহসা সপ্রতিভ হইয়া রমণীরঞ্জনকে গমনে বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—

"কিচ্ছু ভয় নেই—ডাক্তার ডাকৃতে হবেনা, শুইয়ে দিন, আমি ভাল করে দিচ্ছি।" বলিয়া, তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ চাহিয়া লইয়া দুই হাতে সরু করিয়া পাকাইতে লাগিল। ততক্ষণে অজ্ঞান গৌরীকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া স্বামী-স্ত্রী সভয়-বিস্ময়ে বালকের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

কাগজটা পাকানো হইলে বেন্দা সেটার একদিকে আগুন

ধরাইয়া তাড়াতাড়ি গৌরীর নাকের কাছে নাড়িতে লাগিল। একটুখানি পরেই, ধোঁয়া ক্রমাগত নাকের ভিতর গিয়া, তাহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিল। সে একটু ছট্‌ফট্ করিতে করিতে হঠাৎ একখানা হাত তুলিয়া এমন ভাবে ছুঁড়িল যে, দগ্ধ কাগজখানা বেন্দার হস্তচ্যুত হইয়া ঠিকরাইয়া দূরে পড়িল। পরক্ষণেই গৌরী পাশ ফিরিয়া মুখ গুঁজিয়া শুইল।

"পাশ ফিরে মুখ গুঁজতে দেবেন না। ধরে রাখুন, ধরে রাখুন।" বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা কুড়াইয়া লইয়া আবার সেইরূপ প্রক্রিয়া আরম্ভ করিল।

এবার অল্পক্ষণ পরেই গৌরী ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বার দুই 'আঃ উঃ' করিয়া একেবারে ধড়্‌ফড়্ করিয়া বেগে উঠিয়া বসিয়া কহিল,—"আঃ, মেরে ফেল্লে—দূর হ।"

"সেরে গেছে—সেরে গেছে" বলিয়া বেন্দা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল।

দেখিয়াই গৌরী আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া যেমন লাফাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িতে যাইবে—অমনি লবঙ্গলতা প্রবল স্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া চুমো খাইয়া কহিলেন,—"রাগ্‌ছো কেন মা, কি হয়েছে?"

অভিমানে মুখখানি ঘোরালো করিয়া গৌরী অভিযোগ করিল।—"দেখনা মা, হতচ্ছাড়া পাজী আমাকে ভূত-ছাড়ানো করতে চায়। দূর করে দেও ওটাকে, নইলে আমি এক্ষুণি ওর চোখ মুখ আঁচড়ে ছিঁড়ে দেব।"

কিন্তু হতচ্ছাড়া পাজী তো সম্প্রতি দূর হইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না—অধিকন্তু তাহাদের কাছে আরও একটুখানি ঘেঁসিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আর একবার ওর অম্নিধারা হয়েছিল কি না! সে দিন ওর মামী পীঠে ছেঁকা দিয়ে পুড়িয়ে ভূত চালা করে দিছলো। তা আমিও ঘোষেদের বাড়ী থেকে দেখে ওই ঝাড়ানটা শিখে রেখেছিলুম,—তক্ষুণি সেখানে ঝাড়িয়ে দে ভাল করলুম। তাইতে সেই থেকে ও রকম দেখলেই ক্ষেপে ওঠে, তা এখানে আর ভয় কি—ওর মামা-মামী তো আর আস্তে পারবে না এখানে!"

"সাধ্যি কি তাদের?" বলিয়া লবঙ্গলতা বালিকাকে কোলের ভিতর লইয়া বসিলেন। রমণীরঞ্জন 'হো হো' করিয়া হাসিতে হাসিতে বালকের পীঠ চাপড়াইয়া কহিলেন—"সাবাস্ ছেলে তুমি—খুব বাহাদুর বাঃ! তা তুমিও এখানে থাক্‌বে তো?"

"রোজ থাক্‌বো?"

"নয় তো কি?" বলিয়াই গৌরী তাড়াতাড়ি রমণীরঞ্জনকে কহিল—"হ্যাঁ বাবা, যেতে দিওনি ওকে, রেখে দেও, নইলে মামা আর সেই মামী মাগী আর ওকে আস্ত রাখবে না—তা বলে দিচ্ছি।"

"কেন বল দেখি?" বলিয়া রমণী হাসিতে হাসিতে তাহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইলেন।

"তা বুঝি জাননা?" বলিয়াই গৌরী চোখ মুখ ঘুরাইয়া বিজ্ঞের মত জবাব দিল—

"ও যে আজ আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, নইলে কি আমি আস্‌তে পারতুম ? বড্ড ভাল ছেলে গো—লক্ষীটি। তোমার পায়ে পড়ি বাবা, ওকে যেতে দিও না—দিও না—তা হলে ওকে মেরে খুন করে ফেলবে। বড্ড পাজী বদমাইস তারা, ডাকাত—" বলিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল—বাধা পড়িল। দোরগোড়া হইতে বেন্দার মার কণ্ঠস্বর আসিল,—

"আমি একবার ভিতরে আসবো কি, ভারি দরকার।"

"এস, এস বোন!" বলিয়া লবঙ্গ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

বেন্দার মুখ শুকাইয়া গেল, ভয়ে তাড়াতাড়ি গিয়া রমণীরঞ্জনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

[৯]

তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজে। সন্ধ্যার সময় বেন্দার মা, ঘাটে মাণিককে হাজার টাকার প্রলোভনে জপাইয়া মধুর কাছ হইতে একটা বিক্রয়নামা সই করাইয়া মেয়েটাকে তাহার হাতে দিয়া দিবার জন্য তাহাকে রাজি করিয়া যখন গৃহে আসিয়া দেখিল যে তখনো বেন্দা ফিরে নাই, তখন রাগে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল।

কিন্তু রাগ করিয়া কাজ হারাইবার মানুষ সে নয়। তাড়াতাড়ি পেট কোঁচড়ের অধিকাংশ টাকা সাবধানে রাখিয়া কিছু সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ আবার বাহির হইয়া পড়িল। যে দাঁওটা

সহজেই মুঠোর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে—তাহাতে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবার অবকাশ ছিল না।

সে অঞ্চলে ছোটলোকের ভিতরে যেমন তাহার অনুগৃহীত লোকের অভাব ছিল না, ভদ্রলোকের ভিতরেও তেমনি দু'এক-জন আদালতের মুহুরী ও মোক্তার জোগাড় ছিল। সে বরাবর তেমনি একজন দুর্দ্দান্ত মোক্তারের বাড়ী গিয়া উঠিল।

তারপর সেখানের কাজ সারিয়া জেলেপাড়া হইতে ঘুরিয়া যখন আবার গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন এগারোটা বাজিয়া গেছে। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বেন্দার দেখা নাই।

অন্যদিন হইলে সে হয়তো পুত্রের উদ্দেশে বকিয়া, গালি পাড়িয়া, চেঁচাইয়া ঘুমন্ত পাড়াকে মাথায় করিয়া তুলিত, কিন্তু সে দিন কিছুই করিল না, যেমন আসিয়াছিল—কিছু টাকা লইয়া আবার তেমনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু এত করিয়াও যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। মধুর গৃহে আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া যখন টের পাইল যে গৌরী পালাইয়া গেছে, তখন ভারি একটা নৈরাশ্যের দমকা লাগিলেও সে একে-বারে হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল না। যখন বিক্রয়নামাটা কাঁক-তালে সই হইয়া হাতের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সে পুরস্কারের অন্ততঃ অর্দ্ধেকও লবঙ্গলতার কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে, সে বিষয়ে খুবই ভরসা ছিল।

কিন্তু ঘটনা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে—বিলম্বে গেলে পাছে কার্য্য হানি হয়, সেই ভয়ে—সে রাত্রে গৃহে ফিরিবার কল্পনা

বিদায় দিল। কাগজখানা উত্তমরূপে সামলাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ রমণীবাবুর গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিল।

সে গৃহে রাত্রি বারটার পূর্ব্বে কখনও বাতি নিবিত না। বিশেষ সে দিনের ঘটনায় ভিতর বাড়ীতে কর্ত্তা-গিন্নী যেমন তখন পর্য্যন্তও বিশ্রামের অবকাশ পান নাই—বাহিরে চাকর-বাকর দ্বারবানেরাও তেমনি এতক্ষণ স্ব স্ব কার্য্যে থাকিয়া সেই সবে সদর বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিল। বেন্দার মা আসিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল—"দারোয়ানজী, দারোয়ানজী, শীগ্‌গির একবার ফটকটা খুলে দেও।"

দরোয়ানজী সাড়া দিল না। কিন্তু বেন্দার মাও সহজে ছাড়িবার পাত্রী ছিল না—পুনঃ পুনঃ দরজায় জোরে ঘা দিতে দিতে সুর চড়াইয়া দিল।

"বলি ও দরোয়ানজী, মড়ার ঘুম ঘুমুচ্ছ নাকি, এত ডাকাডাকি চেঁচামেচি কানে যাচ্ছে না? একবার উঠে দোরটা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়গে না বাপু!"

দরোয়ানজীর কিছুতেই উঠিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে জানিত যে সেদিন কর্ত্তা বা গৃহিণী কেহই তখন পর্য্যন্ত নিদ্রা যান নাই। যদি সেই উচ্চ চীৎকার তাঁহাদের কাণে গিয়া ক্রোধের হেতু জন্মাইয়া দেয়, কাজেই মহা বিরক্ত হইয়া বকিতে বকিতে উপস্থিত নিদ্রার মায়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

"আরে রাম কহো, ভ্যলা আজ রাতকো এ কেয়া ঝামেলি লাগা হৈ?"

"আ মর্, খুলে দেখনা কেন? বলে কলির ভাল করতে নেই, আমি কোথায় ওরই ভালোর জন্যে এই রেতে এতটা পথ হেঁটে এলুম—না, নির্ব্বংশের ব্যাটা খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে রাম নাম জপ্‌তে সুরু করলে? বলি, কিছু রোজগার করতে চাস্ তো শীগ্‌গির উঠে ফটকটা খুলে দে।"

দরোয়ানজী আর দ্বিরুক্তি করিল না, উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"আরে কেয়া রোজগার—ক্যা ভালা করোগে?"

বলিয়া বিপুল দেহখানি মুক্ত পথ আটক করিয়া দাঁড়াইল।

বেন্দার মা মুচ্‌কি হাসিয়া একটা টাকা তাহার হাতে দিয়া কহিল—"মরণ আর কি, ঢং দেখ, যেন রাত দুপুরে কালভৈরব এসে দাঁড়ালেন, নেও এইবারে গে চোদ্দ পো হও গে—আমি ভিতরে যাই। আবার ফেরবার সময় ডেকে তুলবো'খন, আর যদি ভাগ্যি ভাল হয় তো তখন আবার কিছু মিলতেও পারে! কেমন দোর খুলে দিতে আর—"

বাধা দিয়া দরোয়ানজী তাড়তাড়ি কহিল—"আরে ইয়ে তো হামারা কামই হ্যায়, তোম্ যব খুসি যানা—আনা করো—কই নেহি রোখে গা। লেকেন আজ কোঠীমেই কেয়া চল্ রহা—কুছ মালুম হ্যায়?"

"কেন বল্ দেখি—কি চল্‌ছে?"

"আরে, সাম্‌কো বাত্তি বারণে পরই খোদ্ বাবু ঘোড়ে পর নিকল্ গৈ,—ফিন্ রাত কৈ বারা বাজ্‌নে পর লৌটা। উন্‌কা

সাথ বড়া দারোগা বাবু আয়া, এক লেড়্কা ঔর এক লেড়কী ভি আয়ি হই।"

বেন্দার মা চম্‌কাইয়া উঠিল।—"লেড়কী? লেড়কা? কি রকম—কত বড়? কোথায় তারা?"

বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় সোৎসুক হইয়া দ্বারবানের পানে চাহিয়া রহিল।

দ্বারবান জবাব করিল—"উন্ দোনো কো রাখ্ কর দারোগাবাবু চলা গিয়া। খোদ্ বাবুজী দোনো কো সাথ লে কর্ অন্দর মে ঘুষা, ঔর নিক্‌লা ভি নেহি।"

বেন্দার মা চঞ্চল হইয়া উঠিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, বেন্দা কয়দিন হইতেই গৌরীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল—আজ রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। একটা প্রবল উত্তেজনা তাহার দেহের প্রত্যেক শোণিত বিন্দুটিকে তপ্ত করিয়া তুলিল। তাড়াতাড়ি আর একটা টাকা বাহির করিয়া দ্বারবানের হাতে গুঁজিয়া দিয়া এক নিশ্বাসে চাপা গলায় কহিল—"হুঁসিয়ার, খুব সাবধান। যা আমার কাছে বল্লি—বল্লি, খবরদার আর কারুর কাছে যেন ভুলেও গল্প করিস নি, তা হলে ভাল হবে না কিন্তু। যদি বক্‌সিস পেতে চাস্ তো আমার কথা যেন মনে থাকে।"

বলিয়াই এমন বেগে ঝড়ের মত ভিতর, বাটীতে চলিয়া গেল যে মহাবিস্মিত দরোয়ানজী বিনা কারণে একেবারে দুই দুইটা টাকা রোজগার করিয়া ফটক বন্ধ করিতে করিতে যখন

স্বপ্নাবিষ্টের মত ফিরিয়া চাহিল তখন তাহার ছায়াটুকু পর্য্যন্ত অন্দরের পথে একবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে!

ভিতর বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া—নিস্তব্ধ অন্তঃপুরে—কর্ত্তাগিন্নীর কণ্ঠস্বরে তাঁহাদের কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া লইতে বেন্দার মার বিলম্ব হইল না। বুড়ো ঝি কাজকর্ম্ম চুকাইয়া অন্দরের দ্বার বন্ধ করিতে যাইতেছিল, দুই চারি কথায় তাহার কাছ হইতে পথ জানিয়া লইয়া একেবারে লবঙ্গলতার কক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভিতর হইতে গৌরীর প্রত্যেক কথাটি যখন কাণে আসিয়া পৌঁছিল তখন বেন্দার মার বুকের ভিতরটা এমন বেগে দুর দুর করিয়া উঠিল যে সেখানে আর দাঁড়াইয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি এক নিশ্বাসে ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিয়া ফেলিল।

লবঙ্গলতা দ্বার মোচন করিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই বেন্দার মা মুহূর্ত্তে একেবারে ঘরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তাড়াতাড়ি সেই কাগজখানা কর্ত্তাগিন্নীর সামনে রাখিয়াই কহিল—"এই নিন্ পড়ে দেখুন, একবারে কাজ ফরসা, মাগী মিন্‌সে যখন কিছুতেই রাজি হল না, তখন আর করি কি? দিদিমণিকে কথা দিয়ে গেছি যে যেমন করে হোক এনে দেবই। কাজেই অনেক ভেবে চিন্তে তিন তিন্‌শো টাকা ক'ব্‌লে সিধু মোক্তারকে হাত করে কাগজ লিখিয়ে নিয়ে, তারই দলের পাঁচ ছ'জন গুণ্ডাকে মুঠো মুঠো টাকা ঘুস দে হাত করে ফেল্লুম। তারা ব্যাটাকে আড্ডায় খুব মদ খাইয়ে সই করিয়ে নিলে।"

ততক্ষণে কাগজখানা রমণীরঞ্জনের পড়া হইয়া গিয়াছিল, তিনি সেখানা লবঙ্গের হাতে দিয়া খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ বাঃ একেবারে পাকা বাছাধনের আর ট্যাঁ ফোঁটি করবার জো নেই, এখন আমরা নিশ্চিন্তি হলুম। খুব বুদ্ধি করেছ বটে।"

বাধা দিয়া বেন্দার মা তাড়াতাড়ি ঢোক গিলিয়া চোখ মুখ নাড়িয়া খুব বুদ্ধিমতীর ভাব দেখাইয়া কহিল—"বুদ্ধিশুদ্ধি আর একটু হলেই সব উল্‌টে গেছ্‌লো বাবু। সই করে দিয়েই মিন্‌সে আবার বেঁকে দাঁড়ালো, বলে 'এ একশো টাকা বায়নার কর্ম্ম না—এতো গেল আমার ত-খরচা, একটি হাজার এইখানে কবুকরে গুণে চাই—তবে ছাড়্‌বো। নইলে সই দিছি—দিছি, কোন ব্যাটা মেয়ে নে যায় দেখি তো? রাতা-রাতি একেবারে—' বলেই একটু মুচ্‌কি হেসে গম্‌ খেয়ে গেল।"

"ব্যাটারা ডাকাত দস্যি, সব করতে পারে গো" বলিয়া লবঙ্গ-লতা গৌরীর পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিলেন।

"হ্যাঁ দিদি, ঠিক বলেছ, ছোটলোক, গুণ্ডো ওদের অসাধ্যি কিছু আছে কি?" বলিয়া বেন্দার মা আবার রমণীরঞ্জনের পানে মুখ ফিরাইয়া কহিতে লাগিল—

"আমি ত পড়্‌লুম কাঁপরে, হাজার টাকা তখন পাই কোথা? তারপর সে টাকা নিয়েও যদি আবার গোল করে—মেয়েটাকে সত্যি সত্যিই রাতারাতি কোথাও সরিয়ে লুকিয়ে ফেলে? ওদের

আড্ডার তো ভাবনা নেই ?—তখন একুল ওকুল সব যাবে ! ভাবলুম—মেয়েটাকে আগে যেমন করে হোক এখানে এনে ফেলা চাই। ভেবে এক বুদ্ধি করলুন, বল্লুম—'আচ্ছা কাগজখানা আমায় দেও, আমি ওখানা বাবুকে দিয়ে এক্ষণি হাজার টাকা এনে দিচ্ছি, তারপর কাল সকালে তিনি এসে মেয়ে নিয়ে যাবেন। শুনে মিন্‌সে একগাল হেসে কাগজখানা দিয়ে দিলে। আমি বেরিয়ে এসেই বেন্দাকে চুপিচুপি সব বলে কয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়ে দিয়েই একটা মতলব করে, মাগীকে বাড়ী থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলুম। হাজার হোক আমারই ছেলে তো, কেমন বুদ্ধিকরে ঠিক্‌ঠাক্ কাজ হাসিল করে নিয়ে এয়েছে দেখুন ?"

বলিয়া গর্ব্বভরে বড় বড় করিয়া দু'চোখ মেলিয়া যখন বেন্দার পানে চাহিল তখন মহাবিস্ময়ে বালকের দুই চক্ষু ততোধিক ডাগর হইয়া একেবারে অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

দেখিয়াই মাতা, পুত্রের মনোভাব বুঝিয়া, চকিতে ইসারা করিয়া কি বলিতে যাইতেছিলে, হঠাৎ গৌরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"হ্যাগো বেন্দা ভারি বুদ্ধি করে গাছ বেয়ে, কাপড় বেঁধে, জানালা দিয়ে কত করে তবে আমাকে প্যালিয়ে নে এয়েছে। টের পেলে কিন্তু তারা ওকে কুচি কুচি করবে বাবা। কি হবে তাহলে ?"

বলিয়াই রমণীরঞ্জনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের পানে চাহিল।

"ভয় কি মা টের পাবে কেন ? তুমি ও কথা আর কারুর কাছে গল্প করো না।" "বলিয়া রমণীরঞ্জন বালিকার মুখচুম্বন করিয়া বেন্দার মাকে কহিলেন—

"তুমি কিছু ভেবোনা, কেউ তোমার ছেলের কিছু করতে পারবে না। কালই আমি দারোগা বাবুকে বলে এর একটা বিহিত করে রাখবো। আজ এত রাত্রে আর গিয়ে কাজ নেই—খাওয়া দাওয়া করে এখানেই থাক, সকালবেলা একেবারে টাকা নিয়েগে তার পাওনা চুকিয়ে দিও।"

"তা দেবনা বাবু! শুধু দেব—মেয়ে চাইবো না ? যেমন বদ্‌মাইস তেমনি হুলুস্থুল বাধিয়ে ছাড়বো না ?" বলিয়া আনন্দে একগাল হাসিল। তখন বেন্দা একটা মহা ভয়ের হাত এড়াইয়া বাঁচিয়া গেল, ধীরে ধীরে মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।"

এইরূপে সুচতুরা বেন্দার মা আগাগোড়া একটা কতক সত্য এবং অধিকাংশই মিথ্যা গল্প রচিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞপুত্রকে সহকারী করিয়া লইয়া সকালবেলা যখন নগদ দেড় হাজার টাকা গণিয়া লইতেছিল, ওদিকে তখন মাণিকের সুমধুর তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত উপর্য্যুপরি ধাক্কা খাইতে খাইতে মধুসিংহের নেশার ঘুম আসিয়াছে।

[১৩]

"ভোর না হতে একি বদিয়াতি বাবা ?"

বলিতে বলিতে আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া মধু চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে হাই তুলিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া বসিয়াই সম্মুখে উগ্র-চণ্ডী রূপিণী মাণিককে দেখিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

"তো—তো—তো মাগীর জ্বালায় কি একটু ঘুমোতেও পাব না ? কি—কি—কি হয়েছে বল্‌তো, কেন তুল্লি আমায়।"

বলিয়াই উঃ আঃ করিতে করিতে আবার হাই তুলিয়া জড়িত স্বরে কহিল—"নিয়ে আয় আমার কালকের আধখানা কোথায় রেখেছিস্ ?"

মদের বিচিত্র মহিমায় কাল রাত্রের অতবড় কাণ্ডখানা মধু যে ইতিমধ্যেই ভুলিয়া গেছে জানিতে পারিয়া মাণিক আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তার উপর সে যখন জাগরিত হইয়াই প্রথমে আবার সেই মদেরই অনুসন্ধান করিল তখন আর তার ক্রোধের সীমা রহিল না।

মাণিক নড়িল না, একটা কথাও জবাব করিল না, কেবল রক্তমুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতে লাগিল। চোখ দুটো হইতে যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।

দেখিয়া মধু আরও চটিয়া গেল, হুঙ্কার করিয়া কহিল—"শীগগির নিয়ে আয় বল্‌ছি হারামজাদি, নৈলে এখুনি তোর বাপের—"

মুখের কথা শেষ হইল না, নিমিষের মধ্যে মাণিক উল্কা-পিণ্ডের মত তাহার উপরে আসিয়া পড়িল। তখন মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেখানে চুলোচুলি, কিলোকিলি, খাম্‌চা খাম্‌চি, চেঁচাচেঁচি সুরু হইয়া সহসা যেন শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

সে যুদ্ধ যে কতক্ষণ চলিত বলা যায় না, এবং গোলমাল চেঁচাচেঁচি মারধোরও যে সে বাড়ীতে হইত না এমন নয়; কিন্তু সেটা ঘটিত প্রায়ই দুপরের পর হইতে সন্ধ্যার দিকে। অনেক সময়ে বেশী রাত্রি পর্য্যন্তও গড়াইত। কিন্তু সকালবেলা কখনও শান্তিভঙ্গের কোন কারণ এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। বরং নিদ্রাদেবী তাঁহার একচেটিয়া অধিকার লইয়া বেলা দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত অবাধে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু আজ প্রভাতেই সহসা এরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপারে পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই আসিয়া জমিল এবং সেই অদ্ভুত দ্বন্দ দেখিয়া যখন বহু চেষ্টায় দুজনকে ধরিয়া ছাড়াইয়া দিল, তখন একজনের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেছে এবং অপরের মাথা ফাটিয়া কাণ ছিঁড়িয়া রক্ত প্রবাহ ফিন্‌কি দিয়া ছুটিয়াছে।

পীতাম্বর চৌকিদার নক্ষত্রবেগে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া মাণিকের হাত ধরিয়াই একেবারে বিনা আড়ম্বরে জোর করিয়া বলিল—"আয় মাণকে চ'তো আমার সঙ্গে থানায়, দেখি মেয়েমানুষের মাথা ফাটিয়ে শালা কেমন করে বাঁচে?"

প্রতিবেশীদের মধ্যস্থতায় বাধ্য হইয়া সংগ্রামে ক্ষান্ত দিয়া মধুসূদন তখন তাহার পূর্ব্ব রজনীর সঞ্চিত 'আধখানা' খুঁজিয়া

লইয়া খেঁায়ারী ভাঙ্গিবার চেষ্টায় মন দিয়াছিল। পীতাম্বরের কার্য্যে সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া কঠোর স্বরে কহিল—"নেকলাও শালা আমার বাড়ী থেকে, আভি নেকলাও—বাঘের ঘরে এয়েছিস্ শালা চৌকিদারী ফলাতে ? এখুনি কাঁচা মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নাবিয়ে নেব, শালা হারামি ?"

মাণিককে লইয়া মধুসিংহের প্রতি পীতাম্বরের মনে মনে, বহুদিনের একটা পুরাতন আক্রোশ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিয়া আসিতেছিল, এ সুযোগ সে ছাড়িতে পারিল না। ততোধিক কঠোর স্বরে উত্তেজিতভাবে গর্জ্জন করিয়া জবাব দিল।—

"নিজের জান আগে বাঁচা শালা, জেলে গিয়ে তো সম্বচ্ছর ঘানি টেনে আয়. তার পরে তোর বাপের মুরোদ থাকে তো আমার মুণ্ডু ছিঁড়ে নিস্। আয় চলে মানকে, দেখছি শালার কোন বাবা এসে রক্ষে করে ?"

বলিয়াই মাণিকের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। মাণিক এতক্ষণ দলিতা ফণিনীর ন্যায় ক্ষোভে রোষে জ্বলিয়া ফুলিতেছিল—কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন মধুর আর বরদাস্ত হইল না, উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ধরিতে গেল। কিন্তু তখন তাহার চারিদিকে বিস্তর লোক জড় হইয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি ধরিয়া নিরস্ত করিল।

কিন্তু মধু নিরস্ত হইয়াও ক্ষান্ত হইল না, প্রচণ্ড রাগের

বশে সহসা হাতের বোতলটা সজোরে ছুড়িয়া মারিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

"ধর্ শালাকে—কেঁড়ে ফ্যাল্।"

কিন্তু শালাকে তো ধরা গেলই না, অধিকন্তু আর এক বিষম কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পীতাম্বর আগে আগে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গিয়াছিল, মাণিক পড়িয়াছিল—পিছনে। বোতলটা এমন ভাবে সজোরে আসিয়া তাহার মাথার পিছন দিকে কাণ ঘেঁসিয়া লাগিল যে "বাপ—গেলুম" বলিয়াই সেইখানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে রক্ত ধারা ছুটিল।

তখন সমবেত সকলেই মহা আতঙ্কে শিহরিয়া 'খুন' 'খুন' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জন কতক রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়া 'খুন' 'খুন' বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে—দোলে রথে যে ভিড় হয় না—সে ভিড় জমিয়া গেল।

পীতাম্বর আর দাঁড়াইল না—পিছন ফিরিয়া দেখিল না। ব্যাপারটা যা ঘটিয়াছে—অনুমানে বুঝিয়া লইয়াই ঝড়ের মত বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া একেবারে নিকটস্থ ফাঁড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে খুনের সংবাদ দিয়া পুলিশ সঙ্গে লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সংজ্ঞাহীনা মাণিকের রক্তাপ্লুত দেহ বেড়িয়া লোকে যত না অবাক হইয়া দেখিতেছিল—তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছিল—সেই দেহের উপরে পড়িয়া

মাতাল মধুর ঘোর মত্ততাসম্ভূত অপূর্ব্ব রোদন-বিহ্বল করুণ-রসের অভিনয়।

কিন্তু মুহূর্ত্তেই তাহার সে অভিনয় শেষ হইল। ভিড়ের ভিতর হইতে 'পুলিস পুলিশ' রব উঠিবামাত্রই সে হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার রাস্তার দিকে চাহিল, তারপরে সহসা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া তীরের মত ভিড় ফুঁড়িয়া গিয়া বাঘের মত একেবারে পীতাম্বরের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল।

পীতাম্বর সে বেগ সহিতে পারিল না—তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। তখন মধুসূদন ক্ষিপ্তের মত তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া সবলে গলাটা টিপিয়া ধরিয়া আনন্দের হুঙ্কার ছাড়িল।

"কেমন শালা, এখন তোর কোন্ পুলিশ-বাবা তোকে রক্ষে করে দেখিতো ?"

পীতাম্বরের মুখখানা শাদা হইয়া গেল, চোখ দুটো কপালে উঠিল, জিভ্ বাহির হইয়া পড়িল। দর্শকমণ্ডলী পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পাহারাওয়ালাগণও ক্ষণকালের জন্য যেন হতবুদ্ধি হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইল, শেষে জমাদারের হুঙ্কারে সচকিত হইয়া যখন সকলে মিলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে তাহাকে টানিয়া তুলিল, তখন বাপ-ঠাকুর্দ্দার নেহাৎ পুণ্যের জোরে পীতাম্বরের ক্ষীণ প্রাণটুকু কণ্ঠের কাছে আসিয়া ধুক্ ধুক্ করিতেছে।

তখন তুমুল ব্যাপার বাধিয়া গেল। সবলে ঝন্‌কা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া মধুসিংহ রুখিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"আয় দেখিতো কোন শালা আমায় বাঁধবি ?"

মধুকে চিনিত সকলেই এবং ভয় করিতও অনেকে, সুতরাং পাহারাওয়ালাগণ হঠাৎ আগাইয়া গিয়া ধরিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সেই সুযোগে চতুর মধু মুখের আস্ফালন দশগুণ বাড়াইয়া এক পা এক পা করিয়া পিছাইতে পিছাইতে সহসা ঘুরিয়া যেমন পলাইবে—অমনি হঠাৎ পাশের দিক হইতে কাহার একগাছা লাঠি আসিয়া সজোরে পায়ের উপর পড়িতেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। সকলে সচকিতে দেখিল একটা ছোঁড়া ছায়ার মত সরিয়া গিয়া ভিড়ের ভিতরে মিশাইয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই পাহারাওয়ালাগণ সকলে মিলিয়া তাহার উপরে পড়িয়া আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিল।

[১১]

সকালবেলা বেন্দার মাকে বিদায় করিয়া রমণীরঞ্জন লঘু-চিত্তে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। প্রথমে থানায় গিয়া গত রাত্রের সমস্ত বিবরণ দারোগা বাবুকে যখন বলিলেন, শুনিয়া দারোগা বাবু সন্তুষ্ট হইয়া জবাব দিলেন,—

"বেশ হয়েছে ভাই, সৎকার্য্যের সহায় সর্ব্বদাই ভগবান স্বয়ং। নইলে বেন্দার মার মত একটা তুচ্ছ গয়লানী কি অমন বদমায়েস লোকের কাছ থেকে, অত সহজে এ কাযটা উদ্ধার করে আনতে পারতো? যা হোক তুমি এখন একটু সতর্ক থেকো, কারণ কথাটা বরাবর অপ্রকাশ থাকবে না, তখন

ব্যাটার যত আক্রোশ পড়বে এসে তোমার ওপর। ব্যাটা, শুনতে পাই যে রকম মোরিয়া লোক—গুণ্ডা, বদমাইস্, তাতে হঠাৎ দলবল নিয়ে এসে রেতের বেলা পড়ে মেয়েটাকে চুরি করে নে যাওয়া বিচিত্র নয়?"

রমণীরঞ্জন আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"কেন, কেন সে তো তার জন্য হাজার টাকা পেয়েছে, ইচ্ছে করেই তো ঐ টাকায় বেচবে বলে লেখা পড়াটা সই করে দেছে?"

"তা দিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করে কখনই নয় এ আমি জোর করে বলতে পারি। তার অমন তালুক—অতখানি ভবিষ্যতের আশা যে আগাম টাকা হাতে না পেয়েই ছেড়ে দেছে—এ বোধ হয় না।"

বলিয়াই দারোগাবাবু হাসিয়া উঠিয়া আবার চুপি চুপি কহিলেন—"আমার বেশ বোধ হচ্ছে ভাই, এর ভিতর বেন্দার মার কোন রকম কল কৌশল আছে। এই যে হাজার টাকা, এটা সে মোটেই পেয়েছ কিনা সন্দেহ?"

"বল কি হে—এঁ্যা?" বলিয়া রমণীরঞ্জন এমন ডাগর ডাগর চোখ মেলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চাহিলেন যে দারোগা বাবু আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"তাতে আর তোমার লোকসানটা কি হে, তুমি তো হাজার টাকা দিয়ে কিনতেই চেয়েছিলে?"

"হাজার টাকা? চাইলে পাঁচ হাজারও দিতে রাজি ছিলুম।"

"তবে? এতো তোমার ষোল আনাই লাভ। অমন

বদমাইস্ লোক টাকা গুনো না পেয়ে ঠকে থাকে, সেতো আরো ভাল কথা।"

"না ভাই, ন্যায্য পাওনা থেকে কেউ বঞ্চিত হয় তা আমার মোটেই ইচ্ছা নয়। বিশেষ সত্যিই যদি টাকা না পেয়ে থাকে তবে দশগুণ আক্রোশ বাড়বে, গৌরীকে ডাকাতি করে নিয়ে পালাবার চেষ্টা তাহলে তার পক্ষে অসম্ভব হবে না।"

"সে জন্যে কিছু ভেব না! তুমি খালি মেয়েটাকে দিন কতক সাবধানে রেখো।"

"তা আর বলতে হবেনা, মাসখানেকের ভিতরেই তাকে কলকাতার একটা ভাল বোর্ডিং এ লেখপড়া শেখাবার জন্যে রেখে আসতে হবে। দেখছ কি,—লবঙ্গলতা তাঁর মেয়েটিকে নিজের মত সভ্যভব্য শিক্ষিতা না করে তুলে ছাড়বেন ভেবেছ নাকি?" বলিয়াই আনন্দের হাসি হাসিলেন।

দারোগাবাবু প্রবল উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"বেশ বেশ, খুব ভাল কথা আমারও ইচ্ছা তাই। তাহলে এদিকে আর কোন ভাবনার কারণই থাকবে না। তারপরে ইতিমধ্যে ব্যাটা যে রকম বেড়ে উঠেছে শুনতে পাই, আমাদের হাতে কি আসবেন না? একবার কোন কিছুতে হাতে পেলেই দেবো বাছাধনকে একেবারে শ্রীঘরে ঠেলে।"

"হ্যাঁ ভাই সেটা হলেই—যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল হয়। গৌরীর দুঃখের কাহিনী শুনলে ইচ্ছে করে যে—ব্যাটাকে খুন করে ফাঁসি যাই তাও ভাল।"

"কিছু ভাবতে হবে না, ধর্ম্মের কল আপনিই বাতাসে নড়ে। দেখনা—কোন দিন বাছাধনকে এখানে এসে গয়না পরে জোড় হাতে দাঁড়াতে হয় ?"

বলিয়া দারোগাবাবু আবার হাসিয়া উঠিলেন। রমণীবাবুও প্রত্যুত্তরে হাসিতে হাসিতে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রমণীরঞ্জনের গাড়ী গোটা দুই মোড় ফিরিয়া খানিক দুর অগ্রসর হইয়া গেলেই হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল—

"কোচোয়ান, সবুর সবুর গাড়ী থামাও।"

রমণীরঞ্জন চমকাইয়া মুখ বাড়াইয়া পিছন দিকে দেখিলেন একটি বালক উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ীর দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে।

দুর হইতে চিনিতে না পারিলেও তিনি গাড়ী থামাইতে হুকুম করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যেই বালক হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। দেখিয়া রমণীরঞ্জন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি রে বেন্দা, কি হয়েছে—তুই এখানে কোথেকে ?"

"মার সঙ্গে বাড়ী যাচ্ছিলুম বাবু, পথে ভারি মজা হয়ে গেছে।" বলিয়া চকিত নয়নে একবার ইতস্ততঃ চাহিল।

"কি মজা ? অমন ছুটতে ছুটতে এলি কেন ?"

"আজ্ঞে আসবোনি বাবু, মধুসিঙ্গি খুন করে পালাচ্ছিল—ধরা পড়ে গেছে।"

সম্মুখে হঠাৎ বজ্রপাত হইলে লোকে যত না চমকিত হয়,

ততোধিক বিস্ময়ে উত্তেজিত হইয়া রমণীরঞ্জন এক নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"খুন—খুন? কোথায়, কাকে?"

"এই গোউর যাকে মামী বলতো, সেই মাগীটাকে মদের বোতল ছুঁড়ে মেরে একেবারে মাথা হাঁসিয়ে দিয়ে পালাচ্ছিল। পুলিশের লোক ধরে বেঁধে ফেলেছে, থানায় নে যাচ্ছে। শালা যেমন পাজী—খুব হয়েছে, আমার ভয় ঘুচলো।"

বলিয়াই সহসা আর একবার সচকিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া লইয়া রমণীরঞ্জনের কাণের কাছে মুখ আনিয়া অত্যন্ত চাপা গলায় চুপি চুপি কহিল,—

"আপদ গেছে বাবু, গোউর শুনলে আমোদে নাচবে। আপনার সঙ্গে দারোগাবাবুর তো খুব ভাব—বলে দিন না একেবারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে।"

রমণীরঞ্জন অস্থির হইয়া উঠিলেন তাড়াতাড়ি কোচোয়ানকে হুকুম করিলেন—"জলদি ঘুমাও, চলো থানামে।"

বেন্দার পানে চাহিয়া কহিলেন—"বাড়ী যাও, খবরদার কারুর কাছে গল্প করিস্ নে।"

[১২]

গাড়ীখানা আসিয়া থামিতে না থামিতে এক লাফে নামিয়া ঝড়ের মত বেগে রমণীরঞ্জন যখন থানায় প্রবেশ করিলেন, তখন হাতকড়া ও বেড়ীতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ মধুসিংহকে ঘিরিয়া সেখানে

একটা ভারি ভিড় জমিয়া গেছে। রমণীরঞ্জন মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া একবার তাহার মুখের পানে চাহিলেন।

মধুসিংহের দম্ভপূর্ণ মুখখানা শুকাইয়া একেবারে কাগজের মত শাদা হইয়া গেছে—চক্ষু দুইটা কোটরে ঢুকিয়াছে, নৈরাশ্য-পূর্ণ শূন্য দৃষ্টিতে ঠিক যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত উপরের দিকে চাহিয়া এমন স্তব্ধ—গম্ভীর ভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যে, চারিদিক হইতে পুলিশের লোকের অজস্র মধুর আপ্যায়নেও মাথার চুলগাছটা পর্য্যন্ত নড়িতেছে না।

রমণীরঞ্জন নিমেষ মাত্র সে মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণে যেমন ঝড়ের মত ঢুকিয়াছিলেন, তেমনি ত্বরিত বেগে—একেবারে বড় দারোগাবাবুর ঘরে ঢুকিয়া এক নিশ্বাসে যখন তাঁহাকে একটা অত্যন্ত অদ্ভুত রকমের অনুরোধ করিয়া বসিলেন তখন তিনি যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, মহাবিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রমণীবাবুর আপাদ মস্তক একবার ভাল করিয়া না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না।

উভয়েই নীরব, স্তব্ধ,—কারো মুখে আর দ্বিতীয় শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। দারোগা বাবু স্বপ্ন দেখিতেছেন কিনা বুঝিতে পারিলেন না, অবাক হইয়া খানিকক্ষণ রমনীরঞ্জনের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন—"একি তাজ্জব কথা রমণীবাবু, তুমি এসেছ আমার কাছে মধুসিঙ্গির জন্যে সুপারিশ করতে ?"

"কেন, আশ্চর্য্য ঠাওরাচ্ছ কিসে ভাই ?"

"এই এখনো আধ ঘণ্টা হয়নি—তাকে জেলে দেবার কথায়

মহা উৎসাহে হাসতে হাস্‌তে বেরিয়ে গেলে যে হে ? কি যাদু মন্ত্রে হঠাৎ সদ্য সদ্য মত ফিরে গেল তোমার ?"

রমনী বাবু সে কথার জবাব না দিয়াই কহিলেন—"আমার এ উপরোধটি তোমাকে রাখতেই হবে।" বলিয়াই সহসা তাঁহার হাত দুখানা দুই হাতে ধরিয়া আরো কি বলিতে যাইতে-ছিলেন, তাড়াতাড়ি হাত টানিয়া লইয়া দারোগা বাবু কহিলেন—

"এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি হতে পারে ? সে দিন যে তোমায় বাড়ী থেকে কুকুর বেরালের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে, মেয়েটাকে ঘরে পুরে চাবি দিয়ে আট্‌কে রেখে রাতারাতি সরিয়ে দেবার মতলব কর্‌লে, তোমাকে যে পরম শত্রুর চোখে দেখে, দেশের লোক যার ভয়ে তটস্থ, যে দেশের কলঙ্ক—জাতির কলঙ্ক—সমাজের কলঙ্ক, চুরি, গুণ্ডামী ডাকাতি যার ব্যবসা, বেশ্যা নিয়ে সংসার, সামান্য টাকার লোভে অনায়াসে খুন পর্য্যন্ত কর্‌তে পারে—তার জন্যে আমার কাছে সুপারিশ কর্‌তে এসেছ তুমি ? ছিঃ !

মৃদু হাসিয়া সুমিষ্টস্বরে রমণীরঞ্জন ধীরে ধীরে জবাব করি-লেন—"ছিঃ, কেন ভাই ? তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান—চরিত্রবান্‌। পুলিশের অগাধ ক্ষমতা হাতে পেয়েও—তার অসদ্ব্যবহার না করে তুমি যে আদর্শরূপে কায করে আস্‌তে পারছো—তাতে তোমার মহত্ব আরও শতগুণে উজ্জ্বল হয়েছে, তুমিই বল দেখি,—যে হীন, যে পাষণ্ড, যে নারকী, তাকে যদি সকলেই ঘৃণা করে পায়ে ঠেলে, শত্রু ভেবে মুখ ফিরিয়ে নেয়—তাহলে সে

বেচারার দাঁড়াবার স্থান কোথায় ? সংসারে পদস্খলন হয় না কার ? মুণিদেরও যখন মতি চঞ্চল হয়—তখন বিদ্যাবুদ্ধিহীন মূর্খের তা হওয়া কি অস্বাভাবিক ? কিন্তু এরূপ অপরাধীদের প্রতি দয়ার চক্ষে চেয়ে মিষ্ট কথায়, সদয় ব্যবহারে, সুশিক্ষার ও মহৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা তাদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা না ক'রে, কেবলই যদি কঠোর শাসন-দণ্ডের আঘাতে তাকে ক্রমাগতই অস্থির করে দেওয়া হয়—তাহলে তার দিন দিন অধিকতর অধোগামী হওয়া ভিন্ন আর উপায় কি ? জল পড়তে পড়তে কঠিন শিলাখণ্ডও যে ক্ষয় হয়ে যায় ভাই—এতো মানুষের মন ; ক্রমাগত ক্ষমা, ক্রমাগত উপদেশ, ক্রমাগত সদয় ব্যবহারে সে মন যে আবার ভাল হয়ে তোমাদেরই মত মহৎ ও উচ্চ হতে পারে ! তা না করে আমাদের সমাজ আজ কেবলমাত্র শাসন দণ্ডের কঠোর আঘাতে পরিচালিত করা হচ্ছে বলেই দিন দিন অত্যাচারের মাত্রা এবং অপরাধীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুরন্ত নিষাদ রত্নাকরের প্রতি সদয় ব্যবহার ক্ষমা এবং সদুপদেশের পরিবর্ত্তে যদি কঠোর ভাবে সে সময়ে শাসন করা হত, তাহলে ভারতভূমি কি আজ কবিগুরু বাল্মিকীর নাম হৃদয়ে ধারণ করে দেশ দেশান্তরের পূজা লাভ করতে পা'রতো ? অসৎপথ পরিত্যাগ করে সৎপথে এসে দেশ পূজ্য হয়ে গেছেন,—এমন দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়। স্থির জেনো ভাই—কেবলমাত্র কঠোর শাসনের দ্বারা দুষ্টের চরিত্র কখনই সংশোধিত হয় না, তাতে, তাকে অধিকতর দুষ্কৃতির পথে আরো বেশী রকম ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

"হতে পারে—তুমি যা বল্লে তা সত্য। কিন্তু শোন, শুধু পুঁথিপড়া বিদ্যাতে সংসার চলে না। এটা প্রাকৃটিকাল জগত এর আইন কানুন, রীতি-পদ্ধতি সমস্তই একেবারে আলাদা, কেবল থিওরি আর সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে এখানে কাজ চলে না। এখানে বাস করতে হলে পুঁথির পড়া ছাড়াও—আরো অন্য পড়া শিখে নিতে হয়, তবে সে যথার্থ মানুষ হতে পারে। নৈলে তোমার মত—পুঁথির লাইন গুলির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সংসার করতে হলে, পদে পদে ঠকৃতে হয়, পদে পদে বিপদে পড়তে হয়, পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। তোমার এ শিক্ষা মোটেই হয়নি বলে সংসারটাকে তুমি সর্ব্বদাই রামধনুর বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত দেখতে পাও—আর সেই মরীচিকায় মুগ্ধ হয়ে কেবল নিজের লোকসান কর, নিজের বিড়ম্বনা ডেকে আন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংসার তুমি যে চক্ষে দেখ—তা নয়। এ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে কঠোর কর্ত্তব্যের সুদৃঢ় পাঁচীলে ঘেরা বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র, স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মাঝখানে শোক-দুঃখ-আপদ-বিপদ আশা-আনন্দ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির পূর্ণ বিভীষিকাময় মহা সাধনার পীঠ, দেবত্ব ও পশুত্বের, কর্ম্ম ও নির্ব্বাণের—আসক্তি ও নিবৃত্তির সংযোগস্থলে সদা কোলাহলময় উত্তপ্ত রণভূমি! এখানে কঠোর কর্ত্তব্য নিয়তই রক্তনেত্রে তীব্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত করে দেয়, চুম্বুকে লোহার মত—রমণীয় প্রলোভন দিবারাত্র মানুষকে অন্ধকার গহ্বরের দ্বারে টেনে আনে। আবার ফুলের সৌরভের মত—ভক্তি প্রেম জ্ঞান বিশ্বাস মানুষকে অমরত্ব দেখায়

জন্য অষ্টপ্রহর অলক্ষ্যে প্রবাহিত হয়। এ বড় ভয়ানক স্থান ভাই—বড় ভয়ানক স্থান! এখানে দেবতা ও শয়তানে নিশি-দিন সংগ্রাম—সত্য ও মিথ্যায় অহোরহঃ হাতাহাতি—জ্ঞান ও প্রলোভনে নিরন্তর ঠেলাঠেলি চলছে। এখানেই মানুষ দেবত্ব পায়, আবার দেবতাও পশুর অধম হয়ে পথে পথে বিচরণ করে।"

রমণীরঞ্জন মুগ্ধের মত বসিয়া দারোগাবাবুর কথাগুলি শুনিলেন, একটা কথারও প্রতিবাদ কিম্বা জবাব করিতে পারি-লেন না। শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—

"তবে কি ভাই সব ব্যর্থ হল? হতভাগা কি একটুকুও দয়া পাবার যোগ্য নয়?"

বলিতে বলিতে রমণীবাবুর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে রুমালে মুছিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া দারোগা বাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—

"শোন রমণীবাবু, রাগ করোনা ভাই। বড়মানুষের ছেলে তুমি, অতুল ঐশ্বর্য্যের কোলে পালিত, ভগবানের অনুগ্রহে জীবনে কখনো দুঃখ, কষ্ট, অভাব অনুভব করনি, তারপরে ভাগ্যবলে তেমনি গুণবতী পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নী লাভ করেছ, কাজেই ভাই সংসারের শিক্ষা তোমার মোটেই হয়নি। কিন্তু এখানে এমন অনেক আছে—এই আমারই

ধর—মা আমার ঘুঁটে বেচে আমাকে মানুষ করেছে, কুকুরের মত পরের বাড়ীর দয়া প্রদত্ত অন্নে আমার জীবন, তেলের অভাবে রাত্রে গলির গ্যাসের আলোয় দাঁড়িয়ে পড়া মুখস্ত করেছি। ছেলেবেলা থেকে হাজার রকমের আপদ-বিপদ, ঝঞ্ঝা-বাতাস মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। দেখে দেখে ঠেকে ঠেকে—ভুগে ভুগে তবে শিক্ষা লাভ করে এখন একটু-খানি পোক্ত হয়েছি। নইলে সংসারের শিক্ষা অতি কঠিন—সে শিক্ষা সহজে হয় না, তোমার তা হবে কেমন করে? বাপ-মা তোমাকে লেখাপড়াই শিখিয়েছেন—এ শিক্ষা তো দেন নি? আর শুধু তোমার বলে কেন—আমাদের সমাজে অভিভাবকেরা বিশেষ বড় মানুষ যারা, তাঁরা ছেলে পুলেদের লেখাপড়া শিক্ষা দেবার জন্য যেমন যত্ন করেন— নীতি শিক্ষা দিতে তেমন করেন না। এটা আমাদের একটা মহা ভুল। ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়া শিখাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বাপ-মা অভিভাবক যদি ছেলে মেয়েদের সংসার-শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তোলেন, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের সংসার নিশ্চয় সুখের হয়। যাক্ ভাই, আর এ সম্বন্ধে বেশী কথার আবশ্যক নেই। তুমি যখন নিজে মধুসিঙ্গির জন্যে অনুরোধ করতে এসেছ, তখন আমার কাছে তা বিফল হবে না—নিশ্চয় জেনো। তবে এটাও ঠিক যে, ওকে একেবারে বেকসুর খালাস দেবার শক্তি ও সাধ্য আমার নেই তা তুমিও বুঝতে পার। তবে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো—যাতে দণ্ড লঘু হয়।"

"যথেষ্ট, যথেষ্ট তা হলেই যথেষ্ট হবে ভাই, তোমার এ অনুগ্রহের জন্য আমি চিরবাধিত হয়ে রইলুম।"

বলিতে বলিতে উৎসাহভরে দাঁড়াইয়া রমণীরঞ্জন, দারোগা বাবুর করমর্দ্দন করিলেন।

দারোগা বাবু হাসিয়া কহিলেন—"তোমার ও রকম করে, বলবার কোন প্রয়োজন নেই, রমণীবাবু। যদি বাস্তবিকই ইচ্ছাকৃত না হয়ে হঠাৎ ঘটনাবশে ঘটে থাকে, তা হলে সে হত-ভাগার প্রতি দয়া করা আমাদেরও অবশ্য কর্ত্তব্য।"

"বড় সুখী হলুম ভাই, আমাদের দেশের পুলিশের সকলেই যদি তোমার মত হয়, তা হলে যথার্থই শান্তির সংসার হয়।"

বাধা দিয়া দারোগা বাবু বলিলেন—অমন কথা বলোনা, এই পুলিশে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁদের পায়ের ধুলো পেলে আমি ধন্য জ্ঞান করি।"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে আবার কহিলেন—"কিন্তু দেখো, আমি এই বলে রাখলুম—তুমি যতই দয়া করনা কেন—মধুসিঙ্গি চিরকালই তোমায় শত্রু ভেবে অনিষ্ট করতে ছাড়বে না।"

"অসম্ভব" বলিয়া রমণীরঞ্জন উঠিলেন।

"আচ্ছা দেখা যাবে," বলিয়া দারোগাবাবু আপনার কার্য্যে মন দিলেন।

[১৩]

রমণীরঞ্জন ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি থানায় যাইবার হুকুম দিলে গাড়ীখানা যতদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল, বেন্দা হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে ফিরিল।

বাড়ী যাইতে তাহার পা উঠিতেছিল না, ইচ্ছা হইতেছিল—ছুটিয়া গিয়া এখনি গৌরীকে খবরটা দিয়া আসে। কিন্তু সাহসে কুলাইল না! মা সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছিল—পথে এই আকস্মিক ঘটনাটায় সঙ্গ ছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। তার উপর রমণীরঞ্জনও তাহাকে বাড়ী যাইতেই আদেশ করিয়া গেলেন। অগত্যা তাহাই করিতে হইল। 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই বাড়ীর দিকে ধীরে ধীরে পা চালাইল।

কিন্তু ঘরে গিয়া আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। অন্য দিন মায়ের হুকুমে হাজার রকমের ফরমাস খাটিতে খাটিতে নাকাল হইয়া পড়িত, কিন্তু আজ তাহাও ছিল না। বেন্দার মা আরব্য উপন্যাসের জিনির প্রসাদের মত আকস্মাৎ আশার অতিরিক্ত রূপে লাভবান হইয়া একেই ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তার উপর পথে মথুসিংহের আকস্মিক অসম্ভাবিত ঘটনায় এমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল যে গৃহকর্ম্ম দূরে থাকুক—খাওয়া দাওয়ার কথাও আজ আর তাহার মনে ছিল না! এক জায়গায় ঠায় বিহ্বল হইয়া বসিয়া ছিল। শেষে অনেকক্ষণ

পরে হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের মত উঠিয়া যখন বেন্দা বেন্দা বলিয়া ডাকের উপর ডাক সুরু করিয়া দিল, তখন কোথাও আর বেন্দার সাড়া পাওয়া গেল না।

লবঙ্গলতা সকাল হইতেই আজ গৌরাকে লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাকে নাওয়াইতে ধোওয়াইতে খাওয়াইতে পরাইতে সাজাইতে গোজাইতে তাঁহার আর অন্য দিকে নজর করিবার অবসর মাত্র ছিল না। ইতিমধ্যে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই হঠাৎ রমণীরঞ্জন তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারিয়া লইয়া কি একটা বিশেষ জরুরী কার্য্যে যখন বাহির হইয়া যান, তখন সাম্‌নে থাকিলেও লবঙ্গলতা অন্য দিনের মত স্বামীকে শত কথা শত রকম করিয়া জিজ্ঞাসা করিবার ফুরসৎ পান নাই। সুতরাং রমণীরঞ্জনও গায়ে পড়া হইয়া সকালের খবরটা শুনানো আবশ্যক বোধ করিলেন না—পত্নীর পানে অগাধ স্নেহে চাহিয়া শুধু একটু মৃদু হাসিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। তখন হইতে লবঙ্গলতা গৌরীকে একেবারে কণ্ঠহারের মত করিয়া লইয়া ফিরিতেছিলেন।

একদিনেই গৌরীর চেহারায় একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেছে। বাজীকরের সদ্য রোপিত বস্ত্রাচ্ছাদিত বীজটি যেমন ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই সর্ব্বাঙ্গে শ্যামল শোভা লইয়া বিস্মিত দর্শকমণ্ডলীর চক্ষের উপরে ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া দাঁড়ায়, লবঙ্গলতার অবিচ্ছেদ চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যমে গৌরীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া তেমনি একটা অপূর্ব্ব লাবণ্যের ছটা উজ্জ্বল প্রভায়

ঝলমল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিলে আর মনে করিবার জো নাই যে, এই বালিকা একটা দিন আগে বাজারে ফল-ফুল বেচিয়া বেড়াইয়াছে। লবঙ্গ অতৃপ্ত নয়নে একশোবার করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছেন, আর মেয়েকে বারম্বার বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চুমো খাইয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছেন।

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর লবঙ্গ আপনার ঘরে মেয়েকে লইয়া বসিয়া বিপুল উদ্যমে তাহার প্রথম অক্ষর পরিচয় করাইতে ছিলেন। শৈশবে বাপ মা থাকিতে গৌরী যদিচ বর্ণমালাটা সায় করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু ঈদানীং তার আর কিছুই মনে ছিল না, তবুও একবার বলিয়া দিতেই সেগুলো সে এমন ঐকান্তিক মনোযোগের সহিত আয়ত্ব করিয়া লইতেছিল যে, লবঙ্গলতা বিস্ময় ও আনন্দে অবাক হইয়া যাইতেছিলেন এবং ততই মেয়েটি দুর্লভ রত্নের মত তাঁহার কাছে আপনার দর আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল।

সহসা বেন্দা আসিয়া "মা, গোউর কই ?" বলিয়াই হঠাৎ থামিয়া গিয়া একেবারে অবাক হইয়া চাহিল। তাহার ভাব দেখিয়া লবঙ্গলতা হাসিয়া উঠিলেন।

বালক অপ্রস্তুত হইয়া কি বলিতে গিয়াও পারিল না, থতমত খাইয়া চুপ করিল। কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে—এই বালিকার সঙ্গেই এতদিন সে ছুটোপাটি করিয়া খেলিয়া আসিতেছে এবং আজ সকালেও 'বিকালবেলা আসবো'—বলিয়া বিদায় লইয়া গেছে।

এই বিস্মিত-বিহ্বল বালকটির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া লবঙ্গ আর আহ্লাদ চাপিয়া রাখিতে প্যারিলেন না, একেবারে আটখানা হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"তাকে বেচে ফেলে এই পুতুলটি কিনে এনেছি, দেখ দেখি—মনে ধরে কিনা ?"

বলিয়া গৌরীর চিবুক তুলিয়া ধরিয়া অগাধ স্নেহে চুম্বন করিলেন।

গৌরী তাড়াতাড়ি আপনাকে মুক্ত করিয়া কহিল—"জানো মা—ওটা ওই রকম বোকা, কিচ্ছু বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, ইচ্ছে হয় মুখটা গুঁজড়ে দিই ; ঢং দেখনা—কাঠের পুতুলের মত হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ! কেন, আমি কি সং নাকি ?"

ধমক খাইয়া বেন্দার বোল ফুটিল, একগাল হাসিয়া লবঙ্গর পানে চাহিয়া কহিল—"সত্যি মা, এমন ধারা কখ্‌খনো দেখিনি, কথা কইল বলে—নইলে আমি কিচ্ছুতে চিন্‌তে পারিনি।

"না পারিস তো দুর হয়ে যা," বলিয়া গৌরী আবার পড়ায় মন দিল।

"দীর্ঘ ঈতে ঈগল পাখী, হ্যাঁ মা, ঈগল পাখী কি মা ?" বলিয়া লবঙ্গর মুখের পানে চোখ তুলিতেই বেন্দা খপ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—

"দুয়োঃ, তা জানিস্‌নি বুঝি, হাড়্‌গিল্লে ?"

"তোর মুণ্ডু গিল্লে, হাড়্‌গিল্লে না আর কিছু ?"

"সত্যি, কেন হাড়গিল্লে দেখিস্‌নি ?"

"ইঃ দেখিনি বই কি—কত ? মামার ঘরের পিছনের নেড়া শিমুল গাছটায় রোজ বসতো। দেখ মা, একদিন—"

বাধা দিয়া বেন্দা তাড়াতাড়ি বলিল—"তোর মামার কি হয়েছে শুনিস্‌নি বুঝি ?"

"কি হয়েছে ?"

"জেলে গেছে—খুন করে।"

"ইঃ—কে বল্লে ?" বলিয়া গৌরী তাহার মুখের পানে চাহিল। লবঙ্গলতাও সহসা চমকাইয়া বিস্ফারিত নয়নে বালকের পানে মুখ ফিরাইলেন। বেন্দা বলিল—"হ্যাঁ, সত্যি সত্যি—সেই সকালবেলা, যখন আমরা বাড়ী যাচ্ছিলুম—"

লবঙ্গলতা সাতিশয় বিস্ময়ে, নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুন ! খুন ! কাকে, কেন কেমন করে ?"

"সেই গোউর—যাকে মামী বল্‌তো—সেই মাগীকে, দস্যি মাতাল কিনা ? মদের বোতল মেরে মাথা একেবারে চৌ-চাক্‌লা করে দেছে। রাস্তায় অনেক লোক জড় হয়ে গেছে—রক্তে একেবারে রক্ত গঙ্গা গো। জান মা—"

গৌরী অকস্মাৎ আনন্দে হাততালি দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

"বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, মাগী বড্ড বজ্জাৎ, খুন করে একেবারে মেরে ফেলুক। আমাকে বড্ড, যে খুন করতে চেয়েছিল—এখন ? তা সে কি করছে ভাই ?"

"কি আর করবে—রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, লোক জন

পুলিশ একেবারে থৈ থৈ। ধর্ ধর্ বলে চেঁচিয়ে হাট বসিয়ে দিচ্ছ্লো।"

"কা'কে রে?"

"তোর মামাকে।"

"ইঃ—তা আর ধরতে হয় না? জান মা—মামা বলে—সব্বাই তাকে ভয় করে, কেউ কখ্খনো ধরতে পারে না। না ভাই?"

কিন্তু বেন্দা সে কথা সমর্থন না করিয়াই বরং ঈষৎ দম্ভের সহিত জবাব করিল—"কিন্তু ধরাতো পড়্লো?"

"কে তবে ধর্লে রে—পাহারাওয়ালা বুঝি?" বলিয়াই গৌরী ঈষৎ ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

বেন্দা এবার অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত জবাব দিল—"ইঃ—তা আর ধর্তে হয় না।"

বলিয়া লবঙ্গলতার পানে ফিরিয়া কহিল—"জান মা, লোকারণ্যি ভিড়। সব্বাই ধর্ ধর্ করে চেঁচাচ্ছে—কিন্তু কেউ ধরতে পারছে না। ওর মামা করেছে কি? সব্বার মাঝখানে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লেগেছে—কোন্। শালা ধরবি, কই এগিয়ে আয়না দেখি?"

গৌরী অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল,—দেখেছ মা—দস্যি গো দস্যি কিচ্ছুতে ভয় করে না, যখন তখন সব্বায়ের কাছে অমনি সাপট করে বলে। তা কে ধরবে বাপু? না মা?—সে ডাকাত কিনা—সব্বাই ভয় পায়।"

"তা ভয় পাবে না—জোয়ান কেমন? তা এবারেও কি কেউ ধরতে পারতো নাকি? ভাগ্যিস আমি—"

বাধা দিয়া গৌরী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ব্যঙ্গস্বরে তাড়াতাড়ি কহিল—"তা তুই ধরেছিস্ নাকি? ইঃ—মুরোদ ভারি? তাহলে এতক্ষণ তোকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিত, হুঁ হুঁ বাবা, এমন লোক নয় সে?"

বেন্দা আবার সগর্ব্বে কহিল—"তাইত, ধরে দিইছি তো, আমিই তো? তা বলে সে জানতে পেরেছে বুঝি? ইস্ আমি তেমনি বোকা কিনা?"

"পুঃ" বলিয়া গৌরী উপেক্ষায় ভ্রূভঙ্গি করিল।

"না তো কি?" বলিয়া বেন্দা সদর্পে আবার লবঙ্গর পানে ফিরিয়া কহিল,—"জান মা, আমি তার পিছনে দাঁড়িয়ে, তা সে জানেনা। আমার পাশেই দেসো গয়লা—তার হাতে একগাছা লম্বা লাঠি। তা সে লাঠি তুলবে কি, ভয়ে ময়ে হাত থেকে খসেই পড়ে গেল। মধু বলছিল কিনা—"আয়না দেখি কোন্ শালা ধরবি—আস্ত মুণ্ডুটা ছিড়ে নেব।" তাই ভয়ে ময়ে লাঠি গাছটাই ফেলে দিলে। আমি অমনি না খপ করে তুলে নিয়ে পাশের দিক থেকে মধুর পায়ে ধাঁ করে এক ঘা বসিয়ে দিয়েই সরে পড়লুম। আর অমনি পড়লো একেবারে সামনের দিকে হুম্ড়ি খেয়ে। আর যেমন পড়া অমনি সব লোক্ জন পাহারা-ওয়ালারা হৈ হৈ করে গিয়ে তার ওপর পড়ে আষ্টেপিষ্টে খুব কসে বেঁধে ফেল্লে। আর পালাবে কি করে? তক্ষুণি হাতে হাতকড়ি

লাগিয়ে ধাক্কা মারতে মারতে থানায় নে গেল। হুঁ বাবা—আর পালাবার জোটি নেই—একদম ফাঁসী হয়ে যাবে—বাবু বলেছেন। আর ভয় কি, আমরা বেঁচে গেলুম, না ভাই গোউর ?”

কিন্তু গৌরী এতক্ষণ তাহার কথাগুলা শুনিতে শুনিতে ফুলিতেছিল, মুখ চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। বেন্দা থামিবা-মাত্রই অকস্মাৎ বাঘের মত লাফাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িয়াই গর্জ্জন করিয়া উঠিল—“তবেরে হারামজাদা নচ্ছার ?”

লবঙ্গলতা এতক্ষণ একেবারে বিহ্বলের মত কথাগুলা শুনিতেছিলেন—একটিও কথা কহেন নাই। সহসা গৌরীকে বেন্দার ঘাড়ে পড়িয়া মারিতে উদ্যত দেখিয়া শশব্যস্তে মেয়েকে টানিয়া লইয়া ঈষৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন—

“ছিঃ মা—ওকি, ভাইবোনে কি ঝগড়া করতে আছে ?”

গৌরী গর্জ্জিয়া কহিল—“না, নেই বই কি ? অমন ভাই চাইনি আমি—মুখ গুঁজ্ড়ে দিতে হয়।”

“কেন—ও তোমার করলে কি ?”

“কেন ও হতভাগা তাকে ধরিয়ে দিতে গেল ? এক্ষুনি মেরে কুটি কুটি করে দেব। আবার বলছে শোন না, যে, ফাঁসী দেবে ?”

বলিয়া গৌরী ফোঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল। লবঙ্গ তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন—

“নাঃ—ওর সাধ্যি কি ? আমি বাবুকে বলে তাকে ছাড়িয়ে দেবো’খন—তুমি কেঁদনা, চুপ কর।”

"হ্যাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি— বাবাকে বলে ছাড়িয়ে দিও।"

লবঙ্গলতা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে যে বল্ল তাকে তুমি ভালবাসনা, তবে কাঁদছ কেন? সে তোমায় কত মেরেছে—ধরেছে—কত কষ্ট দেছে, যাক্‌গে না জেলে— হোক্ না ফাঁসী?"

বেন্দা অমনি উৎসাহিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল— "বলত মা, ওকে কি কম দুঃখু দেছে! আমি যদি না গাছ বেয়ে জানলা দিয়ে বের করে দে এখানে না আনতুম—তাহলে এতদিন কি আস্ত রাখত নাকি? মেরে কুটি কুটি করে কোন্ দেশে চালান করে দিত। তাই তো আমি ধরিয়ে দিলুম! নইলে টের পেলে ডাকাত পড়ে—এখান থেকে চুলের মুটি ধরে হিঁচ্ড়ে টেনে নে যেত। হুঁঃ বাবা—সে সোজা রাগী না?"

গৌরী তর্জ্জন করিয়া কহিল—"ইঃ, বড্ড মুরোদ—এখান থেকে আর নে যেতে হয় না—বাবা তাহলে জেলে পূরে দেবে না? না মা?"

লবঙ্গলতা হাসিয়া ফেলিলেন, আদর করিয়া চিবুক ধরিয়া কহিলেন—"তবে সে জেলে গেছে বলে দুঃখ কেন?"

বেন্দা তাড়াতাড়ি জবাব দিল—"ও ছুঁড়ীর অমনি সব অনাছিষ্টি মা। এই দেখনা—আমি কোথায় আরো ভাল করলুম—না মা? এখন আর কাউকে ভয় করতে হবে না?"

"ইঃ, ভয়ে তো মরে গেলুম! তা বলে তুই কেন ধরিয়ে

দিবি ? টের পেলে তোকে একেবারে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেবে না ? দূর হয়ে যা হতচ্ছাড়া—তোর সঙ্গে আর কক্ষনো কথা কবনা—আড়ি। বাবাকে বলে দেব—এ বাড়ীতে আর ঢুকতে পার্বিনি—হতচ্ছাড়া—হাড়হাবাতে বালাই কোথাকার ? এক্ষুনি বেরো।"

বলিতে বলিতে আবার সহসা ফোঁপাইয়া উঠিয়া লবঙ্গর গলা জড়াইয়া কহিল—

"তুমি বল দেখি মা—দুঃখ হয় না ? আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ধরে নে গেল ? তোমার পায়ে পড়ি মা—বাবাকে ছাড়িয়ে দিতে ব'লো।"

লবঙ্গ অগাধ স্নেহে বালিকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ-পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

বেন্দাও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। দেখিয়া লবঙ্গ আদর করিয়া কহিলেন—"না বাবা, গৌরী আড়ি করবে না, দুঃখু কিসের ? তুমি রোজ দু'বেলা এস। আর কখনো এমন কাজ করতে যেও না, তারা সব ডাকাবুকো লোক—তাদের সঙ্গে লাগতে আছে কি ?"

সন্ধ্যার পরে রমণীরঞ্জন গৃহে আসিবামাত্রই গৌরীর সঙ্গে সঙ্গে লবঙ্গলতা তাড়াতাড়ি গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাগা এ খবর আমাদের বলনি কেন ? তা মধুকে ছাড়িয়ে আনতে পারলে ?"

"না জামিন কিছুতেই দিলে না, তবে আমি এমন বন্দো-

বস্ত করে এসেছি যে, হাজতে তার আর কোন কষ্ট হবে না, আর খুব ভাল ভাল উকীল দিয়ে এসেছি—তারা প্রাণপণে খালাস করে আনবার চেষ্টা করবে।”

“হ্যাঁ বাবা, খালাস করে এনো, হলেই বা দুষ্টু বজ্জাত—আহা মানুষ দুঃখু পাবে, তা কি ভাল? না মা?”

বলিয়া গৌরী রমণীরঞ্জনকে জড়াইয়া ধরিয়া লবঙ্গর পানে চাহিল। রমণীরঞ্জন উচ্ছ্বসিত স্নেহের আবেগে বালিকাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া চুমো খাইয়া বলিলেন—

“লক্ষ্মী মা আমার বেঁচে থাক, ঠিক বলেছ মানুষের দুঃখ কষ্ট যত দূর করতে পারা যায় ততই ভাল।”

কিন্তু মানুষের ইচ্ছাকৃত দুঃখ কষ্ট কে চেষ্টা করিয়া দূর করিতে পারে? মাস দুয়ের মধ্যেই মধুর মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেল। রমণীরঞ্জণের চেষ্টা, পরিশ্রম এবং জলের মত অর্থব্যয়েও বিশেষ কোন ফল হইল না, মধুর দুই বৎসর মেয়াদ হইল।

[১৪]

মধু সিংহের জেলে যাইবার মাসখানেক পরেই লবঙ্গলতা কলিকাতায় তাঁহার বাপের বাড়ীর কাছে এক পরিচিত মেয়ে-ইস্কুলের বোর্ডিংএ গৌরীকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছেন।

গৌরী প্রথম প্রথম তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে বড়ই আপত্তি করিয়াছিল, এমন কি প্রথম দিন কোন রকমে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দরোয়ানের হাত ছাড়াইয়া, রাস্তায় তাঁহার গাড়ীর পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিল, কিন্তু তাহা দেখিয়া লবঙ্গলতা যখন হুগলী ছাড়িয়া প্রায়ই পিত্রালয়ে আসিয়া থাকিতে লাগিলেন এবং সপ্তাহে সপ্তাহে দুই তিনবার করিয়া নিজে গিয়া তাহাকে দেখিয়া বুঝাইয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন—তখন সে স্থির হইয়া লেখাপড়ায় মন দিল।

লোহা গলাইতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু একবার আগুনের উত্তাপে গরম করিয়া লইতে পারিলে তখন অতি সহজেই তাহাকে যেমন ইচ্ছা বাঁকাইতে পারা যায়। দুর্দ্দমনীয় বন্য প্রকৃতিও তেমনি সহজে অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু অবিরত স্নেহের উত্তাপে তাহাও গলিয়া বশ মানিয়া একেবারে ননীর মত কোমল হইয়া পড়ে। তখন তাহার চক্ষের সম্মুখে জগৎ সংসারটা যেন এক অভিনব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অপরূপ নূতন সৌন্দর্য্যে ঝল্ মল্ করিয়া নাচিতে থাকে। প্রত্যেক জিনিসেই একটা বিস্ময় একটা অদম্য কৌতুহলের আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠে; গৌরীরও তাহাই হইয়াছিল।

আবাল্য দুঃখ, কষ্ট, কঠোরতা এবং অনাদরে বৰ্দ্ধিত বালিকার দুর্দ্দমনীয় মুক্ত প্রকৃতি যখন লবঙ্গলতার অবিচ্ছেদ, প্রবল স্নেহের উত্তাপে গলিয়া গেল, তখন তাহা ননীর মতই নরম হইয়া এমন বশ্যতা স্বীকার করিল যে পেটের মেয়েও তেমন হয় না। তাহার,

চক্ষে সমস্ত সংসার তখন নূতন আলোকে, অপূর্ব্ব নবজীবনে জাগিয়া উঠিল। তাহার মদিরা-উন্মাদনায় গৌরী একেবারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র জিনিসটির উপরেও তাহার একটা প্রবল আকর্ষণ এবং অদম্য কৌতুহল জন্মিল, যাহার প্রভাবে পুস্তকের আঁচড়গুলো অতি সহজে এবং অতি শীঘ্রই এমন উত্তমরূপে আয়ত্ত হইয়া পড়িতে লাগিল যে অনেকদিনের পুরাণো পড়ো মেয়েরাও তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠিতে পারিল না। তখন শিক্ষয়িত্রীদের কাছে তাহার আদর যেমন বাড়িল—দিন দিন মা-বাপেরও তেমনি চক্ষের মণির মত হইয়া উঠিল। তাঁহারা তাহাকে আর পরের মেয়ে বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না—গৌরীও স্বভাবে কার্য্যে এবং ব্যবহারে তাহার অবসর মাত্রও দিল না! সে যেন একটা স্বপ্নের খেলার মত তাহার অতীত জীবনটা একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া প্রভাতের সদ্যফোটা যুথিকাটির মত ফুটিয়া উঠিয়া চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল।

কিন্তু বেন্দা তাহাকে ভুলিতে পারিল না। যে দিন হইতে হুগলী ছাড়িয়া সে কলিকাতায় পড়িতে গেল, সেই দিন হইতে বালকের বুকের ভিতরের সবটাই যেন সহসা একেবারে শূন্য হইয়া খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। তাহার আর কিছুই ভাল লাগিত না—কোন কার্য্যেই মন রহিল না—কোন কিছুতেই নিযুক্ত থাকিতে পারিল না! উদাস হওয়ার মত নিরতিশয় উদ্যম বিহীন হইয়া সংসারের সকল ব্যাপারে উপেক্ষা করিয়া

দিবারাত্রি ভবঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু প্রত্যহ বারম্বার লবঙ্গলতার কাছে না যাইয়াও থাকিতে পারিল না।

যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র স্মৃতিটির সঙ্গে অস্থিমজ্জায় এমন একটা প্রবল আকর্ষণ জড়াইয়া থাকে যে, যখন তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গেছে, তখনও অজ্ঞাত-ভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা দুটো যেন আপনা হইতেই সেইদিকে শতবার টানিয়া লইয়া যায়।

যদিও গৌরী আর সে বাড়ীতে ছিল না, সেখানে তাহার দর্শনের আশাটুকু পর্য্যন্ত ফুরাইয়া গিয়াছিল, তবুও বেন্দার মন যেন সেই বাড়ীখানার উপরেই পড়িয়া থাকিত; পা দুটো আপনা-আপনি তাহাকে কেবল সেই দিকেই টানিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু সেখানে গিয়াও দুদণ্ড স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না। গৌরীর ঘর, জিনিসপত্র, পোষাক পরিচ্ছদগুলোর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মনের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত—সে তৎক্ষণাৎ ছটফট করিতে করিতে অস্থির হইয়া আবার ছুটিয়া চলিয়া যাইত। তারপর ছুটিতে গৌরী যখন আবার বাড়ী আসিত, তখন বালক একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া পাগলের মত হইয়া পড়িত, সকল ছাড়িয়া দিনরাত সেইখানেই পড়িয়া থাকিত। মায়ের তিরস্কার এবং মায়ের ভয় পর্য্যন্ত তাহাকে টলাইতে পারিত না।

বালকের ভাব দেখিয়া লবঙ্গর মনেও কষ্ট হইত, তাহাকে

কাছে বসাইয়া আদর না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই-রূপে তাহার উপরেও তাঁহার একটা সহানুভূতি জাগিয়া পুত্র-স্নেহ জমাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং লবঙ্গলতার কাছে বালকের যে সঙ্কোচটুকু ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা কাটিয়া গিয়া, সেও তাঁহার ঘরের ছেলের মত হইয়া পড়িল। তখন তাহার আর কোন অভাবই অপূর্ণ রহিল না; সুতরাং তাহার আর বড় নিজের ঘরের তোয়াক্কা রাখিতে হইল না, সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রকৃতিতে উচ্ছৃঙ্খলের মত হইয়া উঠিল।

কিন্তু বেন্দার মার ইহা একেবারেই অসহ্য হইল। বড় মানুষের সংশ্রবে আসিয়া ছেলে আপনার কাজ না গুছাইয়া লইয়া, বরং স্বার্থ ভুলিয়া যে তাহাদেরই অনুগত হইয়া পড়িবে, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। সুতরাং ছেলের উপর যে রাগ হইল—তার চেয়ে শতগুণ বেশী রাগ ও আক্রোশ হইল —লবঙ্গলতার উপরে।

মাস দুই তিন সহিয়া সহিয়া আর থাকিতে না পারিয়া একদিন সন্ধ্যার পরে বেন্দা ঘরে আসিলে একেবারে খড়্গ হস্ত হইয়া কহিল—

"তবেরে হতচ্ছাড়া ছোঁড়া, কোন সকালে বেরিয়ে ছিলি, আর ঘরে আসবার বার হ'ল এই তিন পোর রেতে? বলি মনে মনে ভেবেছিস্ কি?"

বেন্দা জবাব করিল না। তাহাতে সে আরও উত্তেজিত হইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল—"পীঠের ছালখানায় অনেক দিন

আঁচড় পড়েনি বুঝি—তাই দিনের দিন একেবারে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছ। ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম চুলোয় গেল, দিবা রাত্তি খালি বাইরে বাইরে, পরের বাড়ীতে পরের খোসামোদ করে মন জোগানো? ঘরে একবার টিকির নাগালটি পাবার জো নেই? কোথায় ছিলি বল্‌তো, চুলোমুখো?”

কিন্তু চুলোমুখোর মুখ হইতে তবুও একটা 'রা' বাহির হইল না। তখন বেন্দার মা একেবারে ধৈর্য্য হারাইল। আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল—“তবেরে হারামজাদা, কথাগুলো কাণে যাচ্ছেনা—বটে, আজ পীঠের ছাল যদি আস্ত রাখি তো আমি গয়লার মেয়ে নই! বড় সাতপুরুষের কুটুম 'বাপ-মা' পেয়ে ধরাখানা একেবারে সরা দেখ্‌ছেন? দেখিতো তোর কোন বাপ-মার বাপের ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে—”

আর বলা হইল না। বেন্দা এবার সহসা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া জবাব করিল—“মুখ সাম্‌লে কথা ক' খবরদার বল্‌ছি। ফের যদি তাদের নাম অমন করে মুখে আন্‌বি তো—”

বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া এমন প্রতিদ্বন্দীতার ভঙ্গিতে বুক ফুলাইয়া চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইল যে তাহার মা নিমেষের জন্য একবার থতমত খাইয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া, পরক্ষণেই চীৎকার করিয়া উঠিল।—

“তবেরে হারামজাদা, পাজী, যত বড় মুখ না তত বড় কথা? এখুনি চুলোর আংরা দিয়ে মুখখানা পুড়িয়ে দেব না? বেইমান নচ্ছার—”

"বেইমান আমি না তুই ? দেড়-দেড় হাজার টাকা ফাঁকি দে মেরে নে, হজম করে আবার তাদেরই গাল মন্দ করা ? আমি কিছু বুঝিনি, জানিনি, শুনিনি—বটে ? 'মা' বলে ঢের রেয়াৎ করে আসছি। কিন্তু খবরদার বল্‌ছি—ফের যদি তাদের অমন করে গাল দিবি তো ভাল হবে না। মধুসিঙ্গি জেল থেকে খালাস হয়ে বেরিয়েছে, জানিস্ ?"

জোঁকের মুখে নুন পড়িলে যেমন হয়, তেমনি বেন্দার মা সহসা সঙ্কুচিত হইয়া মুখের দাপটটুকু কোন মতে বজায় রাখিবার বিফল চেষ্টা করিয়া কহিল—

"তা—তা—তা—বেরিয়েছে, তো তো—বয়েই গেছে, কি—কি—করবি আমার তুই ?"

বেন্দা তৎক্ষণাৎ চোটপাট জবাব করিল—"দেখ্‌তে পাবি এখন, কিছু করতে পারি কিনা ? খালি 'মা' বলে কিছু বলতে পারিনি দেখে এমন বাড়িয়েছিস্ যে ভদ্দর লোকের কাছে মুখ তুলে দাঁড়াতে আমার লজ্জা করে।"

বলিতে বলিতে চক্ষু দুটো ছল ছল করিয়া উঠিল, ঘৃণা ও লজ্জায় মুখখানা রাঙা হইয়া আসিল, বেদনার উত্তাপে কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া গেল। কিন্তু সে সব দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া বেন্দার মা আবার উত্তপ্ত হইয়া ব্যঙ্গভাবে হাত নাড়িয়া কহিল—

"আরে আমর ভদ্দর লোকের ব্যাটারে, আরে আমার জমীদারের পুষ্যিপুত্তুর রে, খাইয়ে দাইয়ে এত বড়টা করলে

কে ? আজ উনি ভদ্দর লোক হয়েছেন, আজ উনি ন্যাকাপড়া শিখ্‌ছেন—মা বলতে লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে ? আর একরত্তি বেলা থেকে সাত দোরের ফ্যান্ চেটে যে এত বড়টা হলি—"

"সেই তো আমার সাত জন্মের মহাপাতকের ফল" বলিয়া বাধা দিয়া বেন্দা ভারি ভারি আওয়াজে কহিল—

"এর চেয়ে আঁতুড়ে আমায় নুন টিপে দে মেরে ফেল্লিনি কেন ? গলায় পা তুলে দিলিনি কেন ? গঙ্গায় ডুবিয়ে মারলি নি কেন ? ছাগল ভেড়ার মত বেচে খেলিনি কেন ? তাও যে হাজার গুণে ছিল ভাল। মা যার রাক্ষসী—ডাইনী—জোচ্চোর ছ্যাঁচোড়, তার মরণ ভাল—মরণ ভাল !"

উচ্ছ্বসিত অশ্রুপ্রবাহ আর বাধা মানিল না। জোর করিয়া চাপিতে গিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল—"এখনো বল্‌ছি যে ওসব স্বভাব ছাড়্, এখানকার বসত পাট তুলে—যেখানে কেউ চেনেনা—সেইখানে চল চলে যাই। বড় হয়েছি—লেখা-পড়া না শিখিয়েছিস, গায়ে জোর আছে—মুটে গিরি করে এনে তোকে খাওয়াব, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবি। নইলে —নইলে—"

বলিতে বলিতে পোড়া লোহার মত লাল হইয়া সহসা মুখ চোখ হাতের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া চুপ করিল।

বেন্দার মা এতক্ষণ কথাগুলা শুনিয়া তুষের আগুনের মত মনে মনে জ্বলিতেছিল, বিষম ঝাঁজে চোখ রাঙা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"নইলে কি ?"

বেন্দাও কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া জবাব দিল—"নইলে তোর এই পাপের ঘর দোরে রাতারাতি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে—সর্ব্বস্ব ছারখারে দিয়ে বৈরাগী হয়ে চলে যাব, আর নয়ত এক-দিন তোর গলাটা টিপে জন্মের মত পয়সার লোভ ঘুচিয়ে দিয়ে ফাঁসীতে ঝুলে জন্ম জন্ম নরককুণ্ডে পচে মরবো সেও ভাল। সাফ কথা এই তোকে শেষ বলে দিলুম।"

বেন্দার মা এবার ক্ষেপিয়া উঠিল। প্রচণ্ড রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া চক্ষের নিমিষে একগাছা মুড়ো ঝাঁটা কুড়াইয়া লইয়া সবলে নিক্ষেপ করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল।—

"তবে রে নির্ব্বংশের ব্যাটা, আটকুড়ীর পুত্, বেরো এখান থেকে। আর যদি কখনো তোর নাম মুখে আনি তো আমি গয়লার মেয়ে নই। অমন ছেলেকে আঁস্তাকুড়ে পুতে রাখি না—আগুন জ্বেলে দে ঘাটে রেখে আসি না—তেমন মেয়ে আমায় পাওনি ; ফের যদি কখনো এমুখো হোস্—আমার ঘরে পা বাড়াস্ তো মুড়ো খ্যাংরায় বিষ ঝেড়ে দেব, জ্বলন্ত চেলা কাঠ মুখে গুঁজে দেব। হতভাগা আঁটকুড়ীর ব্যাটা, দেখি তোর কোন বাপ-দাদা-চোদ্দপুরুষের ঘরে গে জামাই আদরে ওঠো।"

বেন্দার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তড়িৎ ছুটিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু একটিও কথা না বলিয়া বেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

[১৫]

কাচের আকরে পদ্মরাগ এবং কয়লার খনিতে হীরকের উৎপত্তি অবিশ্বাস যোগ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। বেন্দার জন্ম যতই হীন হউক না কেন, তাহার অন্তরে কতক-গুলি স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠ সৎবৃত্তির অভাব ছিল না। কিন্তু কাঁটা-বনে জন্মিলে ভাল ফুলের গাছটাও যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অসৎ সঙ্গ ও সংস্রব দোষে বেন্দারও সেগুলি নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। তেমন সময়ে গৌরীর উপলক্ষ্যে লবঙ্গের সংস্পর্শে আসিয়া সেই দূষিত বনজঙ্গলগুলা আবার ক্রমে ক্রমে সাফ্ হইয়া যাইতে সুরু হইয়াছিল।

বিশেষতঃ চন্দনের সহবাসে বন্য আগাছাগুলাও যেমন সুগন্ধি হইয়া উঠে—তেমনি এখানকার কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে এবং চাল-চলন আচার-ব্যবহার দেখিতে দেখিতে আপনার হীনতা বুঝিতে পারিয়া সঙ্কোচে বালক যখন জড়সড় হইয়া পড়িতেছিল; সেই সময়ে গৌরীর বিচ্ছেদের আঘাতে ম্রিয়মান হইয়া সে যখন আপনার হীনতাকে পরাভূত করিয়া উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে তাহাদের সমযোগ্য হইয়া উঠিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতেছিল; তেমন সময়ে মাতাপুত্রের আকস্মিক বিবাদে—যে পরিবর্ত্তনটা ধীরে সুস্থে একটু একটু করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল—সেটাকে সহসা একেবারে প্রবল ভাবে চালাইয়া দিয়া গেল।

গৌরীর সঙ্গে বেন্দার অনেক দিন হইতে দেখাশুনা ছিল না।

পূর্ব্ব বৎসর পূজার ছুটীতে সেই যে গৃহে আসিয়াছিল, তারপর বৎসর কাটিয়া নববর্ষের বৈশাখ ফিরিয়া আসিল এ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে দেখা হয় নাই। পৌষ মাসে বড়দিনের সময়ে সে স্কুলে ছুটী পায় নাই এমন নহে, কিন্তু সে সময়ে কলিকাতা হইতেই বাপ-মার সঙ্গে সে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল এবং এই বৈশাখের গ্রীষ্মের ছুটীর সময়েও যে বাড়ী আসিতে পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। লবঙ্গলতার মামাতো বোনের বিবাহ উপলক্ষে সেইখানেই থাকিতে হইবে, এমন কথা স্বয়ং লবঙ্গলতার মুখেই শুনিয়াছিল। তাঁহাদেরও কলিকাতায় যাইবার বেশী দেরী ছিল না—জিনিষ পত্রের গোছ-গাছ এবং মোট-মাট বাঁধা-ছাঁদা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যাবেলা লবঙ্গলতা সেই সকলের তদারক শেষ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে রমণী রঞ্জন ব্যস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া পথ আটক করিয়া দাঁড়াইলেন।

এ ব্যপারটা এমনি অস্বাভাবিক যে, তেমন সময়ে স্বামীকে অকস্মাৎ ঘরে আসিতে দেখিয়া লবঙ্গ কোন রকম কিছু একটা অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া শিহরিয়া উঠিলের—কর্ম্মে ব্যস্ত উজ্জ্বল মুখখানা নিমিষেই ম্লান হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, কি, কি হয়েছে; বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ এখুনি আবার এমন সময়ে ঘরে ফিরে এলে যে।"

"ভারি একটা সুখবর" বলিতে বলিতে রমণীরঞ্জন এমন উৎফুল্ল ভাবে পত্নীর হাতখানা ধরিয়া টানিলেন, যে, তাহাতে লবঙ্গর

বুকের টিপ্-টিপনী অনেকটা কমিল বটে, তিনি একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—

"সর্ব্বরক্ষে, তাই ভাল—বাঁচলুম। হঠাৎ এমন অসময়ে অমন করে ফিরতে দেখে আমার ধড়ের প্রাণ উড়ে গিছলো।"

"তবেই ত দেখছি গোলের কথা, অমন একটুতেই যদি খপ্ করে ডানা গজিয়ে ওঠে, তাহলে তো ভারি রকম কোন কিছু একটা ঘটলে একেবারে ঘরবাড়ী শুদ্ধ নিয়ে আলাদিনের জিনির মত উধাও হয়ে যাবে?" বলিয়াই রমণীরঞ্জন হাসিলেন। কিন্তু লবঙ্গ ব্যস্ত ভাবে কহিলেন,—

"কি সুখবরটা বলে ফেল না—এখন তোমার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন রং করবার আমার সময় নয়।"

"কেন আফিসের ঘড়ি বেজে উঠলো নাকি?"

"না তো কি? আমি এমনি করে সকাল সাঁঝে নিষ্কর্ম্মা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার পেট ভরবে কি? রেতের খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করতে হবে না?"

রমণীবাবুর হাসি লুকাইল, আশ্চর্য্য হইয়া পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেন ঠাকুর, বামুন, ঝি-চাকর রয়েছে কি করতে, মাইনে নেয়না তারা?"

"নেয়, কিন্তু কড়ির কেনা যত্ন আত্তিতে কি কখনও পেট ভরে নাকি? হাজার চাকর বামুন থাকুক না কেন—বাড়ীর

গিন্নীর সবই দেখে শুনে হাতে হাতড়ে করতে হয়—নইলে সংসার চলে কি ?"

"ওঃ এ্যদ্দিনে বুঝলুম। আমি ভেবেই পেতুম না যে তোমার চেহারা খানা অমন ময়লা হয়ে যায় কেন ? তা দিন রাত অমন করে খাট্‌লে রোগা শরীর বইবে কেন ? এই এতেই তো নিত্যি রোগ লেগে থাকে।"

লবঙ্গ এবার হাসিয়া ফেলিলেন, প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে চাহিয়া কহিলেন—"বুদ্ধির ঠাকুর! কোন কলেজে পড়ে তোমার হঠাৎ এতটা জ্ঞান জন্মে গেছে, বলতে পার ? খাট্‌লে মেয়েমানুষের শরীর খারাপ হয়, অসুখ করে ; এ শিক্ষা কোন বইয়ের,—সে বই গুলো সব আমায় এনে দিও, উনুন ধরাতে ঘুঁটের খরচ বেঁচে যাবে।"

"ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছ যে বড় ? ফুলটাকে ছিঁড়ে এনে আগুন তাতে ধরলে শুকিয়ে যায়, না পুরষ্ট হয়ে ওঠে ?" তেমনি মেয়েমানুষও সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সেজেগুজে আরামে থাকলেই তার শরীর ভাল থাকে।"

লবঙ্গ জোরে বলিয়া উঠিলেন—"ভুল, ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কথাটার মানে জান কি ? না কেবল ডিক্‌সনারির আঁচড় দেখে ছবির রং ফলানো ভেবে রেখেছ ? মেয়েমানুষের শরীর, মন, ভগবান এমন জিনিস দিয়ে গড়েছেন যে—ঘড়ির কলের মত যত অবিশ্রান্ত চলতে থাকবে, ততই থাকবে ভাল। আর যদি কাজকর্ম্ম বন্ধ করে অচল করে রাখ, তাহলে

এক দণ্ডেই তার ভিতরের সমস্ত কলকব্জাগুলো মরচে ধরে এমন অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়বে যে একটু চালাতে গেলেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। গৃহকর্ম্মের জন্যেই মেয়েমানুষের সৃষ্টি। তোমরা পুরুষ—রোজগার করে এনে দিয়েই নিশ্চিন্তি, সুতরাং সে পরিশ্রমের পরে বিশ্রামের আবশ্যক এবং সে অধিকার একমাত্র তোমাদেরই আছে, কিন্তু আমাদের তা নেই। আমাদের জন্ম-টাই কর্ম্মের সঙ্গে অস্থি-মজ্জায় জড়িত। সে কর্ম্মে অবহেলা করে আমরা যদি কেবল তোমাদের মত বিলাসের আরামে গা ঢেলে দিই—তাহলে এক দিনেই যে এই প্রকাণ্ড বিশ্বসংসার একেবারে ওলোট পালট হয়ে রসাতলে যাবে। মেয়েমানুষের শোভা বল, সৌন্দর্য্য বল, স্বাস্থ্য বল, বিরাম, বিশ্রাম আনন্দ যা কিছু বল না কেন, সে সমস্তই একমাত্র একাধারে কর্ম্মের মধ্যে। কাজকর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিলে তাদের মন যত ভাল থাকে, শরীর যেমন পুষ্ট হয়ে ওঠে, সৌন্দর্য্য যত বাড়ে, কাজকর্ম্ম ফেলে কেবল দিনরাত্রি সেজেগুজে বিবিয়ানা করে থাকলে তা হয় না ; তাতে বরং বাঁশে ঘুন ধরার মত ভিতরে ঘুন ধরে, দিন দিন তাদের রোগা দুর্ব্বল, পীড়িত, সৌন্দর্য্যহীন—পোড়া কাঠখানার মত করে ফেলে। আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা যা বল্লে—তাও তাদের কার্য্যে,দেহে নয়। একজন গৃহকর্ম্ম নিপুণা,সংসারের কাজে ব্যস্ত কুলবধূর সাম্‌নে, এক জন নিষ্কর্ম্মা বিলাস পরায়ণা সুন্দরীকে হাজার রকমে সাজিয়ে গুজিয়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেখ দেখি, তাহলে বুঝতে পারবে—কে বেশী সুন্দর, কে বেশী

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ? শুধু বাহ্যিক ফিট্‌ফাট্‌কে মেয়েমানুষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বলে না, স্ত্রীজাতিরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাদের হাজার রকমের ছোট খাট গৃহকর্ম্মে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।"

রমণীরঞ্জন একটুখানি স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"তবে যে আজ হ্যানো, কাল ত্যানো, এই রকম সব নানা রকমের নিত্যি অনুযোগ করতে—"

"কবে গো স্মৃতিধর ঠাকুর ?" বলিয়া লবঙ্গ তাড়াতাড়ি গর্ব্বভবে বলিলেন—"আজ দু'বচ্ছরের ভিতর কি কখনো একদিনের জন্যেও তোমার কাছে শরীরের কোন কথা বলতে শুনেছ ? সে বরং শুনতে পেতে—আগে। যখন ছেলেমানুষ ছিলুম, বুদ্ধি শুদ্ধি পাকেনি, তখন মার দাবড়ির ভয়ে, সংসারের ঝঞ্ঝাটের কাছে এগুতে সাহস পেতুম না, বিশেষ তখন তোমাকে জোর করে ওষুধ গেলাবার ভার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে মা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বলেই নাকি দিন রাত পটের ছবির মত সাজ গোজ করে আমাকে বেড়াতে হত ?"

বলিয়া লবঙ্গলতা ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর প্রতি একটা অর্থসূচক কটাক্ষ করিলেন। রমণীরঞ্জনও মনে মনে বাণের ধারটা ভাল রকম উপলব্ধি করিয়া হাসিয়াই চুপ করিলেন। তখন লবঙ্গলতা বলিলেন—

"যাক্ বাজে কথায় সময় গেল, তাড়াতাড়ি অমন হস্ত দস্ত হয়ে কি সুখবরটা দিতে এসেছিলে বল তো।"

"হুঁ—কথায় কথায় ভুলেছিলুম, এই রাতটা পোহালেই মধুসিঙ্গি খালাস হয়ে আসবে :"

বলিয়াই উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তার যে ঘর দোর গুলো ছিল, সে সব কে কমনে ভেঙ্গে চুরে নে গেছে—সেখানে মাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে। বেচারা জেল থেকে বেরোলেই তো নিঃস্বম্বল দাগী হয়ে গেল ; কাজকর্ম্ম আর সহজে মিলবে না, খাবে কি ? কাজেই আবার চুরি বাটপাড়ি ডাকাতি করতে বাধ্য হবে।"

বলিয়াই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। লবঙ্গর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, ডান চোখটা বার কতক নাচিল, মনটা আপনা আপনি যেন কেমন ভারী হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন, মেয়ে বেচার টাকা গুলো ?"

"তার কি আর একটা পয়সা এখনও আছে ?"

বলিয়া আবার একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া যেন কি একটা কথা চাপিয়া গেলেন, লবঙ্গ টের পাইলেন না, বলিলেন—

"তা হলে কিছু দিয়ে দেওয়া খুবই উচিত।"

"তাই বলতেই এসেছিলুম ; মনে কচ্ছি আর হাজার খানেক টাকা সুরেশ দারোগার হাত দিয়ে, দিয়ে তার কাছে আমার নাম করতে বারণ করে দিয়ে আসি গে, কি বল ?"

"সে ভাল কথা, আমাদের নাম না জানতে দেওয়াই ভাল।

নইলে—সে যে রকম লোক, লোভ পেয়ে যখন তখন এসে হয় তো আরও আদায় করবার চেষ্টা করতে পারে ?”

“আরও এক হাতের দান, আর একটা হাতকেও জানতে দিতে নেই, তাও বটে ?”

বলিয়া হাসিতে হাসিতে রমণীরঞ্জন প্রস্থান করিলেন। লবঙ্গলতা হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিতে গিয়া পারিলেন না—দৈত্যের হাসির মত সেটুকু নিমেষমাত্র ফুটিয়াই ওষ্ঠাগ্রে মিলাইয়া গেল, অন্যমনস্ক হইয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

[১৩]

দুইদিন পরে সকাল বেলাতেই বেন্দা রুক্ষ কেশে, মলিন বেশে আসিয়া লবঙ্গলতাকে ধরিয়া বসিল—

“আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাব, মা।”

বেলা তিনটার গাড়ীতে কলিকাতা যাইবার সমস্তই স্থির হইয়া গাড়ী রিজার্ভ করা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু লবঙ্গ মেয়েকে দেখিতে যাইবার জন্য প্রথমতঃ যেমন উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—মধু সিঙ্গির জেল হইতে খালাস পাইয়া আসিবার কথা শুনিয়া অবধি তাঁহার সে উদ্যম যেন একটু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল।

গৌরীর অবর্ত্তমানে তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের প্রবাহ বেন্দাকে সর্ব্বদাই কাছাকাছি পাইয়া তাহার উপর দিয়াও যেন খরধারায় বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উপর্য্যুপরি দুইদিন

তাহাকে না দেখিতে পাইয়া স্বভাবতঃই অবসন্ন অন্তরের উপরে মধু সিঙ্গির কথাগুলা যখন গুরুভার প্রস্তরের মত চাপিয়া বসিয়া উৎসাহ এবং আনন্দকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং বেন্দার সঙ্গে দেখা হইল না বলিয়া একটা বিষম মনোবেদনা তাহার উপর আরো জ্বালা-যন্ত্রণা বাড়াইয়া তুলিতেছিল—তেমন সময়ে সহসা বেন্দার প্রার্থনীয় আবির্ভাব ব্যথাহারী শীতল প্রলেপের মত লবঙ্গলতার বড় উপকারে আসিল। নিস্তেজ হৃদয় আবার উৎসাহে সবল হইয়া অনাহুত অবসন্নতাকে নিমেষে বিদায় করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি আদর করিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যাঁ বাবা, এ দুদিন কি হয়েছিল, এসনি যে, মাকে ভুলে কোথায় ছিলে?" না অসুখ করেছিল বুঝি? দেখি দেখি, আহা তাইত মুখখানি যে শুকিয়ে গেছে? একি চেহারা এমন ধারা হয়েছে কেন?"

বেন্দা আর আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, সহসা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া লবঙ্গলতার পদতলে পড়িয়া চোখের জল ঢালিতে ঢালিতে কহিল—

"মাগো আমায় মাপ কর, বড় হতভাগা আমি—তোমার পা ছোঁবার যুগ্যি নই, কিন্তু তবু—তবু—"

বলিতে বলিতে স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল, শুধু নীরব অশ্রুজলে তপ্ত বেদনার ভার পবিত্র চরণতলে উজাড় করিয়া ঢালিতে ঢালিতে যে শুদ্ধ শান্তির উজ্জ্বল আলোক শিখায় অন্তরের মলা

গুলা পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গেল, তাহাতে সে যেন মরিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিয়া লইল।

লবঙ্গলতা মূঢ়ের মত ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তারপরে অগাধ স্নেহে আস্তে আস্তে হাত ধরিয়া তুলিতে তুলিতে আদর করিয়া বলিলেন—

"ছিঃ বাবা, অমন করে শুধু শুধু কাঁদছো কেন? চুপ কর, কি হয়েছে, বল তো আমায় শুনি।"

বলিয়া পাশে বসাইয়া আদর করিয়া আপন অঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু বেন্দা থামিতে গিয়াও পারিল না। চখের জল, প্রখর উষ্ণপ্রস্রবণের মত, হৃদয়ের কোন্ সুপ্ত তলদেশ হইতে সপ্ততল ভেদ করিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় উথলাইয়া পড়িতে লাগিল। অনেক কষ্টে শেষে বেন্দা যখন বলিল—

"যদি নিজের গুণে পা ছোঁবার সাহস দেছ মা, তবে আর কখনো ঠেলে দিও না। যত পাপী হই—যত নীচ হই—ছোট-লোক হই—তুমি আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মা, এই অধম ছেলের দেহের সমস্ত রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে ঢেলে আজ থেকে তোমার পূজো করবো, এই পাপ জীবন তোমার কাজে লাগাতে পারলে ধন্য হয়ে, জন্ম জন্ম উদ্ধার হয়ে যাব মা। তোমার পায়ে পড়ি—আমাকে ফেলে যেও না, সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে চল।"

লবঙ্গলতা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইয়া হাসিতে হাসিতে জবাব করিলেন—

"আরে পাগ্‌লা ছেলে, এরির জন্যে এত? তোমায়

সঙ্গে নেব, সেতো আমার আহ্লাদের কথা। কিন্তু তোমার মা—"

বেন্দা আর বলিতে দিল না, আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—

"তুমি—তুমি—তুমি, আর আমার কোন মা নেই—কেউ নেই—মরেছে—মরেছে। আমি জিনিসপত্তর গাড়ী বোঝাই দিই গে।"

বলিয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

এই এক নিমেষের ভিতরে এই দুটি প্রাণীর মধ্যে যে পবিত্র স্বর্গের জিনিসটুকুর আদান প্রদান হইয়া একটা সোনার শিকল দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া গেল, তাহাতে একদিকে লবঙ্গলতার হৃদয়ে যেমন সহস্র বিপদ আপদে যুঝিবার মত অসীম বল সঞ্চিত হইয়া উঠিল, অন্যদিকে বেন্দারও পূর্ব্বজীবনটা তেমনি কুয়াশার আবরণের মত দূর দূরান্তরে মিলাইয়া গিয়া এক অপরূপ সমুজ্জ্বল প্রভার নবীন সূর্য্য উদয় হইল।

কিন্তু বেন্দার মা যখন টের পাইল যে, পুত্র সত্য সত্যই তাহাকে একবার না বলিয়াই ছাড়িয়া চলিয়া গেছে এবং লবঙ্গলতা আদর করিয়া তাহাকেও আপনার সন্তানের মত কোল দেছেন, তখন সে একেবারে বাঘিনীর মত রাগে ফুলিতে লাগিল।

গৌরীকে আনিয়া দিবার উপলক্ষে সে লবঙ্গর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া ভাবিয়াছিল যে এইবারে একটা বড় ব্যাঙ্ক হাত করিয়া ফেলিয়াছে—একটু কৌশল করিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া চেক্

কাটিতে পারিলেই—যখন তখন টাকা আসিবে। সুতরাং জায়গা-জমী কিনিয়া পাকা বাড়ী তুলিয়া, মোটা মোটা সোনার গহনায় গা ভরাইয়া প্রথম শ্রেণীর একটা বাড়ীউলী হইয়া সহর জমকাইয়া বসিবার ছবি যে তাহার মনের মধ্যে রংচঙে হইয়া দেখা দেয় নাই এমন নয়। কিন্তু মধুসিংহের আকস্মিক দুর্ঘটনায় সেই ব্যাঙ্কের দিকে পা বাড়াইবার সাহস অনেকটা কমাইয়া দিয়া ছিল।

সেই রাত্রেই বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে সে যখন ভাবিয়াছিল—"হায়রে পোড়ার বরাত, সিঙ্গি আবাগের ব্যাটা যদি আর একটা দিন পরে খুন করে সত্ত সত্ত ফাঁসীও যেত, তাহলেও আপশোষ থাকতো না, কিন্তু এই টাকাটা নিয়ে সেখানে থেকে বেরোতে না বেরোতে যে খ্যাংরা-খেকো এই কাণ্ডটা ঘটিয়ে বাঁধা পড়ে গেল, এতে তারা কখনই বিশ্বাস করবে না যে টাকাগুলো তাকে দিতে পেরেছি?" তখন ঘুমন্ত পুত্রের মুখ দেখিয়া আবার তখনি মনে মনে ভরসা বাঁধিয়াছিল যে,—"লবঙ্গ যেমন পুত-কাঙালী, তাতে বেন্দা যদি একটু বেশী রকম মেশামিশি করে নিতে পারে, তাহলে এই টাকার কথা তারা হয়ত ভুলেই যাবে? অত বড় জমীদার লোক দশ বিশ হাজারের তোয়াক্কা রাখেনা—নইলে আর এক কথায় এত গুলো টাকা জলের মত ঢেলে দেয়? আর যখন তাদের আসল কাজ হাসিল হয়ে গেছে, তখন আর কি?"

কিন্তু তবুও বুকের ধড়ফড়ানি একেবারে ঘুচে নাই। সেই

ভয়ে আর ঘন ঘন গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতে সাহস পায় নাই। বেন্দাকে প্রশ্ন করিয়া তাহাদের মনের ভাব কতকটা আঁচ করিয়া লইয়া মাঝে মাঝে অতি অল্পক্ষণের জন্য গিয়া বার দুই তিন দেখা করিয়া আসিয়াছে। মনে মনে আশা ছিল যে ছেলে একবার সেখানে আসর জমকাইয়া বসিয়া যাইতে পারিলেই আবার পুরাতন ভাব ঝালাইয়া লইবে।

কিন্তু তাহাতে যখন বিপরীত হইল, ছেলে সে স্বার্থ মাটী করিয়া দিয়া বরং আপনার জনকে ছাড়িয়া একেবারে সেই পরেরই হইয়া গেল—অধিকন্তু মায়ের মুখের ওপর চোট্‌পাট্‌ জবাব করিয়া শাসাইয়া যাইতেও ত্রুটি করিল না, তখন পুত্রস্নেহটুকুতো সেই শুষ্ক প্রাণহীন অন্তরে মরুভূমে বারিবিন্দুর মত শুকাইয়া গেলই, তার উপর একটা দুর্জ্জয় জিঘাংসা প্রবৃত্তি জাগিয়া লবঙ্গ-লতার উদ্দেশে কালবৈশাখীর মেঘের মত মনের ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল।

যে বারি জীবের জীবন, একদণ্ড যাহার অভাবে পৃথিবী শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া যায়—তাহাই আবার বিষাক্ত সরোবর হইতে উঠিলে মানুষের অশেষ বিপদের কারণ হইয়া উঠে। পবিত্র মাতৃস্নেহও তেমনি মন্দাকিনীর পূতধারার মত যে জননীর বক্ষদেশ হইতে অহোরহঃ প্রবাহিত হইয়া এই বিশাল বিশ্ব-সংসারকে নিরন্তর সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে—মানবের সেই অশেষ কল্যাণদায়িনী মূর্ত্তিমতী জাগ্রত দেবী যদি ভাগ্যদোষে কোন জন্মান্তরীন মহাপাতকের ফলে বিপথগামিনী হন, তখন

তাঁহার বক্ষদেশ প্রবাহিত সেই মৃতসঞ্জিবনী সুধাই আবার অনেক স্থলে কাল-ফণিনীর তীব্র গরল ধারার মত সন্তানের অশেষ জ্বালা জন্মাইয়া মৃত্যুর কারণ পর্য্যন্ত ঘটাইতে পশ্চাৎপদ হয় না।

বিশেষতঃ স্বার্থ-প্রলুব্ধা দুষ্টা নারী বিষধরীর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্করী হইয়া থাকে। বেন্দার মা যখন দেখিল যে, ছেলেকে আর সহজে আয়ত্ব করিবার উপায় নাই, তখন সে একেবারে তাহার গয়ায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। তবুও একবার হদ্দমুদ্দ শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য, থানার বড় দারোগার কাছে গিয়া রমণীরঞ্জন ও লবঙ্গলতার নামে নালিশ করিল।

"দোহাই হুজুর, মা-বাপ আপনি, আমার ছেলেকে এনে দিন। জমীদার রমণীবাবু আর তাঁর মাগ আমার বেন্দাকে ভুলিয়ে চুরি করে কলিকাতায় না কোথায় নিয়ে পালিয়ে গেছে।"

বেন্দার মার সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় না থাকিলেও দারোগা বাবু তাহার সম্বন্ধে সকল কথাই জানিতেন, বিশেষ এই বেন্দা ঘটিত হালের ব্যাপারটাও তাঁহার অগোচর ছিল না। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

"বটে, এত বড় কাণ্ড, একেবারে দিনে ডাকাতী—ছেলে চুরী—বল কি?"

"আজ্ঞে, ডাকাতী বলে ডাকাতী, বড় মানুষ লোকেরা সব

পারে গো, সব পারে—ওদের অসাধ্যি কিছু কি ভূ-ভারতে আছে ?"

বলিয়া গলা ভারী করিয়া কান্নার সুরে কোঁপাইতে কোঁপাইতে আরম্ভ করিল —

"এই দেখনা বাবু, গরীব দুঃখী লোক—রাঁড়ি-বাল্‌তি মানুষ আমি—কত দুঃখুধান্দা করে খাইয়ে পরিয়ে উনিশ বছরেরটি করে মানুষ করে তুল্‌লুম—তা এখন আমিই হলুম পর। আঁটকুড়ীর ব্যাটা আমার মুখের ওপরেই বলে কিনা—"

বলিয়াই হঠাৎ থতমত খাইয়া থামিয়া গিয়া ঢোক গিলিয়া কহিল—"বাছাকে আমার গুণ করেছে বাবু—একেবারে পর করে দেছে গো ?"

"বল কি—উনিশ বছর বয়েস হয়েছে ?"

"তা আর হয়নি বাবু ? আমার ষোল বছরের বেলায় ঘর থেকে এসেই ওইটি হয়েছিল। দেখতেই অমন বেঁটে সেটে— নইলে বরং আরও এক আধ বছর বেশীও হতে পারে। এর বিধেন তোমাকে করতেই হবে বাবু।"

বলিয়া দারোগাবাবুর প্রতি একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, মনে মনে হাসিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তোমার নামইতো বেন্দার মা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে ওই নামেই সবাই আমায় ডাকে। আমার এই নালিশটির বিচার কর বাবু।"

"এ নালিশ পরে হচ্ছে। আগে—তোমার ওপর যে নালিশ হয়ে রয়েছে তার কি? তুমি আপনিই এসে হাজির হয়েছ, নইলে আজই পুলিশ পাঠিয়ে ঘর থেকে বেঁধে আনতে হত।"

বেন্দার মার বুকের ভিতরটা প্রবল বেগে কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তেই চোক মুখ শুকাইয়া একটুখানি হইয়া গেল, কম্পিত স্বরে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—

"নালিশ—আ—আ—আমার ওপর? কেন—কি—কি—কি হয়েছে?"

"বুঝতে পাচ্ছ না?" বলিয়াই দারোগাবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—

"মেয়ে বেচার দেড়—দেড় হাজার টাকা করলি কি বল্ হারামজাদি? চুরি-জুচ্চুরি করবার আর জায়গা পাওনি—আবার তার ওপর এসেছিস্ ছেলে চুরীর দাবী দিয়ে নালিশ করতে—ভয় নেই প্রাণে? ছেলে তো সাবালক, উনিশ বছর পেরিয়ে গেছে—তার উপর আর জোর কি তোর? সে যে আপনি এখানে এসে রাজীনামা লিখে দে গেছে, আর তুই এসেছিস্ পরের নামে মিথ্যা বদনাম দিতে—এত বড় বুকের পাটা তোর? এই—রহিমউল্লা, লাগাও হাতকড়ি—লেযাও বেটীকে গারদে!"

বেন্দার মা সহসা চারিদিকে অন্ধকার দেখিল, অত্যন্ত ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দারোগাবাবুর পা দুইটা একেবারে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—

"দোহাই বাবু, রক্ষে কর, রক্ষে কর—আমার কিছু দোষ নেই। ওই জমীদার বাবু আর তার মাগ্—"

ধমক দিয়া দারোগাবাবু কহিলেন—"খবরদার ফের তাদের নাম মুখে আনিস? এখুনি জেলে পুরে ছ'মাসের ঝোল ভাত খাইয়ে ছাড়বো। তারা তোর মত ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না যে, তোর নামে আসবে নালিশ করতে? তোর ছেলের নিজের মুখেই—"

আর বলিতে হইল না। বেন্দার মা বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া মুখখানা ডাকিনীর মত ক্যালো করিয়া ফুলিতে ফুলিতে গর্জ্জিয়া উঠিল—

"বটে? মরুক—মরুক? নির্ব্বংশের ব্যাটা, পরের ছেলে কিনা—দরদ হবে কেন? আমি আবার তারির মায়ায় পড়ে, মরতে ছুটে থানায় এসেছি—চুলোর আগুন দিইনা পোড়ার মুখে।"

বলিতে বলিতে আপনার দুই গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া বার দুই চড়াইয়া তেমনি উত্তেজিত ভাবে কহিল,—

"আরে আটগতোরখেকোর ব্যাটা, যমের বাড়ী যা—মর্, মর, তেরাত্তির পেরোয় না যেন। দোহাই হুজুর মা-বাপ, আমার ঘাট হয়েছে—এই নাক কাণে খৎ, আর কখনো যদি তার নাম মুখে আনি? এবারটা আমায় বাঁচাও, রক্ষে কর—তোমায় জীবন যৌবন সব ধরে দেব—বাঁদী হয়ে থাকবো—দোহাই ধর্ম্ম-বাপ—রক্ষা কর।"

বলিতে বলিতে আবার পায়ে পড়িয়া জড়াইয়া ধরিল। দারোগাবাবু সামান্য একটু কৌশলে, কথার ফেরে যে এত শীঘ্র এমন কাজ গুছাইয়া লইতে পারিবেন—আশা করেন নাই। অত্যন্ত কষ্টে হাসি চাপিয়া গম্ভীর ভাবে জবাব করিলেন,—

"আচ্ছা, এবারটা মাপ করলুম, কিন্তু খবরদার, ফের যদি কখনো তাঁদের নামও মুখে আনিস, কি কোথাও এমনি মিছে বদনাম দিয়ে গল্প করে বেড়াস তো তখনি ঘর থেকে বেঁধে এনে জেলে ঠেলে দেব, দেখি তোর কোন বাবার বাবা এসে রক্ষে করতে পারে ? মনে থাকে যেন—খুব সাবধান !"

বেন্দার মার ধড়ে প্রাণ ফিরিল। পুনঃপুন নাক কাণ মলিয়া, ঘাট মানিয়া, মাপ চাহিয়া বিদায় হইল। দারোগাবাবু আপন মনে অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিলেন।

[১৭]

এবার স্কুলের ছুটী হইলে গৌরী যখন কলিকাতায় মামার বাড়ীতে আসিল, তখন বেন্দা আর কিছুতেই সেই আগেকার মত মুক্ত প্রাণে ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিতে পারিল না, বরং কেমন এক রকম ভয়ে ভয়ে, যেন আড়ষ্ট হইয়া, তফাত হইতে বিস্মিত—মুগ্ধ নেত্রে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

বস্তুতঃ সেখানে দেখিবার মত এবার অনেক ছিল। বন্য আগাছা বেষ্টিত আওতার ভিতর হইতে নষ্ট প্রায় ভাল ফুলের

গাছটাকে তুলিয়া আনিয়া যত্ন করিয়া গৃহোদ্যানে বসাইলে যেমন শীঘ্রই সে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া নবীন সৌন্দর্য্যে মুকুলিত হইয়া উঠে,—গৌরীরও সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া তেমনি উদ্দাম যৌবনের প্রথম শ্রী-সম্পদ আপনার রঙিন তুলিটি বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তার উপর এই নব-শিক্ষিতার পোষাক পরিচ্ছদ, হাব ভাব এবং চলন-বলন এমন এক অপূর্ব্ব স্বপ্নময় বিচিত্র সৌন্দর্য্যের তলে তাহার সেই নিত্য পরিচিত বাল্য সঙ্গিনীর স্বরূপ টুকু ডুবাইয়া দিয়াছিল যে বেন্দা এই গৌরব-মণ্ডিত উন্নত মস্তক মহিমময়ী কিশোরীর ভিতরে আর তার ছায়াটুকু পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইল না। লবঙ্গলতা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি বেন্দা, গৌরীকে চিন্‌তে পারছো না—অমনতর হকচকিয়ে অবাক হয়ে দেখছ কি ?"

বেন্দা জবাব করিতে পারিল না, অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি মুখ নামাইয়া লইল, কিন্তু দর্শনের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা আনত চক্ষের কোণ দিয়া যে তড়িতের মত ছুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতে ছিল, তাহা সে আপনি টের না পাইলেও, গৌরীর নজরে পড়িতে বাকী থাকিল না।

দেখিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌরীও এবার খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয় উঠিল। বেন্দাও যেন আরো জড়সড় হইয়া পড়িল। তাহার সঙ্কোচ দুর করিয়া দিবার আশায় লবঙ্গ মেয়েকে কহিলেন,—

"জানিস গৌরী—বেন্দা আর সেই পরের ছেলেটি নেই,—এখন তোর আপনার ভাই হয়ে গেছে।"

গৌরী খপ্‌ করিয়া বলিয়া ফেলিল—

"হুঃ—তা কি ? এমন ধারা ভূতের মত—ছিঃ !"

বলিয়াই মুখখানা এমন ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া ফিরাইয়া লইল, যে আড়চক্ষে চাহিয়া দেখিয়া বেন্দ লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল—তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মাটীর পানে দৃষ্টি বদ্ধ করিল। কিন্তু লবঙ্গর চোখে পড়িতেই তিনি মেয়েকে ইসারা করিয়া ধম্‌কাইয়া কহিলেন,—

"ছিঃ, ওকি কথা—আপনার ভাইকে কি অমন করে বলতে হয় ? আহা, পাড়াগাঁয়ে অযত্নে পড়ে থাকে ? তুইও যে ওর চাইতেও বিশ্রী ছিলিরে—মনে নেই বুঝি ?"

কিন্তু গৌরী সে কথা কানে না তুলিয়াই কহিল—

"তা হোক্‌গে—তুমি ওকেও একটা ইস্কুলে দেও মা, নইলে—কক্ষণো ও ভাল হতে পারবে না। মাগো—যেন চাষার মুরোদ ? ও রকম দেখলে সবাই হাস্‌বে যে—কত কি ঠাট্টা করবে ? তখন আমায় লজ্জায় মরে যেতে হবে না ? না বেন্দা, তুই কারুর কথা শুনিসনি—ইস্কুল খুল্লেই গিয়ে ভর্ত্তি হোস্‌, নইলে ভাই আমি তোর সঙ্গে মিশ্‌তে পারবো না।

কথাটা যে কত সত্য তা বেন্দা গৌরীকে দেখিবামাত্রই মনে মনে বুঝিয়াছিল, তাই আপনার হীনতায় একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তা বলিয়া তার ভিতর যে তীব্র বিষটুকু ছিল তাহা ক্ষুরের ধারের মত বুকের পাঁজরাগুলা একখানা একখানা করিয়া কাটিতে কসুর করিল না। আর যতই মর্ম্মস্থল ক্ষত

বিক্ষত হইয়া জ্বালা বাড়িতে লাগিল, ততই মন যেন আরো বেশী রকম বাঁধা পড়িয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু এই ব্যবধানটুকু ঘুচাইবার উপায় সে আর হাজার ভাবিয়াও ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিল না। এই অল্পকালের ভিতরেই তাহাদের বাল্যপ্রণয়ের মাঝখানে যে অতলস্পর্শ অন্ধকার-গহ্বর আপনা-আপনি মুখব্যাদন করিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহা পার হইবার উপায় না পাইয়া—কুলে দাঁড়াইয়া, একনিষ্ঠ ভক্ত সাধকের মত, ভক্তি-অর্ঘ হাতে লইয়া পরপারে ইষ্টদেবীর পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন রাত্রে রমণীরঞ্জন একখানা চিঠী লবঙ্গর হাতে দিয়া কহিলেন—

"তোমার যেমন সব ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড—ছেলে ছেলে করে একেবারে ক্ষেপে না গেলে হয়? কোথায় কোন্ রাঁড়ি বাল্‌তি ইতরের ছেলেকে এনে ঘরে ঢোকালে—সমাজে মুখ দেখাবার জো থাকবে না।"

"চুপ্ চুপ্ আস্তে—ও ঘরেই বেন্দা শুয়ে, কেন হয়েছে কি?"

"হবে আবার কি—আমার মাথা আর মুণ্ডু" ওই প'ড়েই দেখনা,—সুরেন দারোগার চিঠি। মাগী ছেলে-চুরীর দাবীতে গিছ্‌লো থানায় নালিশ করতে, সেখান থেকে চাবকানি খেয়ে ফিরে এসে মিশেছে আবার মধুসিঙ্গির সঙ্গে। একসঙ্গে আবার ঘর বসত আরম্ভ করেছে! ও পাপের ঝাড় ছুঁলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

দারুণ বিরক্তিভরে এমন উচ্চৈঃস্বরে কথাগুলি বলিয়া রমণী-রঞ্জন থামিলেন যে ঈষন্মুক্ত দরজার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রত্যেক নিশ্বাসের শব্দটি পর্য্যন্ত গিয়া তন্দ্রাভিভূত বেন্দার কাণে ঢুকিয়া—শুধু যে তাহাকে জাগাইয়া দিল, এমন নয়—তার পরেও অনেক রাত্রি ধরিয়া নিদ্রাকে আর তাহার জ্বালাময় চক্ষের কাছে পর্য্যন্ত ঘেঁসিতে দিল না।

মাস দুই বাদে গৌরীর স্কুল খোলার পর আবার লবঙ্গ যেদিন হুগলীতে চলিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, সেদিন সকালবেলা বেন্দা আসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কাছে দাঁড়াইয়া কহিল—

"গোপাল মামা আমায় ছাড়তে চাচ্ছেন না মা।"

লবঙ্গ বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সে কি ? এখানে তুমি কার কাছে থাক্‌বে ?"

"এখানে থাকবোনা—তাঁর বাড়ীতে। তিনি আমায় তাঁর আফিসের কাজ কর্ম্ম শেখাবেন।"

লবঙ্গ আরো আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—

"সে কি—পাগলা ছেলে, তার যে এ্যাটর্নীর আফিস! খান দুই বই সায় করে তুমি তার আফিসের কি কাজ করবে বাবা ?"

"হ্যাঁ, আমি পারবো মা। কদিন যে তাঁর মক্কেলদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বিল সেধে এসেছি তা বুঝি জাননা ? তুমি বরং

তাঁকে জিজ্ঞাসা করো—তাঁর সব দরকারী বই, খাতাপত্তর, চিঠি চাপাটী আমি যেমন খপ করে বার করে এনে দিতে পারি—তেমন রামস্বরূপ পারে না, আমি সব চিনে নিয়ে দাগ দে রেখেছি।"

লবঙ্গলতার মনে হইল—হায়রে পরের ছেলে? কিন্তু তাহা জানিতে না দিয়া ঈষৎ ভারি ভারি কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমাকে ছেড়ে একলা এখানে থাকতে মন কেমন করবে না?"

"কেন, ছুটী হলেই কাছে যাব। গোপাল মামা বলেছেন, তাঁর আফিসে খুব বেশী ছুটী হয়, তিনি আমায় নিজে সঙ্গে করে হুগলীতে নে যাবেন। আর তাঁর আফিস ইস্কুলের সাম্‌নেই যে, রোজ গৌরীকে—"

বলিয়াই হঠাৎ থামিয়া অপ্রস্তুত ভাবে ঢোক গিলিয়া আস্তে আস্তে কহিল—

"তিনি বলেছেন মাইনেও এখন দশ টাকা করে দেবেন, আর আমার নিজের কিছু লাগবে না।"

লবঙ্গলতা তাহার মনের আসল উদ্দেশ্য যে না বুঝিলেন এমন নয়, কিন্তু স্কুলের সামনে থাকিলেও যে গৌরীর সঙ্গে দেখা শুনা মোটেই হইবার সম্ভাবনা নাই, সে কথা না বলিয়া কেবল একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—

"শুধু এই দশটা টাকার লোভে বিদেশ বিভুঁয়ে—

বাধা দিয়া বেন্দা তাড়াতাড়ি জবাব করিল—

"টাকার লোভে নয় মা, তোমার ছেলে আমি, দশটা টাকার জন্যে—না মা, তা নয়, মাইনের কথা আমি নিজে বলিনি। বেটাছেলে আমি জোয়ান হয়েছি, শুধু শুধু নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকলে লোকে ভারি নিন্দে করবে। গোপাল মামা বলেছেন—এখন থেকে মন দিয়ে কাজকর্ম্ম শিখে নিতে পারলে এর পরে মানুষ হতে পারবো, ভদ্দর লোকের সঙ্গে মেশামিশি—"

বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া হঠাৎ তাহার মুখখানা ম্লান হইয়া গেল, অজ্ঞাতে একটা উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া কহিল—

"না মা, তুমি কিছু ভেবোনা—আমার কোন কষ্ট হবে না, এই ক'মাস বাদেই পূজোর ছুটীতে আবার তোমার কাছে যাব। তখন তুমিও দেখো আমি কেমন হয়েছি, তখন আর কেউ নিন্দে করতে পারবে না।"

বলিয়া আবার একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। গৌরীর সেই প্রথম দিনের কথাটা বেন্দার মনে যে এমন একটা গভীর ক্ষত অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে তাহা লবঙ্গলতা এতদিনে মনে মনে বুঝিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু তাহার এই নবীন উদ্যমে বাধা দিয়া নিরস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

গোপালবাবু দেখা করিতে আসিলে তিনি বেন্দার সম্বন্ধে নানারূপ অনুরোধ করিয়া যত্নে রাখিতে বলিলেন, তারপরে

অন্যের অগোচরে বেন্দার হাতে তিনখানা নোট গুঁজিয়া দিয়া ভারি ভারি কণ্ঠে গোপালবাবুকে বলিলেন—

"গোপাল দাদা, ওকে অপনার ভাগে ভেবে যত্নে রেখো, আর কেমন থাকে, কখন কি দরকার হয়, রোজ আমাকে এক-খানা করে চিঠি লিখো।"

বেন্দা তাড়াতাড়ি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—

"আমি তোমায় নিজে এক মাসের ভিতর চিঠি লিখবো মা—এই বল্লুম—দেখে নিও!"

লঙ্গবলতা হাসিয়া জবাব দিলেন—

"তা যদি পার বাবা, তো আজকের এই কষ্ট আমি সার্থক ভাববো—"

বলিয়া গোপাল বাবুর পানে ফিরিয়া কহিলেন—

"দেখো দাদা—পরের ছেলে তোমার হাতে সঁপে গেলুম, ওকে যদি মানুষ করে তুলতে পারতো ধর্ম্ম পুণ্য তোমার দুই-ই আছে।"

গোপালবাবু ছল ছলু চোখে নির্নিমেষ নেত্রে লবঙ্গের পানে চাহিয়াছিলেন, একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিলেন—

"তুমি যাকে ছেলে বলেছ—সে কি আমার কাছে পরের মত থাকবে লতা? যদি তোমার ইচ্ছাপূর্ণ করে তুলতে পারি তখন কিন্তু আমি বকশিশ দাবী করতে ছাড়বো না।"

বলিয়া ঈষৎ হাসিলেন। সেই মুহূর্ত্তে রমণীরঞ্জন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া কহিলেন—

"পূজোর ছুটীতে একমাসের নেমন্তন্ন আগে থাক্‌তে বায়না রইলো—মনে থাকে যেন। আর দেরী না—গাড়ীর সময় নেই।"

[১৮]

লবঙ্গলতার আপনার ভাই ছিল না। তাঁহার পিতা ওই দূর সম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয় পুত্রটিকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছিলেন। বয়সেও লবঙ্গর চেয়ে বছর চারেকের বেশী বড় ছিলনা বলিয়া শৈশব হইতেই তাঁহারা দুই বোনে গোপাল চন্দ্রের সহিত একসঙ্গে খেলা-ধূলা খাওয়া-দাওয়া পড়াশুনা করিতেন এবং তাঁহাকে গোপালদাদা বলিয়া ডাকিতেন।

গোপাল ছেলে ভাল ছিলেন। বরাবর খুব গৌরবের সহিত ভাল রকম পাশ করিয়া যে বছর বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই বছর লবঙ্গলতার বড় বোনের বিবাহ হইয়া গেল। মনে যাহাই থাকুক, কথায় কার্য্যে বা ব্যবহারে একটি দিনের জন্যও কখনো বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা প্রকাশ করেন নাই, এবং লবঙ্গর মনেও কখনো কোন রকম সন্দেহের কারণ জাগে নাই। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অভিভাবকদের একটু আধটু ইঙ্গিতে গোপালচন্দ্রের মনে সেই সুপ্ত আশার অঙ্কুরটুকু হু হু করিয়া বাড়িয়া একেবারে সারা বুকখানা ছাইয়া ফেলিল।

কিন্তু লবঙ্গ টের পাইলেন সেই দিন—যেদিন দিদি শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময়ে মায়ের ছল ছল চোখ দেখিয়া গলা ধরিয়া প্রবোধ দিলেন—

"তোমায় ছেড়ে যেতে আমার একটুও মন সরছে না মা, কেবল এই সান্ত্বনা যে আমাদের আদরের লবঙ্গকে তোমায় ছেড়ে পরের ঘরে যেতে হবে না, চিরকাল ঘরে থেকে তোমার সেবা করতে পাবে। আর খুঁৎ খুঁৎ করোনা মা—বাবার যখন ইচ্ছে, তখন এই বছরেই দুহাত এক করে দেও। হলেই বা গরীব, বাপ-মা নাইবা রইলো—সে তো আরও ভাল; গোপালেরমত ছেলে পাওয়া যায় ক'টা; তোমাকেও মা বই জানে না? আর লবঙ্গকে পরের ঘরে যেতে না হয়—সেইটেই সব চেয়ে ভাল।"

মা জবাব করিলেন—"তাই ভাবছি মা, দেখি কি হয়, বি, এ, টা, পাশ তো করুক, তাড়াতাড়িই বা কি? আর মেয়েরই বা বয়েস এমন বেশী কি হয়েছে? চোদ্দ-পনেরো বছরের আইবুড়ো মেয়ে এখন বামুন-কায়েতের ঘরে ঘরে। একটা তো ঠিক রইলোই, দেখা যাক্না এখন?"

কিন্তু লবঙ্গলতা শুনিয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ছেলে বেলা হইতেই আদুরে অভিমানিনী, লেখাপড়াও দিদির চেয়ে খুব ভাল রকম শিখিয়াছিলেন—লজ্জা, সরম, সঙ্কোচেরও তেমন বাড়াবাড়ি ছিল না। তখনি তাঁহাদের মুখের উপর চোখ রাঙ্গাইয়া চোটপাট্ শুনাইয়া দিলেন।

মরণ দশা আর কি, গলায় দড়ি দেবনা তাহলে? চিরকালটা পরের খেয়ে'মানুষ, ভিখিরীর ছেলে, হলেই বা লেখাপড়ায় ভাল? আর তাইবা এমন কি, বি, এ টা, পাশ করে বেরোয় কিনা

দেখতো ? তার চেয়ে বোনেদি ঘরের মুখ্যুও ভাল, তাদের তবু মর্য্যাদা জ্ঞান থাকে, পরিচয় দিতে পারা যায় ! মাগো ছিঃ !

বলিয়া ভ্রুভঙ্গ করিয়া সেই যে চলিয়া গেলেন—সেদিন হইতে বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত এমন সাবধানে সাবধানে রহিলেন যে গোপাল আর তাঁহার ছায়াও দেখিতে পাইলেন না। মেয়ের ওরূপ হতশ্রদ্ধায় বাপ-মাও আর সে প্রসঙ্গ মনে ঠাঁই দিতে পারিলেন না।

কিন্তু গোপালের মনে এমন আঘাত লাগিল যে এই গর্ব্বিণীর গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য এমন মন দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন যে, খুব গৌরবের সহিত বি, এ পাশ তো করিলেনই, অধিকন্তু একটা বৃহদাকার সোনার মেডেল পর্য্যন্ত লাভ না করিয়া ছাড়িলেন না। তখন একদিকে যেমন এ্যাটর্নীর আফিসে শিক্ষানবিশী করিতে সুরু করিলেন, তেমনি আবার সকাল সন্ধ্যায় 'টিউশনী' করিয়া আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার মত উপার্জ্জন করিয়া পৃথক্ বাসা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতদিন লবঙ্গর পিতা বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তাঁহার মনোকষ্ট জন্মাইবার ভয়ে সেটা আর পারিয়া উঠিলেন না।

কিন্তু সুযোগটা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন একটি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ের বাপের দল আসিয়া লবঙ্গর পিতাকে ছাঁকিয়া ধরিতে লাগিল ; তিনি যখন নিজের আশা ছাড়িয়াছিলেন, তখন পরের স্বার্থে

ব্যাঘাত ঘটাইবেন কেন ? বিশেষতঃ গোপালের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া, দেখিয়া শুনিয়া তাহাদেরই একজনের জামাই করিয়া দিলেন। তখন আলাদা বাসা করিয়া বৌ লইয়া সংসার পাতিতে আর বাধা রহিল না। অবশেষে লবঙ্গর বিবাহের বছর দুই পরে, যে বছর তাঁহার পিতা মারা গেলেন, সেই বছর গোপালচন্দ্রও এ্যাটর্নী হইয়া বাহির হইলেন।

বিবাহের পরে কিন্তু গোপালচন্দ্রের উপরে লবঙ্গর আর সে হতশ্রদ্ধা রহিল না। আবার ঠিক সেই আগেকার মত 'দাদা' বলিয়া কাছে আসিতে এবং যত্ন আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপালচন্দ্রের মনের দাগা মুছিল তখন, যখন তিনি বিবাহিত জীবনে এ্যাটর্নী হইয়া আলাদা সংসার পাতিয়া নাম বাজাইয়া সমাজে গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন।

দাগা মুছিল বটে, কিন্তু অভিমান ও আক্রোশের বশে তিনি জীবনে যে কি ভয়ানক ভুল করিয়া বসিয়াছেন তাহা এতদিনে টের পাইলেন।

মানুষের হৃদয় যতদিন শরতের স্বচ্ছ আকাশের মত নির্ম্মল শুভ্র ও পবিত্র থাকে, তখন সহসা একদিন—শুভক্ষণে অথবা অশুভক্ষণে, কে বলিতে পারে—যে দাগটা পড়িয়া যায়, পাথরে খোদার মত তাহা এমন গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে যে ইহ জীবনে তাহা আর মুছিতে চাহে না, বরং চাপা দিবার চেষ্টা করিলে—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ক্রমেই গভীরতর রেখায় অন্তরের তলদেশ পর্য্যন্ত আঘাত করিয়া ছাড়ে। তেমনি

লবঙ্গলতার যে মনোমদ চিত্রখানি গোপালচন্দ্রের হৃদয়ে প্রথম যৌবনের সেই শারদ-প্রভাতে অঙ্কিত হইয়া বসিয়া ছিল—মূঢ় আক্রোশের বশে,অন্য ছবি দিয়া তাহা ঢাকা দিতে গিয়া পরিসরে তো কুলাইলই না, অধিকন্তু আরো উজ্জ্বল হইয়া এমন নির্ম্মম ভাবে একেবারে মর্ম্মস্থল কাটিয়া বসিল যে তাহার প্রভাবে সংসারের সকল সুখ-শান্তি চিরদিনের মত ম্লান হইয়া গেল।

ঝড় উঠিলে সমুদ্রের ঢেউগুলাকে যেমন তাহার গণ্ডীরেখার ভিতরে কিছুতেই আটকাইয়া রাখা যায় না, বেলাভূমে ছুটিয়া গিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসে, তেমনি তাঁহার হৃদয়সাগরে যে বিষের তুফান ছুটিল, তাহা সেইখানেই আবদ্ধ হইয়া থাকিল না, সংসারের প্রত্যেক বস্তুকেই আঘাত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। তাহার ফলে পারিবারিক সুখ যে কোন পথে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না।

সেই সময়ে গোপালচন্দ্রের পত্নী নিরবচ্ছিন্ন হতাদরের বোঝা বহিতে না পারিয়া যখন মরিয়া জুড়াইল—তিনিও তখন একটা মুক্তির আনন্দে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন এবং কিছুতেই আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিলেন না।

তখন এমন অভিভাবক শূন্য, অর্থবান, রোজ্‌গারী যুবকের সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, একে একে সে সব দোষ গুলিই আসিয়া তাঁহার চরিত্র বেড়িয়া ধরিতে বিলম্ব করিল না।

স্ত্রী-বিয়োগের পর লবঙ্গর সঙ্গে এই তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ। অনেকদিনের পর কাছে পাইয়া লবঙ্গ যখন এবার তাঁহাকে আন্তরিক সহানুভূতিতে কাছে বসাইয়া যত্ন আদরের ত্রুটি করিলেন না তখন তাঁহার অন্তরের ভিতরে সেই সুপ্ত স্মৃতি আবার সহসা জাগিয়া উঠিয়া বিছার কামড়ে জ্বালাইয়া দিয়া গেল। তিনি আর কিছুতে মনোযোগ দিতে পারিলেন না, অহোরাত্র ডালিমের ঘরে মদে ডুবিয়া রহিলেন!

হুগলীতে ফিরিয়া দিন দুই পরে একদিন লবঙ্গর বকাবকিতে রমণীরঞ্জন অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল স্নান করিয়া উঠিতেই লবঙ্গ যখন একজোড়া নূতন ধুতি চাদর আনিয়া সামনে ধরিয়া বলিলেন—"পর", তখন রমণীবাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিলেন। দেখিয়া লবঙ্গ হাসিয়া কহিলেন,—

"অমন করে চেয়ে রইলে যে—পর না ?"

"কেন ?"

"পরতে হবে না, দিগম্বর হয়ে থাকবে নাকি ? তা হলে একটা খরচ সাশ্রয় হয় বটে ?"

বলিয়া কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া আবার একটু মুচকি হাসিলেন। কিন্তু রমণীবাবু ঈষৎ বিরক্তভাবে জবাব করিলেন—

"এ যে একেবারে আন্‌কোরা নতুন দেখছি।"

"আমি বলছি কি বস্তাপচা ?"

"আঃ গেল, আমার কাপড় চোপড়ে আগুন ধরে—"

"খবরদার, অমন কথা মুখে এনোনা বলছি।"

বলিয়া লবঙ্গ চোখ পাকাইয়া ধমক দিয়া উঠিলেন—

"বালাই, কথার ছিরি দেখ ?"

"তা আমি কচি খোকাটি নাকি যে নতুন কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে যাব ?"

"তা আজকের দিনে তাই বটে, পরতে হয়,—পর।"

"কেন আজকের দিনে কি হল ?"

"ওগো মশাই, আজ যে আপনার জন্ম-তিথি, পাঁজি খানাও কি উল্‌টে দেখেননি ?"

রমণীরঞ্জন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ, তাওতো বটে ? আমি ভুলেই গিছলুম, আজকাল যে ঘরে ভট্‌চায্যির টোল ! ভোরে উঠেই রোজ পাঁজি-পুঁথির হাট বসে যায়। তা—"

বাধা দিয়া লবঙ্গ তাড়াতাড়ি জবাব করিলেন,—

"দু'পাতা ইংরিজি পড়েই তোমরা যেমন ধরাখানা সরা দেখ—ভাবো যে, আমরা না জানি কি ন্যাজকাটা হনু, হিঁদুর ঘরের বাপ-পিতামোর আচার বিচার গুলো পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিতে চাও, আমরা তা পারিনি। তা হলে পৃথিবী এতদিনে টল মল করতো ! আমাদের সে সব দেখে শুনে বজায় করে চলতে হয়—নইলে কি লক্ষ্মী থাকেন ?"

"নাঃ, লক্ষ্মী যত বাঁধা পড়ে আছেন তোমার ওই পাঁজির ভেতরে ? আজ লাউ খাবেনা—কাল বেগুন খেতে দিব্যি—পরশু উপোস না করলে বিকার ধরবে ?"

জোর করিয়া "আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিয়া বাধা দিয়া লবঙ্গ শ্লেষের স্বরে কহিলেন—

"এই যে লেখাপড়া শিখে দিব্যি জ্ঞান টন্‌টনে হয়েছে। ওগো 'সক্রেটিসের' ভায়রা ভাই, আমরা মুখ্যু মেয়ে মানুষ হয়েও বাবার দয়ায় দু'দশখানা ইংরিজি বইয়ের পাতা হাঁটকেছিতো? কিন্তু তাতে তোমাদের মত অমন বিগ্মে পাইনি, বরঞ্চ এই বুঝেছি—আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা যে সব বিধান-ব্যবস্থা করে গেছেন—তা সমস্তই দেশের, সমাজের, আর লোকের মঙ্গলের জন্মে। তাঁরা বনের ভেতর ভাঙ্গা কুঁড়েতে বসে নিমিষে পৃথিবীর খবর বলতে পারতেন—আগুনে এক কুশী ঘি ঢেলে ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটাতেন—মুখের কথায় মরা মানুষকে পর্য্যন্ত ফিরিয়ে আনতেন। তাঁদের তৈরী আইন-কানুন-শাস্ত্র-তন্ত্র নিষ্ফল হবার নয়। পাঁজির প্রত্যেক অনুষ্ঠানটি মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে—সংসারের মঙ্গলের সঙ্গে—সমাজের উন্নতির সঙ্গে, হাড়ে হাড়ে জড়ানো। আজকাল বড় বড় সাহেব পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত সে কথা স্বীকার করেন—অনেকে মেনে চলেন, এমন কি এদেশে এসে তাঁদের কেউ কেউ গঙ্গাস্নান পর্য্যন্ত করতে ছাড়েন না। কেবল আমরাই অন্ধ—নিজেদের ঘরের এমন অমূল্য রত্ন চোখে দেখতে পাইনি। এই যে পাঁজিতে যে দিন যা কিছু করবার ব্যবস্থা আছে, সে সব মেনে চলতে তো এমন কিছু দুশো-পাঁচশো খরচ হয় না—অথচ অশেষ মঙ্গল হয়—তবে তা না করবো কেন? নেও, এখন কাপড়খানা পর।"

"এই নূতন কাপড় পরার সঙ্গেও কি মঙ্গলের জাহাজ বাঁধা আছে।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—কে 'না' বলতে পারে? কতটুকু জানি আমরা—এই যে একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা করা নিয়ে লোকে ঠাট্টা করতো, এখন কই করে না? সাহেবেরা যখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে তার উপকার বুঝিয়ে দিলে—তখন বুঝ্‌লে! তেমনি যেটা বুঝিনি বলে যে অগ্রাহ্য করতে হবে তা নয়। সংসারের কটা ব্যাপার আমরা বুঝি, কতটুকু জ্ঞান আমাদের? কিন্তু মেনে চললেই ফল পাওয়া যায়। যখন বুঝিনি—তখন পূর্ব্বপুষেরা যা করে গেছেন তা মেনে, বজায় রাখাই উচিত।"

রমণীরঞ্জন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নূতন বস্ত্র পরিলেন, কিন্তু তখনি হাসিয়া কহিলেন—

"বাঃ রেমো তো বেড়ে সুন্দর কাপড় কোঁচাতে শিখেছে। তা ব্যাটা এতদিন খালি ফাঁকি দিয়ে আসছে—একদিনও তো এমন ধারা কোঁচায় নি? রোস দেখ্‌ছি।"

"তা মিছে তম্বি করলে চলবে কেন? যে যা জানেনা তা করবে কেমন করে?"

"জানেনা তো আজ কোঁচালে কি করে? ব্যাটা দিন দিন হারামজাদার একশেষ হচ্ছে—আচ্ছা ক'রে ঘা কতক পীঠে পড়লে তখন আপনি জানবে।"

"ইংরিজি পড়ে খালি ওই টুকুই শিখেছ বইতো নয়! গরীব

দাসী-চাকর—পেটের দায়ে গতোর খাটাতে এসেছে—তাদের ওপর বীরত্ব জাহির না করলে আর অমন নিরীহ পাত্র পাবে কোথায় বল? রেমোর কোন দোষ নেই—সে জানেনা, তা কোঁচাবে কি? আচ্ছা যদি পছন্দ হয়ে থাকে, তবে তাকে শিখিয়ে দেব'খন।"

"তবে কি এও তোমার কাজ নাকি?"

বলিয়া রমণীরঞ্জন আশ্চর্য্য হইয়া চাহিলেন। লবঙ্গ বিজ্ঞতার ভাবে চোখ মুখ নাড়িয়া জবাব করিলেন—

"আজকের দিনের এ সব. ঠাকুর-দেবতার জিনিষে কি ঝি-চাকরকে হাত দিতে দেওয়া যায়? নাও—এখন এদিকে এস।"

বলিয়া লবঙ্গ স্বামীর হাত ধরিয়া নিজের ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া একখানা সুসজ্জিত আসন দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"নাও বোস।"

বলিয়াই নিমেষের মধ্যে একথালা সদ্য প্রস্তুত খাবার আনিয়া সামনে ধরিয়া দিয়া বলিলেন—"খাও।"

রমণীরঞ্জন আরো আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এসব তো বাজারের নয়—পেলে কোথায়?"

"উড়ে এসেছে। খাবার-দাবার আবার আসে কোত্থেকে? করলেই হয়। বাজারের জিনিস কি ভাল হয়? কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সাও যায়—আর যার তার নোংরা হাতের যাচ্ছেতাই খেয়ে অসুখও করে।"

"আর আগুনতাতে দিবারাত্তির পুড়ে পুড়ে শরীরও নষ্ট করবার বেশ সুবিধে হয় ?"

"হোক্" বলিয়া লবঙ্গ তেজের সহিত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন।—

"স্বামীর জন্যে খেটে খেটে যদি গতোরে ঘুণ ধরে তো তেমন গতোর না থাকাই ভাল। মেয়ে মানুষ নিজের একরত্তি জিনিস নিয়েও জন্মায় না—নিজের বলবার তার কিছুই নেই। ছেলেবেলায় বাপ মার, বয়সকালে স্বামীর, প্রৌঢে ছেলেপুলের, আর শেষ দশায় ঠাকুর দেবতার কাজেই তার যথাসর্ব্বস্ব জন্মের দিন থেকে বিক্রী হয়ে থাকে। এই তার ধর্ম্ম—এই তার কর্ম্ম—এই তার কর্ত্তব্য—এই তার মোক্ষফল। দেবতা বলে যাঁকে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়েছি—যাঁর চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছি—তিনিই যে এ নারী-জীবনের সর্ব্বময় কর্ত্তা—যথাসর্ব্বস্বের একমাত্র অধিকারী। আমার আর নিজের বলবার তো কিছুই নেই—আমিই যে তাঁর। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজোর মত এ যে যাঁর জিনিস তাঁকে দিয়ে তাঁরই পূজো করা, আমার এতে কি ? যে নারী স্বামীর দ্রব্য স্বামীকে দিতে কুণ্ঠিত হয়, স্বামীর দেহ স্বামীর কাজে লাগাতে একটুও আলস্য করে—নিজের ভেবে পৃথক করে নিয়ে সন্তর্পণে রাখতে চায়—সে নারী নয়—রাক্ষসী, ডাইনী, কুললক্ষ্মী নয়—বেশ্যা, নরকের কীট। তার গায়ের বাতাসে লক্ষ্মী দূর থেকে পালিয়ে যান, তার মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত

করতে হয়, তার নিশ্বাস লাগলে সংসার ধূ ধূ করে জ্বলে যায়, তেমন মেয়ে মানুষের মরণ ভাল—আত্মহত্যাই কর্ত্তব্য।"

বলিতে বলিতে অপূর্ব্ব তেজে, মহিমময়. গৌরবে লবঙ্গলতার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল, চোখ দিয়া একটা দিব্য জ্যোতিঃ বিদ্যুতের মত ছুটিয়া বাহির হইল. সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ভাতি ঝলমল করিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে ঝি আসিয়া খবর দিল---

"কল্‌কাতা থেকে মামা বাবু এসেছেন।"

"মামাবাবু? কে সে?" বলিয়া লবঙ্গ চকিতে ফিরিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চাহিলেন।

"হ্যাঁগো মা, বল্লেন—'বল্‌গে যা---মামাবাবু, গোপালবাবু।'

বলিয়াই ঝি জবাবের প্রত্যাশায় দাঁড়াইল। রমণীরঞ্জন ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিতেছিলেন—লবঙ্গলতা খাঁ করিয়া হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—

"তা হবে না, ফেলে উঠতে পাবে না—খেয়ে ওঠ।"

বলিয়াই ঝির পানে ফিরিয়া আদেশ করিলেন---

"যা যা—শীগ্‌গির এখানে নিয়ে আয়---বাইরে কেন?"

মুহূর্ত্ত পরে গোপালচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইতেই লবঙ্গলতা তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন—

"চিঠি পেয়েছিলুম, শরীর অসুখ, হাওয়া বদলাতে আসবে, কিন্তু এত শীগ্‌গির যে আমাদের সে সৌভাগ্য হবে—ভাবিনি।"

"সৌভাগ্য তোমাদের না আমার ? তুমি কোন দিকে মত দেবে হে রমণীবাবু ?"

বলিয়া উল্লাসে রমণীবাবুর আসনের পাশেই ঢিপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

[১৯]

সংসারে একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়—যাহাদের কিছুই দিতে হয় না, কেবল নিতেই আসে। আর তাও ধীরে সুস্থে বুঝাইয়া বনাইয়া নয়। প্রলয়ের ঝড়ের মত এক নিমিষে আসিয়া ডাকাতের মত জোর করিয়া কাড়িয়া সর্ব্বস্ব লুটেপুটে লইয়া যায়। অথচ তাহার জন্য কুণ্ঠিত না হইয়া—সেইটেই বিধিদত্ত ন্যায্য অধিকার ভাবিয়া—সংসারের বুকে সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া চলে। লোকেও তাহাদের কাছে—যাদুদণ্ড-প্রহৃতের মত—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক—মাথা নীচু করিয়া না মানিয়া চলিতে পারে না।

গোপালচন্দ্রও তেমনি এক নিশ্বাসে মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহে একেবারে যেন জন্ম-স্বত্বের অধিকার স্থাপন করিয়া লইয়া এমন সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন যে, রমণী রঞ্জন ও লবঙ্গলতার সংসারের যথাসর্ব্বস্ব যেন তাঁহারই হইয়া গেল; তখন আর সেখানকার তুচ্ছ খুঁটিনাটিটি পর্য্যন্ত তাঁহার অগোচর রহিল না।

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন বিকালবেলা তিনজনে গাড়ী

করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া ইমামবাড়ীর কাছাকাছি একটা জায়গা দিয়া যাইবার সময়ে রমণীরঞ্জন বলিলেন—

"এইখানে সে রাত্তিরে বেন্দা আর গৌরী পুলিশের হাতে পড়েছিল। যা হোক—বাহাদুর ছেলে বটে!"

লবঙ্গলতা বিষণ্ণভাবে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"কি মনে করে সে এল না?—"

বলিয়াই বিষাদে নিশ্বাস ফেলিয়া গোপালচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তা দাদা, একলাটি সেখানে কষ্ট টষ্ট হবে না তো তার?"

"শোন কথা!" বলিয়াই গোপালচন্দ্র জোর গলায় জবাব করিলেন—

"তোমার ছেলে বলে যখন আমার হাতে দেছ, তখন সে কি আমারও ছেলে নয়, লতা? কিন্তু কিসে তার মনের কথা তা আমিও বুঝতে হার মেনেছি। এদিকে দেখলে কার সাধ্যি ঠাওরায় যে অমন ঘরের ছেলে! যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি বুদ্ধি-বিবেচনা, তেমনি মাথা,—বাংলাটা কদিনে আপনার চেষ্টায় মোটামুটি যা শিখেছে, আশ্চর্য্য, ইদানীং দেখতে পাই আবার ইংরিজি ধরেছে! আফিসের বাইরের কাজেও বেশ দোরস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কি যে সে চায়, বুঝলুম না বাপু। একটু ফাঁক পেলেই তো ঘুরচে খালি মেয়ে-বোর্ডিংটার রাস্তায়। আমার সঙ্গে আসবে বলে সব ঠিক—কত আমোদ! হঠাৎ ষ্টেশনে এসেই ধাঁ করে গেল মন বদলে—একেবারে বেঁকে বসলো, কিছুতে

দিলে না টিকিট কিনতে। 'আবার যখন যাবেন—নিয্যস্ যাবো, এবারটা বলবেন মাকে মাপ্ করতে—পায়ে পড়্ছি তাঁদের' বলেই ছুট—তা কি করবো আর আমি ?"

"অমন রাক্ষুসীর পেটেও এমন ছেলে হয় ?"

বলিয়া লবঙ্গ আর একটা বিষাদের নিশ্বাস ফেলিলেন। রমণীরঞ্জন সহানুভূতির চক্ষে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন।—

"ওইটেই সংসারে সবচেয়ে আশ্চর্য্য। যার যেখানে গিয়ে মেলা উচিত—সে সেখানে কিছুতেই মিলবে না, আর যার উচিত নয়—সেই যেন আগে থাকতে সেখানে গিয়ে আসর জুড়ে বসে আছে—এইটেই ভগবানের সবচেয়ে মার, আর সেইজন্যেই এত মানুষের দুঃখ।"

"ঠিক বলেছ ভাই" বলিয়াই গোপালচন্দ্র উৎসাহভরে যেন লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন—

"এর বাড়া দুঃখ আর নেই; যে যেখানকার উপযুক্ত নয়, তাকে সেইখানেই যেতে হয়, যার যাকে পাওয়া উচিত ছিল—সে তাকে কিছুতেই পায় না", বলিয়া লবঙ্গর পানে চাহিয়া একটা বিষাদের কটাক্ষ করিলেন। কিন্তু লবঙ্গ তাহা লক্ষ্য না করিয়াই আনমনে কহিলেন—"কিন্তু ভগবানের বড় দয়া যে চাইলে না দিয়ে থাকতে পারেন না।"

"সত্যি কথা লতা ?"

বলিয়া গোপালচন্দ্র উৎসাহিতভাবে লবঙ্গর মুখের পানে চাহিলেন। লবঙ্গ দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন—

"ধ্রুব সত্য, যদি চাওয়ার মত চাওয়া হয়। দেখ, মনের অগোচর পাপ নেই, যদি ভাবের ঘরটুকু শুদ্ধ পবিত্র রেখে, সর্ব্বস্ব তাঁর ওপর ফেলে দিয়ে নির্ভর করে থাকা যায়, তাহ'লে—মা আমার এমন দয়াময়ী—যে চাইতেও হয় না, অভাব বুঝে তিনি আপনিই তা পূর্ণ করে দেন। নইলে কামনার রাশি বুকে পূরে, আবর্জ্জনায় ঘরখানি ভরিয়ে ফেলে এক কোণে একটুখানি জলের ছিটে দিয়ে দুটো মন্তর পড়ে কাজ বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, সেখানে কি তাঁর পা বাড়াতে ইচ্ছা হয়? দাতা যিনি তিনি তো দেবার জন্যে সর্ব্বদাই হাত বাড়িয়ে রেখেছেন, কিন্তু নেবার জন্যেও তো তৈরী হওয়া চাই—তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো চাই? সেইটেই যে সবচেয়ে শক্ত কাজ! লোকে দিতে পারে সহজেই—কিন্তু নিতে জানে—নিতে পারে ক'জন? যে নিতে শিখেছে, বিশ্বের রাজ-সিংহাসন যে তাকে বরণ করে বসাবার জন্যে আপনিই বুক পেতে দেয়?"

একটা অপূর্ব্ব মহিমায় লবঙ্গর মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রমণীরঞ্জন তাহা দেখিতে না পাইলেও অত্যন্ত গৌরবে তাঁহার বুকখানি ভরিয়া গেল, উল্লাসে প্রফুল্লিত নয়নে পত্নীর মুখের পানে চাহিলেন। কিন্তু গোপাল সেদিক দিয়াও গেলেন না, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বিনা চেষ্টায় হাতের কাছে আসিয়া পড়িলে যেমন নিজের ক্ষমতাটুকুই নিজের কাছে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তেমনি আপনার গর্ব্বেই ফুলিয়া উঠিয়া কহিলেন—

"এই জন্যই আমি স্ত্রী-শিক্ষার এত পক্ষপাতী। পত্নী উচ্চ-

শিক্ষিতা না হলে সে সংসার কখনই সুখের হতে পারে না। আমাদের হিন্দুসমাজে যে এত অসুখ—অশান্তি দেখতে পাওয়া যায়—সে কেবল স্ত্রীলোকদের শিক্ষার অভাবে। শিক্ষিত স্বামী যদি পত্নীর সঙ্গে এই রকম প্রাণখুলে দুটো কথা কয়ে সুখী না হতে পারে—তার নিজের আদর্শ ও ইচ্ছামত পথে তাকে নিয়ে যেতে না পারে—তাহলে সেখানে মিলনের সুখ হবে কেমন করে? তাইতেই তো সংসার ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু বড় দুঃখ যে, এখনও আমাদের হিন্দুসমাজের গোঁড়া যাঁরা আছেন—এ জিনিসটা তাঁরা বিষনয়নে দেখেন। মেয়েদের স্কুলে দিতে অমনি মাথায় বজ্রাঘাত হয়, 'সমাজ গেল, হিন্দুয়ানী গেল' বলে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দেন। কিন্তু তাঁদের সেই অশিক্ষিত মেয়েগুলোর বে' দেবার বেলা—তখন বি. এ এম, এ, জামাই ছাড়া মন ওঠে না। তখন এটা তাঁরা ভাবেন না যে—মেয়েগুলো তাঁদের যেমন অশিক্ষিত—তেমনি নিরেট, মূর্খ চাষাভূষোর সঙ্গেই বে দেওয়া উচিত। কত বড় অন্যায় বোঝ দেখি, এমনি করেই তো তাঁরা আমাদের পনেরো আনা সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেন। জোর করে এই অসমান মিলিয়ে দেবার ফলে—স্বামী বেচারা যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তখন তাদের ঘাড়েই সমস্ত অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন না—এই তো আমাদের সমাজের দশা! আজকাল, তাই নিয়ে আমরা আবার হিন্দুর সমাজ শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ বলে বড়াই করি, লজ্জাও করে না? কি বল লতা, মেয়েদের ফিলজফি—"

বাধা পড়িল, লবঙ্গলতা সহসা খিলখিল করিয়া এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে তীক্ষ্ণ বাণের মত তাহা গোপালচন্দ্রের বক্তৃতার প্রবাহকে বিঁধিয়া গতিরোধ করিয়া দিল! গোপালচন্দ্র হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া থামিলেন। স্তব্ধ হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন!

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ করিলেন।

"কেন, হেসে উঠলে যে? আমি বাজী রেখে বলতে পারি যে তুমি ফিলজফি পড়েছ, নইলে কখনই ও রকম—"

আবার তেমনি হাসিতে হাসিতে বাধা দিয়া লবঙ্গ জবাব করিলেন—

"ফিলজফি পড়েছি বৈ কি? আর শুধু আমি কেন, কোন হিঁদুর মেয়ে ছেলেবেলা থেকে সে ফিলজফি না পড়ে থাকেন? কিন্তু দাদা—তুমি যেমন বল্লে—আমাদের সে ফিলজফি তেমন করে স্কুলে গিয়ে মাষ্টারের কাছ থেকে বই খুলে পড়তে হয় না।"

বলিতে বলিতে শান্ত গম্ভীর হইয়া আরম্ভ করিলেন—

"শোন দাদা, কিছু মনে করো না তুমি, উচ্চশিক্ষা লাভ করে, শিক্ষার গুণে নয়—সাহেবদের অনুকরণ করবার প্রবল স্পৃহায় মাৎসর্য্যে পূর্ণ হয়ে তোমরা মনে কর যে, স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার, ভগবান দুজনকেই সমান তুল্য মূল্য করে সংসারে পাঠিয়েছেন, তাই পুরুষদের মত মেয়েদেরও স্কুলে পড়িয়ে

বি, এ, এম. এ, পাশ করিয়ে সমান করে নিতে চাও। কিন্তু আসলে যে তোমরাই গোড়ায় গলদ করে বসে আছ তা কি একবারও ভেবে দেখেছ!"

"কি রকম? কোথায়, কিসে আমাদের গলদ দেখলে?"

"গলদ একটু আধটু নয়—মস্ত গলদ, আগাগোড়াই ভুল। সে আর ভুলটুকু যে উচ্চশিক্ষিত হয়েও তোমরা ধরতে পার না—বরং সমস্ত সমাজকে সেই ভুলের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে নানা রকম যুক্তি-উদাহরণের দোহাই দিয়ে তর্ক করতে কোমর বেঁধে বোস—এইটেই আমার কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঠেকে।"

"কেন, কিসে? যখন কথা পেড়ে বস্‌লে তখন তোমাকে সহজে ছাড়বোনা—আমায় সোজা করে বুঝিয়ে দিতে হবে।"

"বেশ শোন তবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ঋতু ও প্রকৃতির অনু-সারে লোকের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার ও স্বভাব চরিত্র সবই ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়েছে তো? সেই জন্যেই শীত প্রধান দেশে ছেলেদের শৈশব হতেই একটু একটু মদ খাইয়েও স্বাস্থ্য রক্ষা করানো দোষের হয় না—কিন্তু গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সে রকম করতে গেলে ফল বিষময় হয়ে ওঠে। তেমনি এক দেশে যেটা নিতান্ত আবশ্যক—অন্য দেশে সেটা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন—বরং অনিষ্টকর। সাহেবদের দেশের তেমনি অনেক জিনিস আছে, যা আমাদের দেশে মোটেই খাপ খায় না।

কিন্তু এদেশের উচ্চশিক্ষিতেরা নিতান্ত অনুকরণ প্রিয় হয়ে এই সরল সত্যটুকু একেবারে ভুলে বসে থাকেন।"

"ও সব বাজে কথায় ভোলাতে পারবে না, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দেবার সম্বন্ধে—"

"ব্যস্ত হয়োনা দাদা, শোন আগে" বলিয়া লবঙ্গ কহিতে লাগিলেন—

"তাঁদের দেশের ছেলে মেয়ে সবাইকে স্কুল-কলেজে পাড়িয়ে সমানভাবে বিদ্যাশিক্ষা দেবার প্রয়োজন আছে। কারণ বড় মানুষ ছাড়া সকলকেই সে দেশে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়, সুতরাং সেই অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা স্ত্রী-পুরুষ দুজনেরই সমান দরকার। কিন্তু এ দেশে তার নিতান্তই অনাবশ্যক। ভগবানের অমৃতভাণ্ড উজোড় করে ঢেলে দিয়ে গড়া সোনার ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদের তিনি বাইরে থেকে অর্থ উপার্জ্জন করে আনবার জন্য গড়েন নি—তাদের গড়েছেন, পুরুষদের ছায়ারতলে প্রচ্ছন্ন থেকে শান্তিরূপিণী হয়ে সংসার গঠন ও পরিচালনা করবার জন্যে। তাদের সেই পবিত্র পুণ্যময় নিরালা নেপথ্য দেশ থেকে জোর করে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে, যদি পুরুষদের অধিকার সমান ভাবে ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এদেশের প্রকৃতি অনুসারে সমাজ উচ্ছন্ন যায়না কি ? আর তোমরা যে উচ্চশিক্ষা উচ্চশিক্ষা বলে চীৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে দেও—সে শিক্ষা তো যথার্থই জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য নয়,—অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ! সেই অর্থকরী উচ্চশিক্ষা হিন্দু-

নারীদের দেবার তো কিছুমাত্র আবশ্যক নেই—বরং তাতে বিপরীত ফল ফলেই থাকে। আর যথার্থ জ্ঞানের জন্য যদি উচ্চশিক্ষা দিতে চাও—তাহলে সে শিক্ষা স্কুল কলেজে যখন তোমার পুরুষ দেরই হয়না—তখন মেয়েদের হবে কেমন করে? এটা কি সম্পূর্ণ বোঝবার ভুল নয়? শোন, প্রকৃত জ্ঞানধর্ম্মের যে শিক্ষা—তা অন্য দেশের কথা জানিনা—কিন্তু হিন্দুর মেয়েদের স্কুলে গিয়ে, বই পড়ে হয়না—সে শিক্ষা শৈশব থেকেই তার ঘরের মধ্যে আরম্ভ হয়। মা, ঠাকুর মা, দিদিমা, খুড়ী, জেঠাই, মাসী, পিসীর সংশ্রবে থেকে থেকে, তাঁদের আদর্শ দেখে দেখে, দিবানিশি তার হাড়ে হাড়ে সে শিক্ষা জড়িত হয়ে যায়। এই তাদের সর্ব্বপ্রধান ফিলজফি। আর এই এক ফিলজফিতেই—একখানা বই পর্য্যন্ত না ছুঁয়েও—সাহিত্য বল, বিজ্ঞান বল, ডাক্তারী বল, সমাজ-নীতি, অর্থ নীতি, ধর্ম্মনীতি—যা কিছু বলনা কেন—সমস্তই তাদের নখ-দর্পণ হয়ে যায়। এই ফিলজফির জোরে তেরো বছরের হিন্দুর মেয়ে শ্বশুর ঘরে এসে যেমন সংসার গুছিয়ে নিয়ে বসতে পারে, তেমন কি জগতের আর কোন জাতির সাধ্য আছে? সেই প্রাচীন আর্য্য জাতির সামাজিক নিয়মের,—আজ কিনা দু'খানা ইংরিজী বই পড়ে—তোমরা দোষ ধরে সংস্কার করতে সাহস কর? এর চেয়ে ভুল—এর চেয়ে গলদ আর তোমাদের কি হতে পারে?"

বলিতে বলিতে একটা অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনায় লবঙ্গলতার সমস্ত মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে

গাড়ীর ভিতরের আলোটুকু একেবারে অদৃশ্য হইলেও—শরতের মেঘ-ঢাকা রৌদ্রের মত—সেই অন্ধকারের মাঝখানে যে স্বর্গীয় আলোকধারা, বিদ্যুতের মত লবঙ্গর মুখখানি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল—তাহাতে গোপালের দুই চক্ষু যেন সহসা ধাঁধিয়া গেল, নিমিষের জন্য তাঁহার মনের ভিতরেও লবঙ্গর উপর একটুখানি পবিত্র সম্মানের ভাব জাগিয়া উঠিল। মুহূর্তের জন্য গাড়ীর ভিতরে সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে কোচোয়ান সহসা সভয়ে চীৎকার করিয়া ঘোড়ার রাশ এমন জোরে টানিয়া ধরিল যে গাড়ী খানা একবার অত্যন্ত বেগে আন্দোলিত হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। গোপাল চন্দ্রের মাথাটা অত্যন্ত জোরে গাড়ীতে ঠুকিয়া গেল, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার কাহারও অবকাশ ছিল না—সকলেই ত্রাস্তে 'কি হল' 'কি হ'ল ?' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

"মানুষ চাপা—"বলিয়া কোচোয়ান কথা শেষ করিতে না করিতে রমণীবাবু তাড়াতাড়ি লাফাইয়া বাহির হইলেন। লবঙ্গও তাড়াতাড়ি নামিতে যাইতেছিলেন—গোপালচন্দ্র বাধা দিয়া কহিলেন—

"না না, তোমার নামবার দরকার নেই, দেখছি আমরা।"

বলিতে বলিতে নামিয়া গিয়া রমণীবাবুর পাশে দাঁড়াইলেন। কিন্তু লবঙ্গলতা সে কথা মানিলেন না, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কই কে—কি হয়েছে ? শীগ্‌গির আলো ধর! দেখি।"

কোচোয়ান আলো ধরিলে দেখা গেল—একটি বৃদ্ধ ভিখারী মুসলমান ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়িতে পড়িতে কোন্ পুণ্যবলে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া গেছে, কিন্তু পড়িয়া আহত হইয়া কাঁপিতেছে।

সকলেই হঠাৎ হতভম্বের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, কে কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। লবঙ্গ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"এস, এস শীগ্‌গির ধরে তোল—আহাহা বুড়ো মানুষ—বড্ড লেগেছে।"

বলিয়াই নিজে অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলেন, গোপালচন্দ্র সহসা হাত ধরিয়া বাধা দিয়া কহিলেন—

"তুমি ও কি ক'র্‌ছো, দাঁড়াও, এই জল্‌দি উঠাও।"

বলিয়া সহিসদের উপর হুকুম করিলেন। কিন্তু লবঙ্গ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার মত ঝট্‌কা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া তীব্রকটাক্ষে একবার মাত্র চাহিয়াই বৃদ্ধের পাশে গিয়া মায়ের মত কোলে করিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রমণীরঞ্জনও আসিয়া যোগ দিলেন; সহিস দুইজন স্পর্শ করিতে সাহস না পাইয়া সাম্‌নে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। কেবল গোপালচন্দ্র সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখনি লবঙ্গলতার আদেশে আহত বৃদ্ধ মুসলমান ভিখারীকে অত্যন্ত যত্নে ও সন্তর্পণে গাড়ীতে তুলিয়া বাড়ীতে আনা হইল। ডাক্তার ডাকিয়া আনা সত্ত্বেও লবঙ্গ তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আপনি সেবা করিতে লাগিলেন।

রাত দুপুরের পরে আহত বৃদ্ধ অনেকটা সারিয়া উঠিয়া কহিল—

"আপনাদের দয়াতে এযাত্রা বেঁচে গেলুম, এখন আপনারা যান—আর কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু মা, আজ কিছু ভিক্ষে পেয়েছিলুম,সব সেখানে ছড়িয়ে পড়ে গেছে, ব্যারামি মানুষ,রোজ বেরুতে পারিনি—পনেরো দিনের খোরাক আমার—"

বলিতে বলিতে বুড়া কাঁদিয়া ফেলিল ; লবঙ্গ তখনি তাহার হাতে পঁচিশটা টাকা দিয়া কহিলেন—

"এমন অসমর্থ মানুষ তুমি, না বেরুলে কি চলে না—তোমার আর কেউ—"

"কেউ নেই মা কেউ নেই—খোদা সব নেছেন। কেবল দুটি বাচ্ছা মেয়ে, আর তাদের দাদী বুড়ী, কে খুঁটে এনে আহার যোগাবে বল ?"

"থাক কোথায় ?"

"অনেক দূরে—দুকোশ হবে। হপ্তায় একদিন করে ইমাম বাড়ীতে এসে যা নে যাই, তাতে একবেলা আধপেটা খেয়ে বেচারারা জানে বেঁচে আছে। তার ওপর অসুখ—পনেরো দিন বাদে আজ মরতে মরতে বেরিয়েছিলুম।"

"তুমি আর অমন করে ভিক্ষে করোনা, কোন্ দিন পথে ঘাটে বে-টক্কোরে পড়ে মারা যাবে। যা খরচ দরকার লাগে মাসে মাসে আমার কাছে এসে নে যেও।"

"খোদা তোমায় বাহাল তবিয়তে রাখুন।"

"সকালে দেখা করে যেও, তোমার বাচ্ছাদের জন্যে কাপড় দেব—এখন নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

বলিয়া লবঙ্গ উঠিয়া গেলেন। গোপালচন্দ্রও এতক্ষণ লবঙ্গর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনিও পাছু পাছু চলিলেন। দেখিয়া বৃদ্ধ ভিখারীর চক্ষু দুটি সহসা একবার আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, পরে মৃদু হাসিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া কেহ আর তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না।

[২০]

এবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া গোপালচন্দ্র দু'নায়ে পা দিয়া ক্রমাগতই টলিতে লাগিলেন। কয়দিন অনবরত লবঙ্গর বাটীতে একসঙ্গে কাটাইয়া, হাজার রকমে চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আশার তরণীখানি অনুকুল পবনে যতবার লক্ষ্যের কাছাকাছি ভিড়িতে গেছে—ততবারই একটা দমকা বাতাসে অকুল সাগরের মাঝখানে ঠেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু তিনি হাল ছাড়িতে পারিলেন না—পাকা মাঝির মত ওৎ পাতিয়া ঠিক অনুকুল বাতাসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

লবঙ্গ যে গৌরীকে কলিকাতার মেয়ে স্কুলের বোর্ডিংএ রাখিয়াছিলেন—সেটা প্রধানতঃ কিছু দিনের জন্য তাহাকে হুগলী হইতে সরাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে। যখন তিন বছর কাটিয়া

গেল—এদিকে আর কোন উচ্চবাচ্য বা গোলমাল হইল না—তখন আর সেখানে রাখিবার আবশ্যক বোধ করিলেন না। বিশেষ এখন মেয়ের বয়স হইয়াছে—তাহার ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে হইবে। পূজার ছুটী কাছাইয়া আসিয়াছিল, স্থির করিলেন—এই মাসটা পরেই একেবারে স্কুল ছাড়াইয়া ঘরে আনিয়া রাখিবেন।

স্কুলে গৌরীর সব চেয়ে ভাব হইয়াছিল 'অনিমার সঙ্গে। সে যখন এবার একেবারে ডবল প্রোমোশন পাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছিল—তখন অনিমাই ছিল সেই শ্রেণীর সকলের চেয়ে ভাল ছাত্রী। কিন্তু গৌরী আসার পর হইতে তাহার সেই সুনাম টুকু দু'ভাগ হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের সখিত্বও গাঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। অনিমা দুই বছরের বড় হইলেও গৌরীর বাড়ন্ত গড়নের জন্য দু'জনকেই সমান দেখাইত।

সাতদিন আগে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় স্কুলের মেয়েদের একটা প্রীতি-ভোজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৌরীর সর্ব্বাঙ্গে বিষম বেদনা হইয়া অত্যন্ত জ্বর হইয়াছিল, ডাক্তার দেখিয়া আশঙ্কাজনক বলিলে—স্কুলের কর্ত্রী লবঙ্গকে খবর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

বিকালবেলা একটু ভাল দেখিয়া অনিমা আসিয়া কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কি আজকেই যাবি নাকি ভাই ?"

"হ্যাঁ ভাই—এই সন্ধ্যের গাড়ীতেই বাবা নে যাবেন।"

"কেন, সেরে উঠেছিস্ তো, এখন নাই গেলি? এই মাসটা পরেই তো পূজোর ছুটী, বল্ না কেন—তখন নে যাবে।"

"দূর, তা কি হয়? পরশুদিন বাবা এসেই যাব নে যেতে চাচ্ছিলেন—কেবল ডাক্তার আটকে রেখেচে। আজ একটু ভাল আছি দেখে, তিনি এক্ষুণি নে যাবেন। কতদিন মাকে দেখিনি বল্‌দেখি—তিনি সেখানে ছট্‌ফট্ কচ্ছেন?"

"এখানেও বুঝি আর কেউ ছট্‌ফট্ করবার নেই?"

বলিয়া অনিমা হাস্যকুটীল অপাঙ্গে চাহিল, কিন্তু গৌরী অবাক হইয়া রহিল দেখিয়া সে হাসিতে হাসিতে একটি ছোট পুঁট্‌লী খুলিয়া দুইবাক্স আঙ্গুর এবং গোটাচার বেদানা ও একটি ছোট গোলাপের তোড়া বাহির করিয়া সম্মুখে ধরিল। গৌরী আরো অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"এ সব কি—কোথায় পেলি?"

"প্রীতি-উপহার গো—প্রীতি উপহার! আহা ন্যাকা—যেন কিছুই জানেন না? আমার কাছেও লুকোচুরি—ছিঃ ভাই!"

গৌরী এবার সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেল, অনিমার কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া ডাগর ডাগর চোখে একেবারে ক্যাল্-ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। অনিমা একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—"বিনোদ বাবু গো—তোমার বিনোদ বাবু, আমাদের বাড়ীতে এসে দাদাকে ধরে কত খোসামোদ করে, আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। নে ঢং রাখ্, ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পায় না!"

বলিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু গৌরী অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া সেগুলো টান মারিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া কহিল—

"কে তোর বিনোদ বাবু—খ্যাংরা মারি না তার মাথায়! এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমায় অপমান করতে সাহস করে?"

বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া, মুখখানা রাঙা করিয়া ফুলিতে লাগিল। অনিমা নিমিষের জন্য চমকিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে সেগুলো যত্নে কুড়াইয়া লইয়া কহিল—

"বেশ, তুই ছাড়লি তো? তা হলে আমি যদি দখল করে নিই, তা হলে কিন্তু এরপরে রাগ্‌তে পাবিনি?"

"ফের যদি তুই আমাকে ও রকম করে বলিস্ তো তোর সঙ্গে আমার এই শেষ—জেনে রাখিস্।"

বলিয়া গৌরী গর্জ্জন করিয়া মুখ ফিরাইল। অনিমা সেইগুলি লইয়া দ্বারের দিকে দু পা অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—

"তা হলে আমার দোষ নেই। তবে শোন্, সেদিন 'ফিষ্টের' পর চিড়িয়াখানা থেকে ফেরবার সময় শিয়ালদর মোড়ে যখন মোটরগাড়ীখানা আমাদের গাড়ীর ওপর পড়ে চাকা ভেঙ্গে দে যায়—তখন তোর তো ধাত ছেড়ে গিছলো! ভাগ্যিস বিনোদবাবু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন? তোকে দেখেই গৌউর বলে চেঁচিয়ে উঠে পাঁজাকোলা করে তুলে কত যত্ন করে অন্য গাড়ীতে তুলে 'দে এখানে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। সেই অবধি তুইত পড়লি জ্বরে—আর সে ব্যাচারাও দু-বেলা আমাদের

বাড়ীর মাটী রাখেনি—দাদার সঙ্গে ভাব আছে কিনা? সেই বিনোদবাবু—এখন চিন্‌লি?"

কথা শেষ হইতে না হইতে গৌরী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া একেবারে রায়-বাঘিনীর মত তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেল। কিন্তু তখন অনিমা বিদ্যুৎবেগে বাহির হইয়া গেছে। কেবল তাহার শ্লেষপূর্ণ হাসির রেশটুকু দাপ্ত নিদাঘের মধ্যাহ্ন বাতাসের মত গৌরীর সর্ব্বাঙ্গে একটা জ্বালা বহাইতে লাগিল।

পর মুহূর্ত্তেই রমণী-রঞ্জন প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি মা, কি হয়েছে?"

"দেখনা বাবা, বেন্দা 'অনিমা'কে দিয়ে আমায় অপমান করে পাঠায়?" বলিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইল।

ইহার তিনদিন পরে গোপালচন্দ্র সুধাংশুর কথায় বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"তোমার বাপ ক'টা টাকা রেখে গিছলেন বাপু, যে যখন-তখন এসে মুখ-নাড়া দিতে চাও? ছেলে মানুষটি নও যে বোঝ না। দয়াল মারা গেছে—চার বছর, তখন তোমার সবে ফার্ষ্ট-ইয়ার, আর আজ বাদে কাল বি, এ, দেবে! কত খরচা পড়েছে হিসেব কর দেখি? আর শুধু কি তাই? তোমার বৈমাত্র বোন্ অনিমার ওপর মাস মাস কতগুলি করে টাকা পড়ে? তোমার সৎমাই যে তার মাথাটি খেয়ে গেছেন, সে মেয়ে একেবারে ধিঙ্গি—মেম হয়ে উঠেছে, নানা দিকে তার খরচ কত? সে তো আর হিঁদুর ঘরের নয় যে অল্পে-স্বল্পে চল্‌বে? তোমার

মা মারা যাবার পর দয়াল কি কারুর কথা শুন্‌লে? একেবারে বেহ্মসমাজে নাম লিখিয়ে তোমার সৎমাকে বে করে ব্রাহ্ম পল্লীর ভিতরে গে বাসা করে ছাড়লে?"

"যাক্, ওসব কথা তুলে আর আমার মনে কষ্ট দেবেন না, বাপ-মা—পরম গুরু, তাঁরা স্বর্গে গেছেন। ছেলে আমি—তাঁদের চরিত্রের সমালোচনা শোনবার অধিকারী নই—মাপ করুন আমাকে।"

নিতান্ত ক্ষুণ্ণভাবে কথাগুলি বলিয়া সুধাংশু ম্লান মুখ নত করিয়া বসিল। গোপালচন্দ্র নরম হইয়া আরম্ভ করিলেন—

"না, তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে আমি বলিনি, আমার মনের কথাগুলো তোমাকে বোঝানোই উদ্দেশ্য। নইলে আমার পরম বন্ধু দয়াল বোসের সম্বন্ধে কোন রকম আলোচনাই আমার প্রীতিকর নয়, বিশেষ—তিনি যখন স্বর্গে! তোমার মা ছিলেন পরম হিন্দুর মেয়ে, সতী-লক্ষ্মী—দু'বেলা পূজো-আহ্নিক না করে, তোমার বাপের পাদোদক না খেয়ে জলগ্রহণ করতেন না—তাঁরই গর্ভের একমাত্র-সন্তান তুমি। তাই যখন তোমার বাপ মারা যান, তখনি বলেছিলুম যে তুমি থাক আমার কাছে—ওসব সংসর্গে গিয়ে কাজ নেই, তোমার সৎমা অনিমাকে নিয়ে ব্রাহ্মদের ভিতরেই বাস করুন।"

সুধাংশু ধীরভাবে জবাব করিল—"সেটা কি তখন আমার পক্ষে ভাল হতো? বড় হয়েছি আমি—কলেজে পড়ছি,—হাজার হোক, আমারই মা-বোন তো, তাঁদের কি তখন একেবারে

অভিভাবক শূন্য অবস্থায় ফেলে রেখে আমি আলাদা দূরে থাকতে পারি, না সেটা আমার কর্ত্তব্য ?”

“কর্ত্তব্য নয় তো বুঝলুম, কিন্তু তাতে তো তোমার নিজেরই ক্ষতি হ'ল বেশী ? এখন সে সৎমাও মারা গেল—আর মেয়েটিও উঠলো একেবারে পূরোদস্তুর স্বাধীন হয়ে ; এখন যদি পথে ঘাটে যার তার সঙ্গে কোর্টসিপ করেও বেড়ায় তো কি করতে পার ? কই—এতদিন একবাড়ীতে থেকে অভিভাবকত্ব করে তাকে বশ করতে পাল্লে কি ? দুদিন আমার কাছে এসে স্পষ্ট বলে গেছে যে সে মেডিক্যাল কলেজে ‘মিড্-ওয়াইফারি’ পড়বে। সে খরচটা যে কি পড়বে, তাতো নিজেই বুঝতে পারছো !”

সুধাংশু একটি ছোট রকমের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল— “বড় হয়েছে, এখন তাকে তো আর শাসন করে বশ করতে পারি নি, কি করবো বলুন ? চাল-চলন রকম-সকম দেখে আমারই সময়-সময় অসহ্য হয়।”

“তাতো হবেই, যে রক্তস্রোত তোমার দেহে বইছে তাতে ও রকম বরদাস্ত করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেখ এই মেয়ে মানুষ জাতটাই পোড়া লোহার মত, যতক্ষণ কাঁচা ততক্ষণই গড়ন চলে। সেই জন্যই হিঁদুর সংসারে অত কড়াকড়ির ভেতর রেখে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করতে হয়। কিন্তু এদের সমাজ যে স্বতন্ত্র—আসল কাজের বেলা ষোল আনাই ফুঁকো। যথার্থ ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করে ব্রাহ্ম হয়েছেন, অথবা

প্রাণপণে সেই চেষ্টায় দেহপাত করছেন, এমন ক'জন আছেন, দেখাও তো ? তাঁরা তো মাথার মণি, হিঁদুরা ভক্তিভরে তাঁদের পূজো করে। এ তাতো নয়—সকল রকমে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যথেচ্ছাচার চালাবার জন্যে ; এতো একটা নামকাটা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের খোলসটা মুড়ি দিয়ে ভিতরে খালি রিপুগুলোর অবাধ পরিচর্য্যা ঢেকে রেখেছে বইত নয় ? ওর মা থাকতে চুপ্ করে মুখ বুজে ছিলে. এখন টিট্ করতে পারবে কেন ? সুতরাং ওকে তো, যা কিছু আছে—খরচ পত্তর করে পড়াতে হবে ?

"নিশ্চয়—নিশ্চয়—এতে আমার ভাগ্যে যাই হোক্। ছোট মা থাকতে তাঁর মুখের উপর আমি শাসন করবো কেমন করে ? বিশেষ তাঁর যখন নিতান্ত জেদ যে, অনিমা উচ্চশিক্ষিতা হয়।"

"উচ্চশিক্ষিতা কারে বল ? হিঁদুর ঘরেও আমি তোমায় এমন মেয়ে মানুষ দেখাতে পারি, যাঁরা তোমাদের এই কলেজে পাশ-করা বি. এ. এম. এ. উকীলদেরও নাক কেটে দিতে পারে। তোমার মাও বড় কম লেখা-পড়া জান্তেন না! দেখ সকল জিনিষেরই ভাল-মন্দ দুটো দিক্ আছে, লেখাপড়ারও তাই। এ সকল মেয়েরা কি যথার্থ লেখাপড়া শিখে জ্ঞান উপার্জ্জন করে—না দু-দশ খানা বই মুখস্থ করে, একজামিনে পাশ হয়ে কেবল জুতো মোজা এঁটে ঘোম্টা খুলে পুরুষদের সমান অধিকার লাভের জন্যে ঘুর্-ঘুর্ করে বেড়ায় ? আর এদের সমাজের পুরুষরাও যে চায় তাই—নইলে তাদেরই বা সুবিধে হবে কেন ?"

"যাক্ —যা কিছু আছে, ওর ইচ্ছামত ওকে মানুষ করে তুলুন,—পুরুষ আমি, নিজের পথ যেমন করে হয় করে নিতে পারবো—"

"তা কেন, তোমার ব্যবস্থা তো ঠিক রয়েছেই, যদি রাজি হও তো আমি কালই হুগলী যাচ্ছি—ঠিক করে আসবো। আরো কথা, তোমার পিতার অবর্ত্তমানে আমিই তাঁর স্থানীয়, আমার ইচ্ছে নয় যে আর তুমি ওখানে থাক। বিশেষ, থেকে যখন অনিমার আর কিছুই করতে পারছো না—তখন এখন থেকে তোমার নিজের ভবিষ্যৎ দেখা উচিত তো!"

"তাকে একেলা ফেলে রেখে চলে আসবো ?"

"একলা কি, সে আরতো কচি খুকিটি নেই, এখন তো দিব্যি খুটে খেতে শিখেছে। তুমি নিজেই তো বল্লে যে মাঝে মাঝে সে বাড়ীতেই থাকে না—তার পর ক'দিন বাদে আজ ঘরে এসেছে ? আর যখন মেডিকেল কলেজে পড়বে, তখন তো ঘরে আসবার ফুরসৎই পাবেনা। মিছে বাসাটা রেখে ফল কি ? তুমি এসে এখানে থাক,—খরচাও ঢের কমে যাবে যাবে, তারপরে যেমন হয়, বন্দোবস্ত করে দেব।"

[২১]

বেন্দার মা চুপি চুপি মধুসঙ্গীকে কহিল—"বলি এদিককার খবর কিছু রাখছো কি, গৌরী তো গেল হপ্তায় ঘরে এসেছে ? বাপ্! কি মোটা-লম্বাই হয়েছে—কার সাধ্যি চেনে ?

"সত্যি নাকি ?" বলিয়া মধু উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়াই যেন আবার পরক্ষণে সহসা দমিয়া গেল।

"যাও না—আবার তেমনি ধারা মোছলমান ভিখিরি-টিকিরি সেজে গে দেখনা যোগাড় ?"

"দূর ন্যাকা মাগী, এ কি আর ছেলের হাতের মোয়া ? বারবার ফাঁকা আওয়াজে কাজ হয় না—এবারে একদম নির্ঘাৎ চাই, একটু ফসকালেই একেবারে দুজনেই গেছি, জানিস।

"তবে—তবে ?"

"থাম্, আগে দেখ্, খবর নে—সেই লোকটা এসেছে কি না ? সেই—সেই—গোপালবাবু ?"

"সে খবর কি আর না নিয়ে চুপ করে আছি—সেই বেন্দা যখন বলেছিল, তখন থেকেই তো আছি ওৎপেতে। কিন্তু এবার একটু রকমফের দেখ্ছি—সে আর ওদের বাড়ীতে নেই।"

"কোথায় আছে তবে ?"

বুড়ো শিবতলার ঘোষেদের বাড়ী। ঘোষ-গিন্নীর নাকি কি রকম সম্পর্কে বোনাই হয় ?"

শুনিয়া মধু আবার নিরুৎসাহ হইয়া দমিয়া গেল, একটুখানি কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"ভাব-সাব—আসা-যাওয়া ?"

বেন্দার মা চোখ ঘুরাইয়া জবাব দিল—"তা খুব, বরং মেশামিশি আগেকার চাইতে বেশী মনে হয়।"

এবার মধু উৎসাহে লাফাইয়া উঠিল, বাম হাতের চেটোয় জোর করিয়া ডান হাতে একটা তালি মারিয়া, উৎফুল্লভাবে কহিল—"ব্যাস্ !"

বেন্দার মা চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—

"ভাবছো পথে কাজ সারবে ? তার জো নেই, সে আমি ঢের সন্ধান-সুলুক নে ঠাউরে দেখেছি। মেয়েটা দৈবী-সৈবীও সঙ্গ ছাড়া থাকে না। তা ছাড়া এ দারোগা থাকৃতে এখানে সে সুবিধে হবে না।"

"দূব ন্যাকা মাগী, আমি কি ঠাওরাচ্ছি তার তুই কি জানবি ? সে দারোগাই আসুক--বড়মানুষ ওরা, হাত করতে কতক্ষণ ? এবার সে সব না—একেবারে তল্লাট ছাড়া।"

"তোর মৎলব তুই জানিস, মোটকথা ও মাগীর বাড়াভাতে ছাই দিয়ে, মেয়েটাকে হাত করতে না পারলে আমার কলৃজে ঠাণ্ডা হচ্ছে না। বাছাকে আমার কোলছাড়া করে যে কোথায়—"

কথা বাধিয়া গেল, বেন্দার মা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মধু ধমক্ দিয়া কহিল—

"ও কান্নাকান্না থো কর। সে তোর ছেলে নয়—শত্রু জানিস্,—এর পরে বুঝ্‌বি ; না হয়তো মারিস্ আমার মাথায় সাত খ্যাংরা—এই বলে রাখলুম। শোন্, এখন তাড়া-হুড়োর কাজ নয়, বড়ের চালে মাৎ করতে হবে। যেমন যেমন বলি খালি সেইটুকু করে যা, পরে দেখবি, এই মধুসিঙ্গীর কেরামৎ।"

বলিয়া দুইজনে অত্যন্ত চুপে চুপে মতলব আঁটিতে বলিস।

সন্ধ্যাবেলা অন্তঃপুরের বাগান হইতে গৌরী একরাশ ফুল তুলিয়া আনিয়া আপন মনে থরে থরে লবঙ্গর শয্যার উপরে সাজাইয়া রাখিতেছিল, পিছন হইতে লবঙ্গ ঢুকিয়া কহিলেন—আজ যে একেবারে বাগান ওজোড় করে এনেছিস্ দেখছি, সকালবেলা পূজোর জন্যে কিছু রাখিস্ নি ?"

গৌরী মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল—"সে তোমার পূজোর আছে—এ আমার—"

"বিছানার ওপর এখানে তোর আবার কি পূজো ?"

"তোমরা যে ফুল ভালবাস ?"

"তাতে কি ?"

"বাঃ রে, যেন কচি খুকি—কিচ্ছু জানেনা যেন ?"

"তুই বলছিস কি—পাগল নাকি ?"

"হুঁ, পাগল বৈ কি, সেদিন যে মহাভারতে পড়ছিলে—কুমারী মেয়েদের বাপ-মাই দেবতা ?"

বলিয়া লজ্জায় তাড়াতাড়ি ফিরিয়া লবঙ্গর বুকে মুখ লুকাইল। তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে প্রীতির আবেগে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে মস্তক চুম্বন করিলেন। মুহূর্ত্তের এই নীরব অভিনয়ে পরস্পরের হৃদয়ের ভিতর যে জিনিষটীর আদানপ্রদান হইয়া গেল, তার বাড়া সত্য—তার বাড়া ধ্রুব—তার বাড়া দুর্ল্লভ বুঝি এ বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই !

পরক্ষণেই পদশব্দে চমকাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া গৌরী তেমনি ভাবে লবঙ্গকে জড়াইয়া কহিল—"তুমি বলনা মা—পায়ে পড়ি, দেখনা—বাবা আমায় কিছুতে নে যেতে চা'চ্ছেন না।"

রমণীরঞ্জন ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়াছিলেন, হাসিয়া কহিলেন—"ওঃ হরি! আমি ভাবছিলুম বুঝি রবিবর্ম্মার ছবির মত একজোড়া পুতুল গড়ে কে আমার ঘরের ভিতর দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে! তাই ভাল—এযে দেখছি আমার বিপক্ষে হাইকোর্টে আপীল?

"কেন হবে না, তুমি যে দুষ্টু ছেলে হয়েছ বাবা? বল না মা, বাবার সঙ্গে আমিও যাবো।

"শোন একবার মেয়ের আশ্চর্য্য কথা! দু তিনটে তালুকে বন্দোবস্ত করবার জন্যে আমায় দিন সাত ঘুরে বেড়াতে হবে, সেখানে কোথায় তোকে কাঁধে করে বেড়াব মা?"

"আমার বুঝি নতুন দেশ দেখতে ইচ্ছে হয় না?"

"ফিরে এসে পূজোর সময় যখন তোর মাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, তখন তো সঙ্গে যাবিরে পাগলি!"

"বেশ তো, যাওনা একলা—মজা টের পাবে'খন! সেখানে কে তোমার পা টিপে দেবে, মাথায় হাত বুলোবে, বাতাস করবে, রামায়ণ শোনাবে? আর তুমিও যেমন বল্লে না—দেখবে'খন মা, বাবা সাত দিন বলে যাচ্ছেন—পনেরো দিন না করেন তো আমি কি বলেছি? তাই তো সঙ্গে যেতে চাচ্ছিলুম—

ঘাড়ে জোর দিয়ে টেনে আনতুম। দেখ্ছো না—সেই কোন্ দুপুরে বেরিয়েছিলেন—এলেন কিনা সারাদিন কাটিয়ে একেবারে রাত করে! আমি কোথায় উলের জুতো জোড়া পায়ের মাপ নিয়ে কাটবো ভেবেছিলুম! নাও এখন কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসবে চল। আমি মার কাছ থেকে কেমন ডিমের দানলা রাঁধতে শিখেছি—খেয়ে দেখবে!"

বলিয়া ব্যস্ত হইয়া গৌরী বাপের পোযাক ছাড়াইয়া দিতে লাগিল। আদরে মেয়ের মুখচুম্বন করিয়া রমণীরঞ্জন হাসিয়া পত্নীকে কহিলেন—"এই যে দিব্যি এ্যাসিষ্টাণ্ট করে। নিয়েছ দেখ্ছি ?"

লবঙ্গ জবাব দিবার আগেই গৌরী কহিল—তা না তো কি, ছেলে-মেয়ে কিসের জন্যে—না মা? তুমি বুঝি ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদার কিছু করতে না? ওঃ—দুষ্টু ছেলে!"

বলিয়া এক নিমিষের মধ্যেই কাপড় চোপড় আনলায় রাখিয়া, ঝড়ের মত বাহিরে গিয়া মুখ হাত ধুইবার জল, গামছা প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল।

রাত্রে মেয়ে ঘুমাইলে লবঙ্গ স্বামীকে কহিলেন—"দেখ, গৌরীর বয়েস হয়েছে, অথচ কিছু জানে না—এখনো ঠিক সেই রকম ছেলে মানুষটি আছে। কিন্তু যে রকম বাড়ন্ত, তাতে তো আর বেশী দিন বিয়ে না দিয়ে রাখাও যাবে না, তাই ভাবছি—"

"কেন আমিতো বলেছি যে, তোমার গোপাল দাদার সেই পাত্রটিকে আনিয়ে এখানে রাখো। ছেলেটিকে দেখেছি আমি,

যেমন দেখতে শুনতে—স্বভাব-চরিত্রও শুনেছি ভাল—আর লেখাপড়াও শিখেছে বেশ—বি. এ, দেবে এবার।"

"সেই তো ভয়, ও কাঁটি-ওঠা টিয়ে পোষ মানবে কি? তা ছাড়া ওর সেই সতাতো বোনের যে সব কথা মেয়ের মুখে শুনলুম—তাতে তো চমকে উঠতে হয়। গৌরীকে আর তো স্কুলে দেবই না, কিন্তু—"

"ছেলের সঙ্গে তার সতাতো-বোনের আর সংশ্রব কি থাকবে বল? ওতো হিঁদুরই ছেলে—মতিগতিও সেই রকম। ওর মা মরবার পরে, শেষ দশাটায় বাপ ব্রাহ্ম হয়ে ওর সৎমাকে বিয়ে করেছিল না? তবে এদের সঙ্গে এতকাল একসঙ্গে কাটিয়ে এসেছে এই যা বল। এই নিয়ে সমাজে একটা ঘোঁট হতে পারে।"

"সে ভয় করি না, হিন্দুর সমাজ আর শাস্ত্র এত সংকীর্ণ আর অনুদার নয় যে তাতে আটকাবে। এখন থেকে যদি তার সঙ্গে সংশ্রব ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে থাকে, তা হলে সে ব্যবস্থা হবে। আমি কেবল ভাবছি বিষয়-সম্পত্তির সম্বন্ধে, এ রকম ভাবে ঘর-জামাই হয়ে থাকে যারা, তারা প্রায়ই—"

বলিয়া লবঙ্গ একটুখানি চুপ করিয়া কি ভাবিয়া আবার কহিলেন—"যাক্‌, দেখি গোপালদাদার সঙ্গে তো পরামোশ করে। মোদ্দাৎ তুমি যে সাতদিন বলে গিয়ে একমাস করবে, তা হবে না। আমার নিজের স্ত্রী-ধন—যা আমি গৌরীর নামে লেখাপড়া করে দিচ্ছি—তুমি না থাকলে তা—"

"সেই জন্যেই কি সাত দিনের ভিতর ফিরে আসতে হবে ?" বলিয়া রমণীরঞ্জন একটু কুটীল হাসি হাসিলেন। লবঙ্গ সলজ্জ ভাবে কহিলেন—"যাও, বুড়ো বয়সে ঢং দেখ। তামাসা না, যদি সাতদিনের বেশী এক বেলাও দেরী হয়, তা হলে আমি রক্ষে রাখবোনা কিন্তু, মনে থাকে যেন।"

বলিয়া একটা কোপ-কটাক্ষ করিলেন।

[২২]

মানুষ পরকে যেমন আতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে জানে—নিজেকে তেমন করিয়া দেখিতে জানে না, পারেও না। তাই পরে কেউ যখন চোখে আঙ্গুল দিয়া সেই টুকুর পরিচয় করাইয়া দেয়, তখন তাহার ওজনের গুরুত্ব টের পাইয়া তাহারা আত্মপ্রসাদ ও গৌরব দুই অনুভব করে—অথচ সকলেই নিজেকে সকল বিষয়ে পরের চেয়ে বড় ভাবে। এইটেই সৃষ্টির সব চেয়ে বড় রহস্য !

আর সেইটুকু দেখাইয়া দেয় যে—তাহার প্রতি আপনা-আপনি মনেরও একটা টান জন্মিয়া যায়। তেমনি 'বিনোদ বাবু' নামে বেন্দার নিজের মত গৌরব না বাড়ুক, সকল রকমে তাহার গৌরব বাড়াইয়া তুলিয়াছিল—অনিমা। উপর্য্যুপরি, দু-দুটো ঘা খাইয়া সে যখন হইতে গোপালচন্দ্রের আশ্রয়ে আসিয়া নিজেকে বড় করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় লাগিয়াছিল—তখন হইতেই সুধাংশুর সঙ্গে আলাপ।

গোপালচন্দ্র সুধাংশুদের অভিভাবক, তাহাকে প্রায়ই তাঁহার কাছে যাওয়া-আসা করিতে হইত, সেই সুযোগে বেন্দা একদিন সুধাংশুর সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইয়া, লুকাইয়া তাহার কাছে পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। পরে যখন সে টের পাইল সে মাষ্টারের বোনটিও গৌরীর সঙ্গে পড়ে, তখন একটু একটু করিয়া তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে সেখানেও ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইতে ত্রুটি করে নাই, তাহার ফলেই অনিমার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত।

এখন বেন্দা—বিনোদবাবু, বছর দুই তিনের ভিতরে মোটা-মুটি রকম পড়াশুনা করিয়া সহরের চালচলন শিখিয়া, সকল দিকে চৌকশ হইয়া একেবারে নূতন মানুষ হইয়া গেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ভিতরে অনিমার চেষ্টা এবং শক্তি যত কার্য্য করিয়াছে, তেমন তাহার নিজের শক্তি পারে নাই। নূতন চক্‌চকে পোষাক দিয়া ছেলেপুলেকে যেমন বশ করা যায়—তেমনি সভ্যতার উজ্জ্বল নূতন পরিচ্ছদে সাজাইয়া অনিমাও গৌরীর এই পাড়াগেঁয়ে বাল্যবন্ধুটিকে একটু একটু করিয়া বশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু একটা জায়গায় একটু খাপছাড়া ঠেকিত, গৌরীর কথা হইলেই বিনোদবাবু কেমন একরকম হইয়া পড়িতেন—আর সেই টুকুই অনিমার বুকের ভিতরে গিয়া খোঁচার মত বিঁধিত। সে অনেক রকম চেষ্টা করিয়াও তাহার এটুকু ছাড়াইতে পারে নাই। তাই গৌরীর প্রতি একটুখানি ঈর্ষা আসিয়া তাহার

মন টুকুও বিনোদবাবুর প্রতি অধিকতর আকর্ষিত হইতেছিল।

তাই সেদিনে গৌরী যখন বেন্দার উপঢৌকন ক্রোধভরে প্রত্যাখ্যান করিল, তখন অনিমা মনে মনে ভারি একটা আনন্দ অনুভব করিয়া ঘরে আসিয়াই কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া কহিল—"কেমন গো ওল্‌ড্‌ফ্রেণ্ড, এই নেও তোমার প্রেমময়ীর রিটার্ন, কেমন শ্লিপার সুইটেষ্ট্! আর কি, বসে যাও, এবার লভ্‌ব্রাইম দিয়ে চিঠি লিখ্‌তে, নেভার মাইণ্ড্, আমি এখুনি ডেস্‌প্যাচ্ করে দেব।"

বলিয়া কুটীল কটাক্ষে চাহিয়া ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি হাসিল। বেন্দা গৌরীর খবর পাইবার আশায় বসিয়াছিল, কিন্তু তাহা তো আর জিজ্ঞাসা করিতেই সাহস পাইল না—অধিকন্তু অনিমার কাছে অপমানিত হওয়ায় এতদিনের পর বাল্যসঙ্গিনীর উপরে অত্যন্ত ক্রোধ এবং বিরাগ জন্মিল, তিক্ত কণ্ঠে কহিল—"এতো তোমাদেরই জন্যে—পাছে বল কার্টাস জানে না, আলাপী লোকটা অসুখে পড়ে রয়েছে, একবার খবর নিলে না—নইলে সে আমার কে? কিন্তু এই শেষ।"

"শুধু কি তাই? একেবারে নবাবের মেজাজ—চোট পাট দেখে কে, তোমাকে যেমন যাচ্ছেতাই বল্‌লে, আমাকেও তেমনি হাজার কথা শুনিয়ে দিলে—তোমার জন্যে আমাকে আজ, মিছেমিছি অপমান হ'তে হ'ল?" বলিয়া অভিমানে মুখখানা ঘোরালো করিয়া বসিল। বেন্দা একেবারে মাটীর সঙ্গে

মিশিয়া গিয়া একান্ত করুণভাবে কহিল,—"ক্ষমা কর আমাকে এবারটা ; আর কখনো যদি তার নাম করি তো—"

"থাক্ থাক্, জানি গো—চিনি তোমাদের পুরুষকে, ও—

"শুধু হাসি খেলা প্রমোদেরি মেলা
শুধু মিছে কথা ছলনা।"

বলিয়া কুটীল অপাঙ্গে একটি প্রখরবাণ হানিয়া, রুক্ম হারমোনিয়ামটা টানিয়া লইয়া গান ধরিল। এই রকম করিয়া ঘণ্টাখানেকের ভিতরে—আত্মীয়তার যেটুকু বা বাকী ছিল—তাহা পূর্ণ হইয়া গেল। তখন একটা মাসও কাটিতে না কাটিতে পরিত্যক্ত খেলোসটার মত বেদা তাহার পূর্ব্বজীবনটা বিস্মৃতির অন্ধতম গর্ভে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া যেন একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। আর ঠিক তেমনি দিনে, তাহার অশেষ শুভাকাঙ্ক্ষিনী মহিয়সী লবঙ্গলতা তাঁহার স্ত্রীধনের সিকিভাগ তাহারই নামে লেখাপড়া করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—এমনি সংসারের বিচিত্র নিয়ম !

"তুমি কি আজ কল্পতরু হয়েছ লতা ?" বলিয়া গোপালচন্দ্র অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিলেন, লবঙ্গ মধুর হাসিয়া জবাব করিলেন—"মানুষ দিতে পারে কতটুকু, কিন্তু দেবার যা সুখ তার বাড়া আর জগতে নেই ?"

"সে কি ঘরের ছেলে—আজ সে কি হয়েছে যদি দেখ আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরও বোধ হয় হিংসার পাত্র, সুধাংশুর মুখেতো অশেষ সুখ্যাতি শুনতে পাই; বলতে

কি আমার আফিসের সকল কাজ কর্ম্মই মোটামুটী চালিয়ে পর্য্যন্ত দিতে পারে, এক রকম আমার ডান হাত হয়েও চলে, তারই ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে আমি এখন যখন তখন ঘুরে বেড়াতে পারছি। এখন স্বচ্ছন্দে একশো দেড়শো টাকা রোজগার করে খেতে পারে। এ সকলেরই মূল তো তুমি? কিন্তু আর কেন—যা করেছ, তাই কি যথেষ্ট নয়?"

"হতে পারে যথেষ্ট—নাও হতে পারে; সকলেই তো কর্ম্ম-ফলের ভাগী, তার তুচ্ছ নিমিত্তটুকু মাত্র হয়ে কি কারুর গর্ব্ব করা সাজে? তার কর্ম্মফলে সে উপযুক্ত হয়েছে, তা বলে আমি কি আমার কর্ত্তব্য করবো না? হাতের পাঁচটা আঙ্গুলই সমান, ভালবাসায় যদি পক্ষপাতিতা থাকে, তাহলে যে তাতে ভগবানের অভিশাপ লাগে, কেননা—তিনি প্রেমের আধার—প্রেমময়!"

"তবে কি আমিই শুধু পরিত্যক্ত?" খপ্ করিয়া নিতান্ত করুণভাবে বলিয়া ফেলিয়া গোপালচন্দ্র সহসা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন—কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু লবঙ্গ সে ধার দিয়াও গেলেন না, একান্ত সহজ সরলভাবে ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন দাদা, আজ অমন কথা বল্‌ছো? দুটি বোন আমরা—যেমন ভাই ছিলনা—তেমনি ছেলেবেলা থেকে তুমি সে অভাব পূর্ণ করেছ। এক দিনের জন্যেও আমাদের স্নেহে কখনো কি তার ব্যতিক্রম পেয়েছ? এখানে এসে আর আমাদের বাড়ীতে থাক না বলে, তিনি শুদ্ধ দুঃখিত। আর আমার যে তাতে কি কষ্ট তা বল্‌তে পারিনি।"

"সত্যি কথা লতা ?" বলিয়া গোপালচন্দ্র আবার উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন. লবঙ্গর চক্ষুর উপর মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পরক্ষণেই আবার সঙ্কুচিতভাবে নামাইয়া লইয়া একটা বিষাদের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"আমার কি তেমনই কপাল ?"

লবঙ্গ আরো একটু কাছে সরিয়া আসিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—"সে কি তোমাকে আজ আবার নূতন করে বুঝিয়ে দিতে হবে, ছেলেবেলা থেকে কি আমাকে দেখে এসনি ? কাছে রেখে তোমাকে যত্ন আত্তি করতে পারিনি—সেবা শুশ্রূষা করতে পারিনি বলে নিত্য মকরের বাড়ীতে ছুটে ছুটে দেখতে আসি : এতেও কি আমার মন বুঝতে পারছো না ? কি দুঃখে আজ তোমার মনে এ খটকা লেগেছে ভেঙ্গে বল আমাকে।"

গোপালচন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শুভ অবসরের মুহূর্ত্তটুকু সহসা একদিন মানুষের জীবনে এমনি অতর্কিত অবস্থায় নিতান্ত সহজ ভাবে আসিয়া দাঁড়ায় যে তখন হাজার মাথা কুটিয়া মরিলেও ঠিক মনের কথাটুকু গুছাইয়া বলিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথচ নিয়ত তাহারই জল্পনা কল্পনায় হয়তো জীবনের অনেক বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত হইয়া যায়।

গোপালচন্দ্রেরও তাহাই হইল। এতদিন যে কথাটা খুলিয়া বলিবার জন্য মনে মনে হাজার রকমের কল কৌশল, জল্পনা-

কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, সুবিধা হইবে ভাবিয়া এই বাড়ীতে আসিয়া বাসা লইয়াছিলেন, কায়মনে রমণীরঞ্জনের একটা দিনেরও অনুপস্থিতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, আজ সে সকল সুযোগ একসঙ্গে আসিয়া যখন নিতান্ত সোজা ভাবে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল ; তখন আর সে কথাটা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির হইল না—অথচ তাহাই আগ্নেয় পর্ব্বতের মত ভিতরে ভিতরে ধোঁয়াইয়া সমস্ত জীবনটাকে যেন উত্তপ্ত, কম্পিত করিয়া তুলিল।

লবঙ্গ একটুখানি নীরব হইয়া থাকিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চুপ করে রইলে যে ? বলবে না আমাকে, কি দুঃখ —কি চাও তুমি ?"

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া গোপালচন্দ্র এবার ধীরে ধীরে বাধ-বাধ ভাবে জবাব করিলেন—"বল্‌বো বল্‌বো, আজ নয়—আর একদিন, সেইদিন বুঝবো তোমার ভালবাসা—কেমন দাতা, কল্পতরু তুমি ?"

বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া লবঙ্গর দানপত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু লবঙ্গ ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন—"না বল্লে, নেই নেই, কিন্তু মনের কথা অন্তর্য্যামী জানেন, যদি কখনো সুযোগ হয় তখন তুমি আপনিই টের পাবে !"

"সত্যি কথা লতা, মনের কথা অন্তর্য্যামী জানেন।" বলিয়া গোপালচন্দ্র আবার একটু হাসিয়া লিখিতে মন দিলেন। লেখা শেষ হইলে যখন দুইখানা দানপত্র পড়িয়া শুনাইলেন, তখন

গৌরীর খানায় একটা কথার আপত্তি তুলিয়া লবঙ্গ কহিলেন—"ওইখানে হল না দাদা, এই কথাটা বসিয়ে দেও যে গৌরী, যদি—ভগবান না করুণ—কখনো স্বধর্মচ্যুত হয়, তা'হলে সে কেবলমাত্র ভরণ-পোষণ পাবার অধিকারী হবে, উপস্বত্ব সমস্তই পাবে তার ছেলেপুলেরা, আর সন্তান সন্ততি না থাকলে—সে অর্থ দাতব্য কাজে খরচ হবে।"

"আর বেন্দার সম্বন্ধে ও রকম কিছু একটা লেখা থাকবে না?" বলিয়া গোপালচন্দ্র একটু হাসিলেন। লবঙ্গও হাসিয়া জবাব দিলেন—"না, হাজার হোক পরের ছেলে সে, তার ওপর ও রকম অন্যায় জোর খাটুবে কেন? যা দিলুম—তা একেবারেই।"

"বেশ এই খসড়া আজ হয়ে রইলো. এর পর যত শীগ্‌গির হয় পাকা করে দেব।"

তারপর গোপালচন্দ্র যখন তাহাকে গৃহে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন—তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে।

[২৩]

বেন্দার একটা নিত্যকার্য্য ছিল—গোপালচন্দ্রের অনুপস্থিতির সময় ডালিমকে দেখা শুনা করা। প্রভুই তাহার ঘাড়ে সে ভার চাপাইয়া দিয়াছিলেন। গোপাল যখন কলিকাতায় থাকিতেন তখনো নানা রকম দরকারে অন্ততঃ একবার করিয়াও প্রত্যহ সেখানে যাওয়া আসা করিতে হইত। তাহার ফলে বেন্দা সে

অঞ্চলের অনেকেরই পরিচিত হইয়া, সে জগতের অনেক রহস্যই অবগত হইয়াছিল।

ইদানিং হুগলী যাতায়াতের জন্য গোপালচন্দ্র প্রায়ই কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিলেও যথা নিয়মে ডলিমের সকল খরচই বহন করিতেন, সুতরাং বেন্দা তাহাকে তাহাদের গৃহকর্ত্রী না ভাবিয়া থাকিতে পারিত না। এবং সেই রকমই সম্মান প্রদান করিত। কিন্তু এই গৃহকর্ত্রীটি প্রভুর অবর্ত্তমানে যখন সেই অঞ্চলেরই একজন বিখ্যাত গুণ্ডাকে তাঁহার শূন্য-পদে বরণ করিয়া লইতে ছাড়িত না, তখন প্রথম প্রথম সে রাগ করিয়া ব্যাপারটা বার দুই কৌশলে গোপালচন্দ্রের গোচর করিতেও ছাড়ে নাই। কিন্তু তাহাতেও চক্ষু ফুটাইতে না পারিয়া এবং সেই অঞ্চলের আরো ওই সব দেখিয়া শুনিয়া, সে ব্যাপারটাকে সে রাজ্যের একটা অপরিহার্য্য নীতি ভাবিয়া আর উচ্চবাচ্য করিত না। এই স্বভাবের গুণে বেন্দা সে অঞ্চলের প্রায় সকলেরই প্রিয়ভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে রাজ্যে যাহা নূতন কিছু ঘটিত, তাহা বেন্দার চোখ এড়াইয়া যাইত না।

ডালিমের বাড়ীর দোতলার একটা ছাদ হইতে সেই পল্লীর তিন চারখানা বাড়ীর গোটা কতক ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত বেশ দেখা যাইত। অধিকাংশ গ্রীষ্মের সন্ধ্যাতেই ডালিমের বৈঠক বসিত—সেই ছাদটার উপরে।

ভাদ্রের সন্ধ্যা অতীত হইতে না হইতেই আটটা বাজিয়া গেছে। গোপালচন্দ্রের পত্রের একটা সংবাদ জানাইবার জন্য

বেন্দা ডালিমের বাড়ী আসিয়া দোতলায় উঠিতেই বাঁ দিকের ছাদ হইতে অভ্যর্থনা আসিল—

"আরে কে—বিনোদ বাবু? এসো, এসো, এখানে এসো ভাই, ঘরে কেউ নাই।"

বেন্দা ছাদে আসিয়াই "কেও, জগ্‌রূপ্‌ বাবু যে, খবর সব ভাল?" বলিয়া কপালে ডান হাতটা একবার ছোঁয়াইয়া দাঁড়াইল।

"আসে বোস বোস, তোমার বাবুজীর কি খবর বল, দু তিন রোজ তোমাকে দেখিনি কেন?"

"সত্যি তো ভাগ্‌নে, দাদা তো খুব দেখতে পাচ্চ? এক বেচারা নিশ্চিন্তি হয়ে দেখবার শোনবার ভার দিয়ে গেল তোমার ওপর, তা রইলুম কি গেলুম সে খবরটা কি নিতে নেই?" বলিয়া ডালিম মুখে একটু অভিমানের ভাব জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া পান সাজিতে বসিল।

"কাঁদন বড় ঝঞ্ঝাট গেছে মামী, সেই সুধাংশু বাবু তার বোনের সঙ্গে রাগারাগি করে আজ তিন দিন থেকে আমাদের এখানে এসে উঠেছে, তাই এদিকে আসবার সুবিধে পাইনি।"

"কোন্ সুধাংশু বাবু? দয়াল বোসের ছেলে? যার হাজার দশেক টাকা তোমার মামাবাবু গাপ করে নেছেন?"

বলিয়া ডালিম একটু মুচকিয়া হাসিল। বেন্দা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"কই, সে সব কথা তো শুনিনি কিছু?"

"তখন তুমি কোথায় ভাগ্‌নে? গোপালবাবুর সঙ্গে সেই

সবে আমার প্রথম আলাপ। আমার এখানেই দয়াল বোস কদিন এসে, বাবুর সঙ্গে তাই নিয়ে কত ঝগড়াঝাটি করে গেছে। তার পরে ফট্ করে কলেরায় মারা গেল। আহা বেচারা বড় ভালমানুষ ছিল—আমাকে বেম্ম সাজিয়ে দুবার ওদের মেয়েদের আনন্দ বাজার দেখিয়ে এনেছিল. এদানী বেম্মসমাজে বে করেছিল কিনা? ওর সে মাগের সঙ্গেও আমার খুব ভাব হয়ে গিছলো। হ্যাঁ ভাগ্‌নে তার সেই মেয়েটি এখন করছে কি?"

"তার সঙ্গেই তো ঝগড়া করে সুধাংশুবাবু এখানে চলে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছে যে অনিমা পড়াশুনো করছে করুক—কিন্তু যখন তখন যার তার সঙ্গে, যেখানে সেখানে স্বাধীন ভাবে না চলা ফেরা করে। সে তা মানবে কেন, কে এক বন্ধু জুটেছে—ডাক্তারী পড়ে; তার কথায় মেতে উঠে স্কুল ছেড়ে দিয়ে মেডিক্যাল কলেজে দাই গিরি শিখতে চলে গেছে।"

"তার সব খরচ-পত্তোর?"

"শুনচি তো মামা বাবুই দেন।"

"তা হলে তবু একটু ধর্ম্ম রেখেছে যা হোক। বোধ হয় সবটা গাপ্ করবার সুবিধে হয়নি তাই! কম্ তো নয়—পঁচিশ হাজার টাকা! হায়রে—এ্যাটর্ণীর ব্যবসা?"

এতক্ষণ জগন্নাথ চুপ করিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিল, এক্ষণে একটু জোর গলায় কহিল—"তা এমন না করলে আজকালের দিনে কি হয়? তোমাদের চলবে কিসে?"

ডালিম হাত নাড়িয়া, ভ্রূভঙ্গ করিয়া তিক্ত কণ্ঠে জবাব

করিল—"ওঃ, আমায় দিয়ে তো একেবারে রাজা করে দেছে! তখন যদি আমি বেগড়াই তো সব যায়—তাই স্তোক দিয়ে রেখেছিল যে ও দশহাজার আমাকেই দেবে। তার পর ফস্ করে যখন দয়ালবাবু মারা গেল—তখন আর তাকে পায় কে? আমাকে শুদ্ধু উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল? তবে আমি কিনা বড় শক্ত মেয়ে—আর ভেতরকার সব কথা জানি, তাই পাঁচ হাজারে এই বাড়ীখানি, আর হাজার টাকার গয়না, এই যা আদায় কার নিতে পেরেছিলুম।"

"কেন মামী, মামাতো তোমায় বরাবরই আজ পর্য্যন্ত মাসে মাসে দেড়শো টাকা করে দিয়ে আসছেন?"

"তাতে আমাদের কি হয়রে বাবা? দেখতেই তো পাচ্ছ, আমাদের জাতটাকেই ভগবান গড়েছেন কেবল দুহাতে ওড়াবার জন্যে,—খরচ যতই করি, কিছুতেই আর তৃপ্তি পাই না, কুবেরের ভাণ্ডার এনে দিলেও বোধ হয় আমাদের ঠিক মনের মতন কুলোন হয়ে ওঠে না। তাই তো কেবলই লোকের মন ভুলিয়ে শুষে নেবার জন্যে আমরা মায়ার ফাঁদ পেতে বসে থাকি, হাজার তুখোড় লোক হলেও আমাদের চিন্‌তে পারে না—খাঁটি প্রাণ টুকু ঠিক আপনাদের ভিতরে লুকিয়ে ধরে রাখতে পারি—সেই জন্যেই আমাদের প্রাণহীনা বলে অপবাদ। এটা আমাদের যে জাতীয় ধর্ম্ম, না করলে কর্ত্তব্যে পতিত হতে হয়, মহাপাপ হয়। সেই জন্যে যদি কেউ রাজ-রাজেশ্বর এসে আমাদের রাণীর হালে সম্পদের সিংহাসনে বসিয়ে রাখে—তবু আমরা নিছক খাঁটি

থাকতে পারিনি, চারগণ্ডা পয়সাও লুকিয়ে রোজগার করবার সুবিধে ঘটলে ছেড়ে দিইনি।"

বলিয়া ডালিম আপনা আপনি ভারি একটা গৌরবের হাসি হাসিল। জগরূপ সেই হাসিতে যোগ দিয়া প্রফুল্ল ভাবে বলিয়া উঠিল—"শুধু যা ধরা পড়ে যাস্ আমাদের হাতে ?"

এই জগরূপ খিলিওয়ালাকে জানিত না, এমন লোক সে অঞ্চলে কেউ ছিল না। একখানি পানের দোকান মাত্র অবলম্বন করিয়া সে রাজ্যে সে রাম রাজত্ব ভোগ করিত। চুরি, বাটপাড়ি, দাগাবাজি, রাহাজানি, খুন-জখমের ওস্তাদ সে, অথচ এই অঞ্চল-বিহারী বাবুভায়ার দল তাহারই অনুগ্রহের এক কণা প্রসাদ পাইলে জীবন ধন্য জ্ঞান করিত।

জগরূপের কথায় হাসিয়া ডালিম জবাব দিল—"এটা যে ভগবানের বিধান ভাই, তাঁর বিচার যে একেবারে নিক্তির ওজনে। লক্ষ্মীর বাহন যেমন পেঁচা, তোমরাও যে আমাদের তেমনি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ধর্ম্মের কড়ি নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্যে কেউ কখনো এ রাজ্যে আসে না! আসে কারা—যাদের ফাঁকির কড়ি, একজনের গলায় ছুরি বসিয়ে সর্ব্বনাশ ক'রে যারা বড় হয়েছে—তা তারা নিজেরাই করুক কি বাপ-পিতামহ-পূর্ব্বপুরুষই করে গিয়ে থাকুক—সে কড়িগুলো হাতের তলায় সুড় সুড় করে কামড়ায় বলে, এখানে এসে না বিদেয় করে দিয়ে থাকতে পারে না। এ যে ধর্ম্মের মার ? লোকে পরকে ফাঁকি দে ঠকিয়ে দিয়ে ভাবে—আমরা বড় মানুষ

হলুম, কিন্তু এটা মনে করে না যে—বাতাসে কেল্লা গড়্ছে, সেই ফাঁকির অর্থ ভোগ করবার তো লোক চাই, নইলে ভগবানের ন্যায়ের বিচার চলে না, তাই আমাদের গড়েছেন। নইলে পর-ঠকানো দাগাবাজির কড়ি যদি টিক্‌তো—তা হলে এ্যাদ্দিন যে মানুষ মানুষকে চিবিয়ে খেতো ভাই ?”

বেন্দা অবাক হইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল, হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই দুইখানি বাড়ীর পরে একটি তেতালা ঘরের খোলা জানালার ভিতরে নজর পড়িল। অমনি তাহার দেহের ভিতরে যে একটা বিদ্যুতের প্রবাহ ছুটিয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানা সহসা অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু ছাদে আলো ছিল না বলিয়া ডালিম কি জগরূপ কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। একদৃষ্টে সেই জানালার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বেন্দা জিজ্ঞাসা করিল—

“ও বাড়ীটা কার মামা—ও ঘরটায় থাকে কে ?”

“কোন্‌টা—ওই যে ঘরটার ভিতরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলছে ? ওটা ‘মিনা বিবির’ বাড়ী—থিয়েটারের বড় এ্যাক্‌ট্রেস্ খুব বড় হিরোইন, তিনশো টাকা মাইনে পায়।”

“হায়রে, সেদিন কি ওর আর আছে, এখন থেটারের বড় বিবি হয়েছে,” বলিয়া জগরূপ একটু হাসিয়া বলিতে লাগিল— “তখন সবে থিয়েটার শিখ্‌ছিলো, হুগলী না বর্দ্ধমান কোথাকার এক জমীদারের ছেলে ছিল বাবু, আমার ভাইয়ের তো আড্ডা ছিল ওখানে। সে বাবু বড় আমীর ছিলো, একটা থেয়েটারের

দলও করেছিলো, কিন্তু টিক্‌লোনা ; আমরা তার অনেক খেয়েছি —আমাকে বড়া পেয়ার করতো।"

ডালিম জবাব করিল—"হাঁ শুনেছি বটে, সেই জমীদারের ছেলেই ওকে বড় মানুষ করে দিয়ে গেছে। ওর বরাত খারাপ টিক্‌লোনা, নইলে কি ওকে আর তিনশো টাকার জন্যে থিয়েটার করে খেতে হয় ? তা এমনিই হয় ; যতদিন না চোখ ফোটে, ততদিনই মানুষ এখানে পড়ে থাকে, তাইতো আমরাও আরো প্রাণপণে শুষে নেবার চেষ্টা করি। নইলে—"

জগরূপ বাধা দিয়া কহিল—"তা সে দিয়ে গেছে খুব। তারপর দেশ থেকে মিনার এক বোন এলো—বছর দুই থাকলো, আমরা তার ঘরে কত আড্ডা দিয়েছি ! তারপরে তার এক ছেলে হল। শেষে এক জনের পাল্লায় পড়ে তার সাথে কোথায় যে চলে গেল—আর আসে নি। আমরা কি না জানি ওর ?"

হঠাৎ বেন্দার বুকের ভিতরটা অত্যন্ত বেগে ধড়াস্ ধড়াস করিয়া উঠিল। একটুখানি চুপ করিয়া সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—

"তা এতদিন তোমার বাড়ীতে আসা যাওয়া করছি মামী, ওকে তো আর কখনো দেখি নি ?"

"ও থিয়েটার করে কি না, তাই রোজ সন্ধ্যের সময় চলে যায়, অনেক রাতে আসে, তাই দেখনি। এদানী অসুখে পড়ে তিনমাসের ছুটি নিয়ে, ঘরে এসে বসে আছে !"

এতক্ষণে জগরূপও সেই জানালার দিকে চাহিল, কিন্তু একটুখানি দেখিয়াই হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ওই যে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে, ও লোকটাকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্ছে, কিন্তু হালে তো দেখিনি? বোধ করি সাবেককালের কেউ হবে। খবর পাওয়া যাবে!"

বসিয়া ফিরিল। কিন্তু বেন্দা আর বসিতে পারিল না। হঠাৎ অসুস্থতার ভাণ করিয়া তাড়াতাড়ি যেন ছটফট করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

[২৪]

সকালবেলা স্নান করিয়া উঠিয়াই গৌরী ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই দেখিল একটি পরম সুন্দর প্রজাপতি আনলার তাহার কোঁচানো কাপড়ের উপরে বসিয়া আছে। তেমন সুন্দর, তত বড় প্রজাপতি সে আর কখনো দেখে নাই, সুতরাং সেটিকে ধরিবার লোভ কিছুতেই সামলাইতে পারিল না। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে একপা একপা করিয়া আগাইয়া যেমন ধরিবার জন্য হাত বাড়াইবে, অমনি নিঃশব্দে পিছন হইতে লবঙ্গলতা আসিয়া হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন। গৌরী হঠাৎ থতমত খাইয়া ফিরিয়াই একটু নির্ব্বাক থাকিয়া অভিমান ভরে বলিয়া উঠিল—

"যাও, আমি কক্ষণো তোমার সঙ্গে নেমন্তন্নে যাব না, দেখ-দেখি কি করলে মা—অমন সুন্দর প্রজাপতিটা!"

"পাগলি মেয়ে, জীবকে কি কষ্ট দিতে আছে, তাতে মহাপাপ হয়,—"

"হ্যাঁ, পাপ হয়, না আরো কিছু? স্কুলে মেয়েরা কত সব ধরে প্যাঁট প্যাঁট করে আলপিনে গেঁথে রাখে।"

"বলিস্ কি রে—এ্যাঁ? আহা-হা—মাষ্টারবা কিছু বলে না?"

"হ্যাঁ, বলে বৈকি? তারা আরো চেয়ে নিয়ে জামার বুকেব উপর পরে, যে মেয়েরা ধরে দিতে পারে তাদের কত ভালবাসে?"

"বাসুক গে, তাদের সব খৃষ্টানী ধাঁজ—আমাদের হিঁদুর ঘরে তা সাজেনা মা। এই ত্যাখ্ দেখি—কেউ যদি জোরে ঠাস্ করে তোর গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়—"

"ইস্, দিলেই হল, তাহলে আর রক্ষে রাখ্‌বো কিনা?"

"তবে? তাতে যেমন তোর লাগে—সকলেরই তো তেমনি হয়। তবে, তুই মানুষ—বলতে পারিস, গায়ে জোর আছে—ফিরে মারতে পারিস, তাই কেউ সাহস করে না। কিন্তু যে সব অবলাপ্রাণী তাদের ওপর অত্যাচার করলে তারা কিছু করতে পারে না বটে—কিন্তু ভগবান তাদের হয়ে প্রতিশোধ দেন। ওই প্রজাপতিটির শরীর এমন কোমলভাবে গড়া যে একটু মানুষের হাত লাগলেই তৎক্ষণাৎ মরে যায়। তবে নরহত্যা করলে যেমন অপরাধ, যেমন পাপ হয়—অন্য প্রাণীহত্যা করলে তা হবে না কেন? প্রাণ জিনিষটা তো—তোর, আমার ওর সকলেরই সমান।"

গৌরী ডাগর ডাগর চোখ মেলিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের সঙ্গে ওর প্রাণ এক সমান ?"

"তা নয় ? শুধু ওই প্রজাপতিটা কেন—কীট, পতঙ্গ, ক্ষুদে পিঁপড়েটা পর্য্যন্ত সবারই প্রাণ সমান—এক জিনিষ। শোন তবে, দোষ করলে তোর স্কুলের মাষ্টাররা কি করে ?"

"বকে—মারে—কত রকম শাস্তি দেয়।"

"কেন দেয় ?"

"বাঃ রে, দেবে না ? তারা মাষ্টার, গুরু, কর্ত্তা, অন্যায়, অপকর্ম্ম করলে ভালবাসবে বুঝি ? আমাদের ঝি-চাকর দোষ করলে আমরা বকি না ? যে যেমন কাজ করবে, তেমনি ফল পাবে।"

"ভাল কথা, তেমনি আমাদের সকলের উপরেই তো একজন মাষ্টার বল—গুরু বল—কর্ত্তা বল—জগৎপতি আছেন মানিস তো ?"

"ভগবান—সৃষ্টিকর্ত্তা ?"

"হ্যাঁ, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শাসন পালন করছেন তো ? আমরাও যে যেমন কাজ করি, তাই দেখে তিনিও আমাদের তেমনি ফল দিয়ে থাকেন। এই কাজের ফল এক জন্মেই যে হয়ে যায় তা নয়। জীব মাত্রেরই ভিতরে আত্মা বলে যে জিনিষটুকু আছে—এই ধর যাকে আমরা প্রাণ বলি—সেটা অমর। শরীর ধ্বংস হয়, পৃথিবীর আর সব নষ্ট হতে পারে, কেবল সেই যে আত্মা—মহাপ্রাণ—তার বিনাশ নেই। কাজেই

এক জন্মে যে যেমন কাজ করে, তাকে অন্য জন্মেও তার তেমনি ফল ভোগ করে বেড়াতে হয়। তাই ভগবান মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ভালো কাজ করতে পাঠিয়েছেন। যদি আমরা রিপুর বশে তা না করি, তা হলে, এ জন্মের পর অন্য জন্মেও সেই অন্যায় কাজের ফল ভোগ করতে হবে না? সেই জন্যে মানুষ ম'রে যে আবার মানুষই হবে, তার কোন মানে নেই, যার যেমন কর্ম্মফল, সে তেমনি কীট, পতঙ্গ, মাছি, প্রজাপতি পিঁপড়ে ক্রিমি যা তা হতে পারে।"

"ও বাবা, বল কি মা, মাষ্টাররা তো এমন করে কেউ কখনো বলে বুঝিয়ে দেয় না।" বলিয়া গৌরী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

ঈষৎ হাসিয়া লবঙ্গ কহিলেন—"ওই তো স্কুলের শিক্ষা দিবার দোষ, তা—কি মেয়ে, কি পুরুষের স্কুল। নইলে সংসার সোনার হত।"

"তারপর কি হয় মা?"

"শোন্ বলি, মানুষ তো নিজের কর্ম্মের দোষে নানারকম ইতর প্রাণী হতে পারে, এটা কেবল দেহের পরিবর্ত্তন, একটা ছাঁচ বদলে আর একটা নেয়। কিন্তু ওই যে প্রাণটুকু, আত্মা তার বদল হয় না; সেই জন্যে সকলেরই প্রাণ সমান—তবে পূর্ব্বজন্মের যেমন কাজ করে এসেছে তেমনি অবস্থা ভেদে এজন্মে তার রুচি বদলে যেতে পারে। ওই যে প্রজাপতিটিকে ধরতে যাচ্ছিলে সেটি হয়তো পূর্ব্ব জন্মে তোমার বাপ বা, ভাই,

বোন কি কেউ খুব আপনার জন ছিল। তারপর কর্ম্মের দোষে হয়তো ওই প্রজাপতি হয়ে জন্মেছে, কিন্তু ওর ভিতরের প্রাণ টুকুতো তাই আছে, সেই জন্যেও হয়তো মায়ার টানে পড়ে আজ এই ঘরের ভেতরে তোর কাছেই এসেছে! এখন বল দেখি—আর ওকে ধরতে চাস?"

"গৌরী ছল ছল চোখে লবঙ্গকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—"আমায় মাপ কর মা, আমি তো জানতুম না, আর কক্ষনো কোন প্রাণীকে কষ্ট দিতে যাব না।"

বলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া প্রজাপতিটির পানে চাহিল। লবঙ্গ আদর করিয়া বুকে লইয়া চুমো খাইয়া বলিলেন—"লক্ষ্মী মাটি আমার, আশীর্ব্বাদ করি তোমার গৌরী নাম যেন সার্থক হয়, এখন শীগ গির সেজেগুজে নেও মা, যেতে দেরী দেখে ওদিকে মকর হয়তো ছটফট করছে। এই দুটো দিন যেতে পারিনি, এরই মধ্যে গোপালদাদারই বা এমন কি ব্যামো হল তাতো বুঝতে পারছিনি—যে শয্যাগত হয়ে পড়েছেন। শীগগির সেজে আয়—গাড়ী তৈরী।"

বলিয়া, লবঙ্গ বাহির হইয়া গেলেন। ঘণ্টা খানেক পরে মা ও মেয়ের গাড়ী যখন ঘোষগিন্নীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার শব্দে গোপালচন্দ্র নিজের ঘরের জানালা দিয়া একবার উঁকি মারিয়াই তৎক্ষণাৎ বিছানায় শুইয়া পড়িলেন?

খাওয়া দাওয়ার পর ঘোষ গিন্নী একটু বিশেষ কাজে কিছুক্ষণের জন্য এক প্রতিবেশীর বাড়ী চলিয়া গেলে নির্জ্জন

দুপুরে নির্জ্জন কক্ষে লবঙ্গলতা আসিয়া শায়িত গোপালচন্দ্রের পাদমূলে বিছানার ধারে বসিলেন। গৌরী তখন অন্য একটি ঘরে একজন সমবয়সীকে জুতা বোনা শিখাইতে ব্যস্ত ছিল।

গোপালচন্দ্র একটু ছট্‌ফট্ করিয়া এ পাশ ও পাশ করিতেই লবঙ্গলতা পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহভরা কণ্ঠে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখনো কি তেমনি কষ্ট হচ্ছে দাদা? কই তোমার হৃদরোগ ছিল, এ কথা তো আগে এক দিনও বলনি?"

"আগে ছিলনা—হয়েছে, বলিয়া গোপালচন্দ্র একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া 'উঃ' করিতে করিতে নিজের হাতখানা বুকের উপর বুলাইয়া টানিয়া আনিয়া কহিলেন—"এইখানটায় উঃ—গেলুম—একটু হাত এইখানটায় বু—লি—য়ে দেও।"

লবঙ্গ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার বুকের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে গভীর স্নেহে কহিলেন—"আহা দাদা, হঠাৎ এ পোড়া রোগ এলো কোত্থেকে?"

"বুঝতে পারছ না লতা, ভাবনায় ভাবনায় খালি,—উঃ।"

"তা এত পোড়া ভাবনা তোমার কিসের দাদা? দিন কতক কাজকর্ম্ম বন্ধ রেখে একটু জিরিয়ে শরীরটা সুধরে নেও।"

বলিয়া লবঙ্গ কচি ছেলেটির মত তাঁহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঘরখানা বড়রাস্তার পাশে একটা গলির উপর। কেহই টের

পাইলেন না যে, সেই দিকের ঈষোন্মুক্ত একটা জানালার ফাঁক হইতে তাঁহাদের একখানা অত্যন্ত পরিচিত মুখ তীব্র বেদনায় বিষাক্ত বিবর্ণ হইয়া ধাঁ করিয়া ছায়ার মত সরিয়া গেল।

গোপালচন্দ্র সহসা লবঙ্গর হাতখানা জোর করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগভরা স্বরে কহিলেন—"লতা, লতা, এখনো কি বুঝতে পারছো না—কিসের জ্বালা আমাকে দিন রাত তিল তিল করে পুড়িয়ে মারছে. সেই ছেলেবেলার কথা মনে কর, তোমার বাপ-মা যখন আমার হাতে তোমাকে দিতে চেয়েছিলেন—সেই থেকে তোমার এই বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তি আমার বুকখানা জুড়ে বসে রয়েছে, তোমার নাম জপমালা হয়েছে। নিষ্ঠুর—নির্দ্দয়—পাষাণী তুমি একবারও ফিরে চেয়েছ কি? আজ তোমার জন্যে ভেবে—ভেবে—পুড়ে পুড়ে কয়লা হয়ে হৃদ্‌রোগে মরতে বসেছি! এ দেখেও কি তোমার দয়া হবে না, —পাষাণী?

লবঙ্গ নির্বাক্, নিশ্চল, পাথরের পুতুলের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, হাতখানা টানিয়া লইবার কিম্বা একটু নড়িয়া বসিবারও চেষ্টা পর্য্যন্ত করিলেন না, কেবল নির্নিমেষ চোখের তারা দুটি শূন্য দৃষ্টিতে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। দেখিয়া গোপালচন্দ্র উৎসাহিত হইয়া আবার কহিলেন—

"আমি তোমায় ভোলবার ঢের চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার অন্তরের পরদায় পরদায় তোমার মূর্ত্তি পাথরে-খোদার মত

অঙ্কিত হয়ে গেছে, এ হৃদয় লয় না পেলে—দেহ ধ্বংস না হলে তোমাকে ভোলা অসম্ভব। তুমি আমার সারাজীবন বিষময় করে দেছ—সংসার পুড়িয়ে ছারখার করেছ, এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তাই—তাই পাষাণী আজ আমার হৃদয়ের কপাট খুলে সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে অঞ্জলি দিলুম। দয়া কর, রক্ষা কর, আমায় প্রাণে বাঁচাও।"

বলিয়া আবেগ ভরে গোপালচন্দ্র লবঙ্গকে হাত বাড়াইয়া বেষ্টন করিতে যাইতেই, লবঙ্গ সহসা বিদ্যুদ্বেগে সরিয়া দাঁড়াইয়া দলিতা-ফণিনীর মত গ্রীবা উন্নত করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন —আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না পাগল হয়ে যাচ্ছি ?"

"স্বপ্ন নয়, মিথ্যা নয়—সত্য, দিবালোকের মত সুস্পষ্ট! সত্যই তুমি আমাকে পাগল করেছ। দেখ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ—"

বলিয়া গোপালচন্দ্র সহসা বিছানা হইতে উঠিয়া তাঁহার সাম্‌নে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, দুই হাত তুলিয়া পাগলের মত কহিলেন—

"এই তোমার সামনে বুক খুলে দিলুম—তীক্ষ্ণ ছুরিতে বিদীর্ণ করে দেখ—কার মূর্ত্তি এখানে অঙ্কিত। লতা, লতা পাগল আমি, জ্ঞানহারা আমি—ভিখারী আমি, কিন্তু সে তোমারই প্রেমে, ভিক্ষা দেও—প্রাণ ভিক্ষা দেও—প্রাণে—"

"চুপ্" বলিয়া লবঙ্গ এমন রূক্ষভাবে ধমক দিয়া দুই পা

পিছাইয়া গিয়া কঠোর ভঙ্গিতে দাঁড়াইলেন যে গোপালচন্দ্রের মুখের কথা বাধিয়া গেল, একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেমন বলিতে যাইবেন অমনি লবঙ্গ অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে কহিলেন—

"চুপ্—জিভ্ খসে যাবে, দেহ পুড়ে যাবে, মাথায় আকাশ-ভেঙ্গে পড়বে। তুমি কি আমার সেই গোপালদাদা—না আর কোন শয়তান, তার ছালখানা মুড়ি দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছ? নইলে আমার সামনে এমন কথা মুখ ফুটে বলবার আগে পক্ষাঘাতে জিভ্ অসাড় হয়ে গেল না? এ ভাব মনে আনবার আগে নর-জন্ম ধ্বংস হয়ে, অজা-জন্ম হ'ল না? আমি তাই অবাক্ হয়ে দেখছি;—দেখছি যে কে তুমি? এখনো মা বসুমতী তোমার ভার বইতে পারছেন? ঘরের মেঝেটা ভূমিকম্পে বিদীর্ণ হয়ে এখনো তোমাকে গ্রাস করছে না?—"

"তা করলে বেঁচে যেতুম লতা—রক্ষা পেতুম, তাহলে আর এমন করে দিনে দিনে তিলে তিলে তুষের আগুনে পুড়ে মরতে হত না! তুমি যতই যাই বল লতা,—আমি তোমাকে ছেলে-বেলা থেকে দেখে আসছি—তুমি কখনো এত নিষ্ঠুর হতে পার না, একটা পিঁপড়ে মাড়ালে চোখ ফেটে তোমার জল পড়ে। দুদিন আগে নিজের মুখেই বলেছ যে আমাকে কাছে থেকে যত্ন আয়ত্যি, সেবা-শুশ্রূষা করতে পাওনা বলে মনে তোমার নিদারুণ কষ্ট? তবে আর এ পরীক্ষা কেন? আমার মন বুঝে দেখ্ছো? দেখ—এখানে একমাত্র তোমার চিন্তা ছাড়া

অন্য ধ্যান নেই—তুমিই আমার ইষ্টদেবী, আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করছো। দয়া কর লতা, চির-ভক্তের এই পূজার উপহার চরণতলে স্থান দেও। ভয়? কাকে ভয়? তুমি একটু ইঙ্গিত কর—হপ্তা শেষ হতে না হতে তোমার ওই অযোগ্য স্বামীর নাম পর্য্যন্ত পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে, অথচ তা কেউ জানবে না। তারপর ব্রাহ্ম-সমাজে নাম লিখিয়ে বিধবা-বিয়ে করে তোমায় নিয়ে এ সংসারে নন্দন-কানন সৃষ্টি করবো। আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই, তোমায় ভালবেসে পাগল হয়েছি—ধর্ম্মমত বিবাহ করতে চাই, অন্যভাবে পেতে চাইনি—নইলে এতক্ষণে এই নির্জ্জন কক্ষে জোর করে তোমার অঙ্গস্পর্শ সুখ-লাভ করতে—"

"সাধ্য কি?" বলিয়া লবঙ্গ এবার একটু অদ্ভুত রকম হাসিয়া শ্লেষের বিষ ঢালিয়া কহিলেন।

"সতীর অঙ্গ স্পর্শ করতে স্বয়ং দেবরাজের মাথায় তাঁর নিজের উদ্যত বজ্র নেমে আসে—তুমি তো মানুষ—না না—পশু পশুরও অধম—অস্পৃশ্য কৃমি কীট?"

বলিয়া, সহসা আবার একেবারে আগ্নেয় পর্ব্বতের মত ফাটিয়া কণ্ঠস্বরে উত্তপ্ত দ্রবাকের দহন ঢালিয়া দিলেন।

"শুনে নরপিশাচ, নরাকৃতি শয়তান—এত বড় বুকের পাটা তোমার যে তুমি সতীর মুখের ওপর তার বৈধব্য কামনা কর! জাননা যে স্বয়ং দক্ষপ্রজাপতি এই কারণেই অজমুণ্ড লাভ করেছিলো? আবার কি এইখানে আজ তারই পুনরভিনয়

দেখতে চাও ? ওই দেখ মহেশের উদ্যত শূল অলক্ষ্যে তোমার মাথার উপর কম্পিত হচ্ছে—ওই দেখ সতীরাণীর কোটী কোটী শ্মশানসঙ্গিনী, ডাকিনী, হাঁকিনী বিশ্বগ্রাসী হাঁ মেলে তোমায় চারিদিক থেকে গিল্‌তে আসছে—ওই শোন মহারুদ্রের প্রলয় বিষাণে ঘন ঘন প্রলয়ের হুঙ্কার বেজে উঠ্‌ছে।"

বলিতে বলিতে এমন একটা ভয়াবহ অস্বাভাবিক তেজের দীপ্তিতে লবঙ্গর সর্ব্বাঙ্গ বিষম উজ্জ্বল হইয়া ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল যে, গোপালচন্দ্র নিমেষের মধ্যেই একেবারে এতটুকু হইয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন; লবঙ্গর পানে আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। দেখিয়া লবঙ্গ একটু নরম হইয়া আরম্ভ করিলেন।—

"তুমি কি মনে কর, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সাধারণ—অসীম ব্রহ্মাণ্ডের বুকে দু-দণ্ডের খেলার অভিনয় ? এ যে অনন্ত—অনন্ত কালের অচ্ছেদ্য কঠোর মহা-পাশ ? অনন্ত, অব্যক্ত অখণ্ড পরমাত্মার অবিচ্ছিন্ন চির-সম্মিলন ? একে কি ধরার অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যায় ? ধিক্‌ মূর্খ—ধিক্‌ কাণ্ডজ্ঞান হীন। বল্‌ছিলে না,—মরণ-দশায় উপস্থিত হয়েছ ? তা যদি পার, গলায় দড়ি দিয়ে হোক, বিষ খেয়ে হোক, কলসী বেঁধে জলে ডুবে হোক—যদি মরতে পার তো তোমার মহাপাতকের কতক প্রায়শ্চিত্ত হয়। এক্ষেত্রে আত্মহত্যায়ও তোমার পুণ্য—মরণ মহা মঙ্গল,কিন্তু তুমি তা পারবে না। ঘৃণা-লজ্জা-পাপ-পুণ্য-জ্ঞান-বুদ্ধি বর্জ্জিত পশু যে—প্রবৃত্তির দাস যে,সে মরতে পারে না—সে সুখ তার দুর্ল্লভ।"

বলিতে বলিতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

"দাদা, দাদা, এতদিনে আমার দাদা বলা ফুরুলো। জন্ম জন্ম ভ্রাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হই—তাও ভাল, তবু যেন তোমার মত শয়তান—পশুকে কখনো ভ্রাতার গৌরবময় পবিত্র নামে ডাকতে না হয়।

বলিয়া লবঙ্গ তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিবামাত্রই গোপালচন্দ্র সহসা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া বাধা দিলেন।

"না বোন, যেওনা—কিছুই ফুরোয় নি, আমি আবার তোমার সেই দাদা। এতদিন শুধু আত্মীয়তার খাতিরে মুখের দাদা ছিলুম, আজ তোমার সতীত্বের জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে নিষ্পাপ দেহে, পুনর্জ্জন্ম লাভ করে সত্যই তোমার সহোদর হলুম। সব ভুলে যাও—মাপ কর আমাকে, তোমার পবিত্র পদরেণু-রঞ্জিত এই ঘরের ধূলা মাথায় নিয়ে এই দেখ আমি পশু-জন্ম পরিহার করলুম।"

বলিয়া গোপালচন্দ্র দুই হাতে মেঝের ধূলা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া লবঙ্গ মিষ্ট স্বরে কহিলেন—

"বড় সুখী হলুম দাদা, এতক্ষণে মনে আবার শান্তি পেলুম। কিন্তু মনকে বিশ্বাস করোনা—মাপ কর আমাকে—এখন আর তুমি আমার ত্রিশ-ক্রোশের ভিতরে এসো না, চল্লুম।" বলিয়া লবঙ্গ গোপালচন্দ্রকে আর কথার অবসর না দিয়াই তৎক্ষণাৎ

বাহির হইয়া গেলেন। তারপরে গৌরীকে ডাকিয়া লইয়া গৃহে প্রস্থানের উপক্রম করিতেই সহিস আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল—

"বাবুজী থোড়া আগে আকে, ফিন্ ওহি বখত্ লৌট্ গিয়া মায়া ?"

লবঙ্গর আপাদমস্তক একবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না, মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু গৌরী তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কে রে ভূখন্—বাবা ? তালুক থেকে ফিরে এসেছেন ?"

"হাঁ দিদি বাবু। কই দো-আড়াই ঘণ্টা হুয়া—হিঁয়া তক্ আকে ফিন চলা গিয়া।"

"চল্ চল্—শীগ্গির চল্", বলিয়া গৌরী তাড়াতাড়ি স্তম্ভিত লবঙ্গকে টানিয়া লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা মধুসিংহ প্রাণ ভরিয়া হাসিতে হাসিতে আহ্লাদে আটখানা হইয়া বেন্দার মাকে কহিল---

"দেখ্লি মাগী কেমন মজা ? এক চিঠিতে কাজ ফতে ! মিন্‌সে মাগীর সঙ্গে আর দেখাটি পর্য্যন্ত করে নি---একেবারে দেশান্তর—বিবাগী।এখন বাকী গৌরী। তা সে দিন কল্‌কাতায় গিয়ে তোর মিনাদিদির সঙ্গে সব বন্দোবস্ত করে এসেছি ; এইবারে খালি তুই একটু সলা নিয়ে বুঝে চল্—ব্যস।" বলিয়া মদের বোতল লইয়া বসিল।

[২৫]

মাস চারেক পরে লবঙ্গর দেহে এবং জীবনে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে। কি অশুভক্ষণেই লবঙ্গলতা রমণীরঞ্জনকে তালুকে যাইতে দিয়াছিলেন—সেই অবধি তো আর দেখা হইলই না, অধিকন্তু তাঁহার পাতিব্রত্যে সন্দিহান হইয়া স্বামী ঘর দোর ছাড়িয়া—বুঝিবা চিরকালের জন্য বিবাগী হইয়া গেলেন!

অথচ যে পতির জন্য তিনি হেলায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে পারেন, যাঁহার হৃদয়ের নিভৃত তলদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে স্বচ্ছ দর্পণের মত প্রতিবিম্বিত, যেখানে প্রলয়ের অন্ধকারও মলিনতার রেখাটুকু পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিতে পারে না বলিয়া মনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই স্বামী—তাঁহার সঙ্গে দেখা নাই, কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই, মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অপরাধের একটা কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন না—কেবল নিষ্ঠুর বিধাতা-পুরুষের মত—অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে আসিয়া ভাগ্যলিপিটুকু ছাপিয়া দিয়া, কোন অদৃশ্য পথে নিমিষেই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন!

লবঙ্গলতা স্বামীর অনুসন্ধানের কসুর করিলেন না, কিন্তু চার মাস ধরিয়াও যখন কেউ কোন সংবাদ আনিতে পারিল না, তখন ব্রহ্মচারিণী হইয়া—সম্পত্তি রক্ষা ও কন্যার পালনের জন্য যেটুকু না করিলে নয়—সেইটুকু, কোন মতে সংসারে লিপ্ত হইয়া—বাকী সমস্ত অবসর দেবকার্য্যে এবং পতির ধ্যানে নিয়োগ করিলেন।

সেইদিন অবধি গোপালচন্দ্রেরও আর কোন সংবাদ ছিল না, কেবল মাস দুই পূর্ব্বে তাঁহার এক আশীর্ব্বাদ পত্রের বাহক হইয়া সুধাংশু আসিয়া জানাইয়াছিল যে তিনি কাজ-কর্ম্ম সকল বন্ধ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তদবধি সুধাংশু তাহার হারাণো মাতৃ-স্নেহ লবঙ্গর কাছে কুড়াইয়া পাইয়া এই খানেই রহিয়া গেছে।

শীতকাল, বড়দিন কাছাইয়া আসিয়াছে। ছোট ছোট দিন গুলি, স্বল্পায়ু শেফালিকার মত, ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িতেছে। বেলা তিনটার সময়ে গৌরী শুষ্ক ম্লান মুখে নিঃশব্দে ঠাকুরঘরের দোরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

ভিতরে, বেদীর উপরে ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে রমণী-রঞ্জনের পুষ্পচন্দন চর্চ্চিত খড়ম জোড়ার সামনে, আলুলায়িত রুক্ষ-কেশে গলবস্ত্র হইয়া, লবঙ্গলতা চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রণাম করিয়া, চুল দিয়া খড়ম জোড়া মুছিয়া উঠিতেই গৌরীকে সেখানে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখানে অমন করে বসে কেন মা, খাওয়া দাওয়া সকল কার চুকে গেছে তো?"

"কোন্ কালে, বেলা কি আর আছে মা? যেমন যেমন বলে দেছ, আমি নিজে দাঁড়িয়ে সব্বাইয়ের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে দিছি—অতিথ-ফকিররাও বাকী নেই, এখন খালি তোমার হলে আমি নিশ্চিন্ত হই বাছা। তোমার হেঁসেল নিকিয়ে উনুনে আগুন দিয়ে এসেছি, এখন শীগ্‌গির বোক্‌নোটা চড়িয়ে দেও,

তোমার রোজ এই তিন পোর বেলা না হলে আর বার হয় না—এমনি করে পিত্তি পড়িয়ে পড়িয়ে কোন্ দিন কি একটা ঘটিয়ে না বসলে বাঁচি?"

"আমার কি সেই ভাগ্যি 'র মা?" বলিয়া লবঙ্গ ঈষৎ হাঁসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর মুখ চোখ অমন শুক্‌নো কেন,—এখনো খাস্‌নি বুঝি?"

"বাঃ রে, তোমার পাতে ডালবাটা ভাতে দিয়ে খাবার কথা না?"

"ওই, তোর এক নিত্যি নিত্যি ছুতো,—আচ্ছা, কেন বল্ দেখি, তুই অমন করে শুকিয়ে থাকিস্? আমাদের সব সয়, তা বলে তোর শরীরে—"

"থাম, থাম, আমি তো দশবার খাবার খেয়েছি। তোমার এই এক বেলা দুটো পেটে দেওয়া—তাও এই এত বেলা অবধি দাঁতে কুটোটি পর্য্যন্ত কাটা নেই, এর পর নিজের হাতে তো রাঁধতে বসবে! তাও যদি খাওয়া তেমন হ'তো? নিত্যি একটা আঁস্ দাঁতে কেটে ফেলে দেবে, তবু মাছ তো ছোঁবেই না, ভরসার মধ্যে কেবল একমুঠো আলোচাল, আধখানা কাঁচকলা আর একরত্তি ডালবাটা ভাতে! এতে কি আর শরীর টেঁকে, না তিরিশ দিন ভালোই লাগে? ধন্যি যাহোক বাপু, বাড়ীশুদ্ধ লোক বলে বলে হার মেনে গেল, আমি তো আর পারি না!"

"থাম্ থাম্, জ্যাঠামো করিসনি, ভারি কথা শিখেছিস্ আজকাল! সুধাংশুকে বলে দে তোকে টিট্ না করলে আর

হবে না দেখছি। নে চ' এখন, মুখখানা শুকিয়ে তো তুলসীপাতা হয়ে গেছে?"

কথাটার স্রোত ফিরাইবার জন্য গৌরী হঠাৎ বলিল—"জান মা—ঘরের জানলা থেকে রোজ দেখতে পাই একটা না একটা লোক আমাদের ঘরের দিকে চেয়ে বাগানের বাইরে পাঁচীলের ধারে ধারে নিত্যি ঘোরে।"

"এঁ্যা—এ্যাদ্দিন বলিসনি কেন? দরোয়ান গুলোকে ডেকে আজই বলে দিতে হবে। তুই আর একলা দোকলা থাকিসনে বাছা।"

"আমি তো রাতদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে, একলা আর কোথায় বেরুই বল? খালি, খেয়ে দেয়ে উঠে যখন তুমি পুরাণ পড়তে বোস, তখন যা একটুখানি বাগানে বেড়িয়ে আসি। কই মা, আমাদের এ হপ্তার খবরের কাগজ এলো না? শুক্রবারে তো আসবার দিন।"

"বিকেল নাগাদ হয় তো আসবে।" বলিতে বলিতে মা ও মেয়ে আসিয়া লবঙ্গর হেঁসেলে ঢুকিল।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিবার আগেই গৌরী বাগান হইতে আসিয়া নিঃশব্দে ঘরের দোর গোড়াতে দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল যে লবঙ্গ খোলা জানালায় আকাশ পানে চাহিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে একটা বুকফাটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার হাত হইতে যে একখানা খবরের কাগজ খসিয়া পড়িয়া গেল—সেটা জানিতেই পারিলেন না।

শীতের সন্ধ্যা কুয়াশায় ঘন ঘটাবৃত হইয়া—রূপকথার ডাইনী বুড়ীর মত—জানালার বাহিরে বিভীষিকাময় হইয়া উঠিয়া ছিল। কন্‌কনে বাতাস থাকিয়া থাকিয়া—প্রেতের নিশ্বাসের মত—ঘরে ঢুকিয়া বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপাইতেছিল, চারিদিকে একটা বিষম অস্বচ্ছন্দতা বরফের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

"মা ?"

লবঙ্গ চমকাইয়া তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া ফিরিলেন, কিন্তু সেই সামলাইবার চেষ্টাটুকু এমন অসাময়িক হইল যে মেয়ের কাছে ঢাকিতে পারিলেন না—চুপ করিয়া রহিলেন।

"বলি, তোমার আক্কেল কি বল তো বাছা ? এই হিমে ঠাণ্ডায় অমন করে খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে ?" বলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ঠেলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল—"একটা সর্ব্বনাশ না ঘটিয়ে কি ছাড়্‌বে না ? নাও, এসো—আহ্নিকের জায়গা করে দিচ্ছি। আজ সাবিত্রীর কথা শেষ করতে হবে।"

বলিয়া টানিয়া লইয়া ঠাকুর ঘরে গেল। তারপরে একাকী ফিরিয়া আসিয়া খবরের কাগজখানা কুড়াইয়া লইয়া আলো জ্বালিয়া যখন পড়িতে বসিল, তখন প্রথমেই একটা জায়গায় চোখ পড়িতেই চম্‌কাইয়া উঠিল। সেখানে কলিকাতার একটা থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের মাথায় পাশাপাশি দুইখানা ছোট ছোট ছবি ছাপার কালিতে নিতান্তই অস্পষ্ট হইয়া মিটু মিটু করিতেছিল।

তবু একখানা চিনিতে গৌরীর বিলম্ব হইল না, না হইলেও

তলার ছোট ছোট অক্ষরে "অভিনেতা-সম্রাট রমণীরঞ্জন মিত্র" লেখাটুকু ছবির পরিচয় আপনিই সকলকে দিতেছিল, কিন্তু তাহার পাশে যে একটি সজ্জিতা সুন্দরী মেয়েমানুষের ছবির নীচে—"অভিনেত্রী-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী মিনা সুন্দরী"—লিখিত ছিল, তাহাকে সে কিছুতেই চিনিয়া উঠিতে পারিল না।

গৌরী খানিকক্ষণ অবাক হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বিজ্ঞাপনটুকু পড়িল। "বড়দিনের রাত্রে, সর্ব্বসাধারণের অশেষ আগ্রহে নাট্যজগতের এই দুটি উজ্জ্বল চন্দ্র-তারকা 'দুর্গেশ-নন্দিনী' নাটকের সর্ব্বপ্রধান ভূমিকা অভিনয় করিয়া দর্শক-বৃন্দকে স্তম্ভিত করিবেন।"

গৌরী একবার দুইবার তিনবার পড়িল, তারপরে একটুখানি কি ভাবিয়া সভয়ে বারম্বার দোরের দিকে চাহিতে চাহিতে একটুকরা কাগজে কি লিখিল, তারপরে সেখানা লুকাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে শুইয়া সাবিত্রীর কথা শুনিতে শুনিতে গৌরী একশো-বার মায়ের গলা জড়াইয়া চুমো খাইতে লাগিল। দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া লবঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর আজ হয়েছে কি বল দেখি, অমন করছিস কেন?"

গৌরীর চক্ষু সহসা সজল হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি—"কিচ্ছু না, তুমি ঘুমোও;—বড় ঘুম পাচ্ছে" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল; তখন রাত্রি দুপুর অতীত হইয়া গেছে।

কিন্তু সকালে উঠিয়া কোথাও আর গৌরীর সন্ধান মিলিল

না। বাড়ী শুদ্ধ লোক অস্থির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, লবঙ্গ পাগলের মত হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে বালিশের নীচে তাহার পত্র পাইলেন।

"মা তুমি ভাবিও না, আমি বাবার সন্ধান পাইয়াছি, যেমন করিয়া পারি তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিব।"

পত্রখানি পড়িয়া লবঙ্গ পাথরের পুতুলের মত স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

[২৬]

মানুষ নিজেকে যেমন ঠকায় তেমন পরকে ঠকাইতে পারে না। অথচ সেইটুকুর জন্য আবার বুদ্ধির বড়াই করিয়া আত্ম-প্রসাদ উপভোগ করে, এমনি আমরা অসার!

বেন্দা যখন ঘর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল, তখন মনের ধিক্কারে ঠিক করিয়াছিল সে আর কখনো সে মুখো হইবে না, এবং মায়ের নামও করিবে না। এতদিন সহরের নূতন মোহে ডুবিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া সকল ভুলিয়া ছিল। এমন কি লবঙ্গর দু'তিন খানি চিঠি পাইয়া যাই যাই করিয়াও যাইতে পা উঠে নাই, ভয়—পাছে তার মা টের পায়—আবার দেখা হইয়া যায়? পরে যখন অনিমার জন্য গৌরীর উপর চটিয়া মন হইতে বাল্যকালের আকর্ষণটুকু জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তখন আর সে অনিমাকেও পাইল না—সে শুধু শরতের লঘু মেঘের মত মুহূর্ত্তে ছায়ার

আভাস দিতে না দিতে আবার কোন্ দূর—দূরান্তরে ভাসিয়া গেল।

গৌরী গেল—অনিমা গেল, গোপালচন্দ্রও সুধাংশুকে লবঙ্গর কাছে পাঠাইয়া দিয়া তীর্থদর্শনে চলিয়া গেলেন, বেন্দার আর কলিকাতায় কোন বন্ধন রহিল না। তেমনি দিনে ডালিমের ছাদ হইতে হঠাৎ একদিন মিনার ঘরের ভিতর রমণীরঞ্জনকে দেখিয়া সে একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া বন্ধু জগরূপ খিলি-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ও বাবুটি কে ভাই, আগে তো দেখিনি।"

"উহার কথা সেদিন বলেছিনু. ও সেই হুগলীর জমীদার. মিনার সাবেক বাবু—এতদিনের বাদ আবার এসে জুটেছে। খুব খরচ করছে, আবার থিয়েটারে লেগেছে. বড় দিন বাদ শুনছি মিনাকে নিয়ে পচ্ছিম যাবে।"

ক'দিন আগে এইখান হইতেই ওই মিনার ঘরে মধুসিঙ্গিকে দেখিয়া বেন্দার মনে অনেক পূর্ব্ব কথা জাগিয়া ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ঘৃণা বিরাগ স্নেহ ভালবাসা একসঙ্গে ওলোট পালট খাইতে খাইতে তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উপর এই অত্যন্ত অসম্ভাবিত ঘটনায় সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। সারারাত্রি বিছানায় ছট্ফট্ করিয়া ভোর হইতে না হইতে উঠিয়া একেবারে ষ্টেশনে গিয়া হুগলীর টিকিট কিনিয়া বসিল।

তখনো কুয়াশান্ধকার ঘেরা কলিকাতার রাজপথে গ্যাসের আলোগুলা নিবাইবার জন্য লোক বাহির হয় নাই। ষ্টেশনে

বাহির হইতে প্রথম গাড়ী আসিয়া পৌঁছিবার ঘণ্টা বাজিয়াছে। বেন্দার গাড়ীর দেরী ছিল বলিয়া সে প্লাটফর্ম্মের প্রবেশ পথের একধারে একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বাহিরের ট্রেণ খানা আসিয়া লাগিবামাত্রই নীরব ষ্টেশন সহসা কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল, জনস্রোত বর্ষার জল-স্রোতের মত প্রখর হইয়া বহিল। বেন্দা একদৃষ্টে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

একটুখানি পরেই যখন একটা জমাট ভিড়ের ঢেউর কোলাহলে কাণে তালা লাগাইয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল—তখন দুটি মেয়েমানুষের উপর হঠাৎ নজর পড়িতেই বেন্দা একেবারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকাইয়া লাফাইয়া উঠিল এবং আপনার উদ্দেশ্য ভুলিয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাদের পিছনে পিছনে চলিল। তাহার বুকের ভিতরে সপ্তসমুদ্রের ঢেউ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল।

তখন সবে পথের গ্যাসের আলো নিবাইতে আরম্ভ করিলেও কুয়াশার অন্ধকারে লোক চেনা অসম্ভব। স্ত্রীলোক দুটি একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া উঠিয়া বসিবামাত্রই বেন্দা অত্যন্ত সাবধানে চোরের মত গাড়ীর পিছনে চড়িয়া কাণ খাড়া করিয়া বসিল। গাড়ীর ঘড়-ঘড়ানিতে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার প্রয়াস পাইলেও, মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝিতে বাকী থাকিল না!

"তবে, তুমি তোমার মাকে বলে এস নি?"

"না, তা হ'লে কি মা আস্‌তে দিত? জাননা তাঁকে?"

"ভাগ্যিস পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, নইলে কি করতে ?"

"কেন ভয় কি ? মা বলেন ভগবানের উপর বিশ্বাস আর নির্ভর করে থাকলে তিনি সকল বিপদে কোলে করে উদ্ধারের পথ করে দেন। তুমি ঠিক জেনো বেন্দার মা, আমি যেমন করে হোক বাবাকে নিয়ে ফিরবোই ফিরবো--নইলে প্রাণ দিতে হয়, তাও স্বীকার ! মা মরতে বসেছেন—আহা অমন সতীলক্ষ্মী, কোন শত্রুর মিছিমিছি বেনামী চিঠি দিয়ে এমন সর্ব্বনাশ করলে গো ? ভগবান কি নেই—তার বিচার হবে না ভাবো ?"

বলিযা গৌরী চঞ্চল হইয়া উঠিল। বেন্দার মার বুকের ভিতরটা একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল—

"আমি সেই মিনার বাড়ী চিনি, সেইখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু রমণীবাবু যে সেখানে আছেন তা কি ঠিক জান ?"

"ঠিক—নিশ্চয়, নইলে খবরের কাগজে অমন করে বিজ্ঞাপন দেবে কেন ? বড় দিনে দু'জনে মিলে থিয়েটারে সাজবে যে ?"

বেন্দার মা গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল, গৌরী গদিতে হেলান দিয়া তন্দ্রায় ঢুলিতে লাগিল। একটা নির্দ্দিষ্ট গলির মোড়ে গাড়ী আসিতেই সচকিত বেন্দা, নিঃশব্দে টুপ্ করিয়া নামিয়া পড়িয়া মুহূর্ত্তেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

গাড়ীখানা মোড় ফিরিয়া আর একটা সরু গলির মুখে গিয়া যখন দাঁড়াইল তখন সকাল হইয়া গেলেও সে অঞ্চলে একটা গাঢ়

সুপ্তি অবাধে রাজত্ব করিতেছিল। উৎকণ্ঠিত গৌরীও ততক্ষণে গাড়ীর ভিতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বেন্দার মা অত্যন্ত সাবধানে নিঃশব্দে গাড়ীর ভিতর হইতে নামিয়া চুপি চুপি গাড়োয়ানকে কি বলিয়া গলির ভিতরে বরাবর চলিয়া গিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর দ্বারে আঘাত করিল। নিতান্ত অসাময়িক হইলেও ঘটনাচক্রে সেদিন মিনাও ভোরে উঠিয়াছিল, দোর খুলিয়া দাঁড়াইতেই বেন্দার মা ঢিপ্ করিয়া গড় করিয়া বলিল—"দিদি ?"

"এঁ্যা তুই ? আয়, আয় ভিতরে আয়, হঠাৎ এমন সময়ে কোত্থেকে এলি ? এত দেরী কেন ? সে দিন মধু এসে বলে যাবার পর থেকে রোজ আমি তোর পিত্যেস করে বসে রয়েছি। ভাল আছিস্ তো ? ছুঁড়ীটাকে এনেছিস ?"

এক সঙ্গে খপ্ খপ্ করিয়া এক নিশ্বাসে এতগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর মিনা থামিলে, বেন্দার মা তাড়াতাড়ি বলিল—"সব বল্‌ছি দিদি, আগে আমায় বল—হুগলীর রমণীমিত্তির এখানে আছে নাকি ?"

মিনা একবার অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া জবাব করিল—"কেন বল দেখি ? সে তো আজ তিন চার মাস থেকেই এখানে এসে রয়েছে, আমার পুরাণো বাবু যে—জানিস্ নি ?"

বেন্দার মার মুখ শুকাইয়া গেল, সভয়ে কহিল—"সর্ব্বনাশ ! তবেই হয়েছে ? পোড়ার মুখো এ কথা আমায় আগে বলে নি ?"

"কেন, কেন, কি হয়ছে তাতে ? মধু তো জানে না, সে আসবার দশবারো দিন পরে এসেছে, তারপর তো আর মধু আসেনি ?"

"তবেই বিপদ—এ তারই পুষ্যি মেয়ে যে ?"

"সে কি রে, তবে যে মধু বলেছিল যে তার ভাগ্নী ?"

"হ্যাঁ তাই বটে, কিন্তু"—বলিয়া বেন্দার মা তাড়াতাড়ি ফিস্ ফিস্ করিয়া মোটামুটি ইতিহাসটা শুনাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"তাহ'লে এখন উপায় ?"

"ও বাবা, এর ভেতর এত ? তা হলে এ খুনের বোঝা ঘাড়ে করতে কে ত্'হাজার টাকা কবলাত ? কুমণ আমার পুরোণো বাবু—তার দৌলতেই এই সব যা কিছু আমার। আমি পাঁচশো টাকার বেশী এক কড়াও দিতে পারবো না, টের পেলে সে কি আর আমার মুখ দেখবে ? তুই ফিরিয়ে নে যা, দরকার নেই আমার মেয়ে কিনে,—রোজগার খেয়ে ?"

"তা মধুতো সন্ধ্যার গাড়ীতেই আসবে, সে দর দস্তর তার সঙ্গে ঠিক ক'রো। শোনো, সেই তখন থেকে আমরা ছুঁড়ীটাকে চুরি করে আনবার ফিকিরে এই এত দিন ধরে ফিরছিলুম, সুবিধে হয়নি বলে আনতে পারিনি। এখন খবরের কাগজে থিয়েটারের ছাপা দেখে, সন্ধান পেয়ে, বাপকে ফিরিয়ে নে যাবার জন্যে, কাউকে না জানিয়ে ছুঁড়ী ভোর রেতে আপনিই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে। দিন রাত তক্কে তক্কে থাকতুম বলে জানতে পেরে, সঙ্গ নিয়ে ভুলিয়ে এখানে এনেছি। একবার

বাপে-মেয়েতে দেখা হলে আর কি তোমার বাবু এখানে থাকবে ভেবেছো ? যে ভালবাসা ওদের ! মধুই ওর মাগের নামে মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে বেনামী চিঠি পাঠিযে এইটে ঘটিয়াছে বইতো নয়—নইলে বাবুকে আর পেতে হতো না ? একবার বাপের সঙ্গে দেখা হলে, অমনি তার মন ফিরিয়ে নে যাবে, সে ধড়িবাজ মেয়ে—চেন নাত ?"

"দেখা হলে তো ?" বলিয়া মিনা একটুখানি চুপ করিয়া কি ভাবিয়া কহিল—"আচ্ছা, কোথায় সে ?"

"গাড়ীতে ঘুমোচ্ছে, সেইতকে আমি খবর দিতে এসেছি।"

"আচ্ছা, দেখ্ছি—পাশেই ডালিমের বাড়ীতে একখানা ঘর খালি আছে, সেইখানেই নিয়ে এখন তোলা যাক তো, পরে কিন্তু দু'একদিনের ভেতরেই ওকে এখান থেকে কাশী পাঠিয়ে দিতে হবে—সেখানে রাখলে বশ করবার সুবিধেও হবে ; তুই ওকে নিয়ে যাবি, তার পর বড়দিন বাদে, পশ্চিমে মাস ছয়েক এখান ওখান ঘুরে শেষে ওর বাপকে নিয়ে আমি সেখানে হাজির হব। তখন দেখিস ওই বাপ্কে এমন করে তুলবো যে মেয়ের রোজগার দেখে খুসীই হবে। তুই একটুখানি গিয়ে গাড়ীতে বোস্গে, আমি এক্ষুণি ঘর খানা ঠিক করে এলুম বলে। রমণ দশটার আগে উঠ্ছে না, তোর চিন্তা নেই। কিন্তু কাজটা খারাপ হ'ল ; তার মেয়ে,—তা কি করি বল্, তুই মার পেটের বোন, যখন আপনি এসেছিস্ তখন রাখতেই হবে। মোদ্দাৎ মধুকে রাজি করাস্—"পাঁচশোর বেশী দেবনা কিন্তু।"

মিনা চলিয়া গেল, বেন্দার মাও ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে বসিল।"

[২৭]

দুপর বেলা জগরূপ আসিয়া ডালিমকে জিজ্ঞাসা করিল—
"মেয়েটার খাওয়া-দাওয়া কেমন হোল ?"

"সেই যে শুয়েছে, এখনো ওঠেনি, অঘোরে ঘুমুচ্ছে" বলিয়া ডালিম চোখ টিপিয়া অত্যন্ত চুপি চুপি কহিল—"আমার বোধ হয় কোন রকমে কোন কিছু খাইয়ে অমন বেহুঁস করে ফেলে রেখেছে !"

"কিসে বুঝলি ?"

"এখানে এসে সব দেখে শুনে মেয়েটা যে রকম অস্থির হয়ে হট্টগোল বাধিয়ে তুলেছিল, তাতে জেগে থাকলে এতক্ষণে একটা হৈ চৈ না করে ছাড়তোনা। মিনার ওই বোন মাগীটা কি কম ধড়িবাজ, কেমন ভাল মানুষী জানিয়ে আপনার জন সেজে কত ভুলিয়ে ভালিয়ে সরবৎ খাইয়ে দিলে, আর তার আধঘণ্টা পরেই ও' আপনা আপনি হাই তুলে ঢুলতে লাগলো, আর তার পরেই ওই অঘোরে ঘুম, এতে কি আর বুঝতে বাকী থাকে ?"

বলিয়াই একটু মুচকিয়া হাসিয়া পরক্ষণেই আবার বিজ্ঞ ভাবে কহিল—"মোদ্দাৎ মিনা কিনলে বটে, কিন্তু যা ভেবেছে তা নয়, বশ করা সহজ হবে না, আমি ওর রকম সকম দেখেই চিনে

নিছি, নেহাৎ হেঁজি পেঁজি ঘরের কক্ষনো নয়, তার ওপর রীতি-মত লেখাপড়া জানে—এই আমি বলে রাখলুম, দেখে নিস্ ?"

"আমিও তাই বল্‌ছি, টাকার লোভে তোর ঘরে তুলে ভালো হয়নি—কে জানে কি ফেসাদ বাধ্‌বে ?"

"আমার আবার কি ? ঘরটা ছিল পড়ে, এক হপ্তার জন্যে পঁচিশটা টাকা আগাম পাওয়া গেল ? তুইও তো মেয়েটার খবরদারি করবার জন্যে টাকা খেলি ?"

"আরে আমি নিয়েছি বিনোদ বাবুর খাতিরে, তার কি মতলব আছে। আমাদের এত ফরমাসে যখন তখন সে খাটে, আর তার একটা কথা রাখবো না ? কিন্তু এর ভিতরে কিছু একটা ফেসাদ আছে—কখন কি ঝামেলি বাধে দেখ্ ?"

"কেন, জান্‌লি কিসে ?"

"দেখলি না বিনোদবাবুর ঢং ? কোথা থেকে অতো ভোরে এসে হাঁকাহাঁকি কোরে তুল্লে—রাত জেগে অসুখ করছে বোলে ঘাপ্‌টি মেরে শুয়ে পড়্‌লো—আর পিছু পিছু মিনা বিবি এসে মেয়েটাকে নিয়ে এলো—আর অম্‌নি আমাকেও কাজটি জোগাড় করে দিতে খোসামুদ করে সেও চুপি চুপি সরে গেল ?"

"এ আর তার রকম বুঝস নি ? ছুঁড়ীটাকে দেখে ভাগনের আমার মাথা ঘুরে গেছে,—"

বলিয়া আবার একটু হাসিয়া কহিল—"বড় মানুষ, জোগাড় করে, বাগিয়ে এনে ফেলেছে—ঘেঁসতে পারে না তো, তাই তোকে খোসামুদি করে ওর পিছনে লাগিয়ে গেছে ? দেখিস্—

তোরও যেন মুণ্ডুপাত হয় না, সেই রকম চেহারা বটে, খুব দাঁও বাগিয়েছে মিনা।"

জগ্‌রূপ বিরক্ত হইয়া বলিল—"নারে আমার ভাল মনে নিচ্ছে না, আজ কাল সব কাজে বড় ফেসাদ, পুলিস দিনরাত এদিকে কড়া নজর রাখে; আমরা তো নামকাটা, সবচিন্‌। গোপাল বাবুও এখানে নেই যে পিছনে ভরসা দেবে?"

"ওঃ, তোর যে আর ভয় দেখে বাঁচিনি?"

বলিয়া ব্যাজার হইয়া, মুখ ঝাম্‌টা দিয়া ডালিম থরথর করিয়া বলিল—"বলে সাতকাল ছেলে খেয়ে এসে আজ হ'ল ডান্‌? এ অঞ্চলে এ সব কাজ কোন বাড়ীতে না হচ্ছে?—এই তো আমাদের ব্যাবসা! আমাকেও তো ন' বছরেরটি ভুলিয়ে ভালিয়ে চুরি করে এনে বেচে গিছ্‌লো; পুলিসের ভয় করলে কি আর এ ব্যাবসা চলতো? আর তা'তে আমাদেরই বা ভয়টা কি,— ঘর খালি পড়ে ছিল, ভাড়া দিছি, এক হপ্তা পরে ওরা আপনিই অন্য জায়গায় চালান করে দেবে। এই তো বরাবর দেখে আসছি।"

জগ্‌রূপ আর প্রতিবাদ করিল না—অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল—"দেখ, জাগলে নজর রাখিস, যতক্ষণ বাড়ীতে আছে মেয়েটা খাওয়া দাওয়ার কষ্ট না পায়। উঃ, মিনার বোন মাগী বড়া শয়তান। আমি যত শীগ্‌গির পারি আসব এখন, গোপালবাবুর বাড়ী গিয়ে একবার বিনোদবাবুর সাথে দেখা করে হাল চালটা জানা

গোপালচন্দ্র বাড়ীর ভার বেন্দার উপর এবং কাযকর্ম্মের ভার একজন সহকারী বন্ধু এ্যাটর্নীর উপর দিয়া গিয়াছিলেন। বেন্দা সারা দুপুর বেলাটা বাহিরে কাটাইয়া আসিয়া খুব তাড়াতাড়ি দুইখানা পত্র লিখিতে বসিয়াছিল। একখানা শেষ করিয়া, অন্যখানা আরম্ভ করিতে যাইবে, এমন সময় জগরূপ আসিয়া কহিল—"ছুঁড়ীটা কে বিনোদবাবু. হাল চাল সবতো বল। তোমার মনে ধরেছে—না ?"

বলিয়াই একটু হাসিল, কিন্তু বেন্দা গম্ভীর হইয়া জবাব করিল—"না, এ সময় ও রকম হাসি ঠাট্টা করোনা। একজন ভদ্দর লোকের, বড় লোকের মেয়ের সর্ব্বনাশ হয় দেখে আমি তোমাকে—"

"তুমি জানলে কেমন করে ?"

"আমি চিনি ওকে—আমাদেরই দেশের যে ?"—

বলিয়া ফেলিয়াই বেন্দা একটু থম্‌কাইয়া সতর্ক হইয়া কহিল "কাল রাত ভর মক্কেলের বাড়ীতে যাত্রা শুনে ভেবেছিলুম সকাল বেলাটা মামার ওখানেই ঘুমিয়ে, খাওয়া দাওয়া সেরে আসবো, পরে তোমাদের দোর বন্ধ দেখে মিনা বিবির সদর দোরের পাশের পানওলার ঝাঁপের তলায় বসে ঢুলছিলুম, তখন ওই মাগীটা এসে মিনাকে ডেকে, সেইখানে দাঁড়িয়েই যখন মেয়েটার কথা বল্লে, সব শুনতে পেলুম। মিনা রমণবাবুকে লুকিয়ে কাজটা করবে বলে মামীর ঘর ভাড়া নেবে ঠিক করলে।"

"তা বেশ চালাক আছে—ওতো বড় জমিদার বাবু, ভদ্দর

লোক, তার সামনে কি ভদ্দর ঘরের চুরি করা মেয়ে নিয়ে যেতে পারে ?"

"তবে বোঝত ভাই, কোন্ ভদ্দর ঘরের সর্ব্বনাশ করে মেয়েটাকে ভুলিয়ে এনেছে—এ কি সহ্য করা যায় ? তাই আমি তখনি আগে থাকতে গিয়ে ডেকে তুলে তোমার সাহায্য ভিক্ষা করেছি—রাখবেনা ভাই আমার কথা ?"

জগরূপ একটুখানি কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কি করতে হবে আমাকে ?"

"মেয়েটাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে' ওর ওপর যেন কোন রকম অত্যাচার করতে না পারে ?"

"বড় কঠিন কথা, মিনা বড়লোক, পয়সাওয়ালী, পুলিশ ওর কাছে ঘেঁসতে ভয় করে,—"

বলিয়া জগরূপ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, দেখিয়া চতুর বেন্দা তাহার গর্ব্বের স্থানটুকুতে আঘাত করিল।

"তা তুমিই কি কম ?—আমি কি জানি না জগরূপবাবু, এ অঞ্চলে তোমার সমান কোন ব্যাটা আছে ! তোমার নামে যে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, পুলিশ পর্য্যন্ত তোমার খাতির না করে পারে না ?"

জগরূপ আহ্লাদিত হইয়া কহিল—"তা কি জান বিনোদবাবু, একদিন মিনার বহুৎ পয়সা খেয়েছি, এবারেও দশ টাকা দিবে—"

"দশ টাকা ! আমি তোমায় একশো টাকা দেব, দেখ বাবু সাহেব, আমরা তোমায় বড় বড় কেস থেকে বাঁচিয়ে এনেছি,

যতকাল আমরা বাঁচবো তোমার গোলাম হয়ে থাকবো, আমার এই কাজটুকু তুমি করে দেও।"

বলিয়া বেন্দা খপ্‌ করিয়া তাহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া করুণনয়নে চাহিয়া গদগদ ভাবে কহিল—তোমারও দেশে মেয়ে আছে শুনেছি, তার কথা ভেবে দেখ বাবুসাহেব, তার ওপর যদি অমনি অত্যাচার হয়, তাহলে তুমি কি কর ? তেমনি ওর মা-বাপের কষ্ট ভেবে দেখ—কি করছে তারা এতক্ষণ ? বাঁচাও বাবুসাহেব—মেয়েটাকে রক্ষা কর। তুমি বই এখানে আর ওর কেউ নেই—তোমার হাতে ওকে ফেলে দিলুম। বীর, সাহসী তুমি, শক্তিমান তুমি—তোমার চোখ লাল দেখলে হাজার পালোয়ান গুণ্ডা ভয়ে মাটীর সঙ্গে মিশে যায়, 'জগরূপ' নাম শুনলে যম পর্য্যন্ত ভয়ে কাঁপে, তুমি না রাখলে অনাথাকে কে রাখবে ? তুমিই যে আমাদের সকলের ভরসা—তোমার আশ্রয় না পেলে আর কোন্ বাঁদীর বাচ্ছাকে ডাকৃতে যাব ভাই ?—"

"হয়েছে, হয়েছে, ব্যস্ আর বলতে হবে না, বিনোদবাবু,—" উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়া জগরূপ কহিল—"আমি তোমার দোস্ত—দোস্তের কায করবো, দেখি কি করতে পারি ! কিন্তু তোমার বিচার শেষ দেখা যাবে ভাই ?"

বেন্দা উৎসাহিত হইয়া জবাব করিল—"সে কথা আর বলছো কেন ভাই, চেননা কি তুমি আমাকে ? আর শুধু আমি কেন, এমন লোকের তুমি কৃতজ্ঞতা ভাজন হবে যে, ইচ্ছে করলে আমীর হয়ে থাকতে পারবে।"

জগরূপ আর কোন কথা না বলিয়া উঠিল। বেন্দার আর দ্বিতীয় চিঠিখানা লেখা হইল না, সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় ছাড়িয়া লেখা চিঠিখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

[২৮]

গৌরীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন নেশার ঝোঁক আর না থাকিলেও মস্তিষ্কের জড়তা একেবারে যায় নাই. মাথাও এত ভারি যে, কে যেন একটা বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে—তার উপর শরীর এমন অবসন্ন হইয়া ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল যে উঠিতে ইচ্ছা হয় না. তবু সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে অবাক হইয়া চাহিতে লাগিল!

কোথায় সে? প্রথমটা হঠাৎ কিছুই মনে পড়িল না। 'ঠাকুরমার ঝোলার' মত অপরূপ রূপকথার পরী রাতারাতি তাহাকে যে ঘুমন্ত উড়াইয়া আনিয়া কোন্ অচেনা দেশে ফেলিয়াছে—তার কিছুই ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিল না। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বারম্বার চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে একশোবার আশে পাশে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেছে, সে অঞ্চল তখন পয়সায় কেনা, কৃত্রিম, অসার আনন্দের কোলাহলে মুখরিত হইতে সবে সুরু করিয়াছে। হঠাৎ পাশের বাড়ী হইতে হারমোনিয়মে সুর ও

তবলার চাঁটি খোলা জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে যেন সচেতন করিয়া দিল। চমকাইয়া সভয়ে চারিদিক চাহিতে চাহিতে আগাগোড়া সব কথা মনে করিতে চেষ্টা করিল।

বাড়ী হইতে পলাইয়া আসা মনে পড়িল, বেন্দার মার সঙ্গে ষ্টেশনে দেখা মনে পড়িল, বরাবর রেলের গাড়ীতে একসঙ্গে আসা মনে পড়িল, একসঙ্গে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চড়া এবং এই বাড়ীতে আসা পর্য্যন্তও মনে পড়িল, কিন্তু তারপর সব যেন ছায়ার মত—ভাসা ভাসা ফাঁকা ফাঁকা—খাপ্‌ছাড়া।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দরজা ঠেলিল—বাহির হইতে বন্ধ। ছুটিয়া জানালার ধারে আসিল—গ্যাসের আলোতে নীচে সরু গলিপথে অদ্ভুত রকমের জনস্রোত—অদ্ভুত রকমের কোলাহল। চোখ তুলিয়া চাহিল—গলির ওপারের ঠিক সাম্‌নের বাড়ীটার রুজু রুজু খোলা জানালায় আলোকিত সজ্জিত কক্ষ মধ্যে অদ্ভুত রকমের দৃশ্য। দেখিয়া শুনিয়া গৌরীর বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বেন্দারমার উপর হঠাৎ কেমন সন্দেহ হইল। কোথায় তার বাপ আর কোথায় সে—আর বেন্দার মাই বা কোথায়?

সে মেয়ে চুরির দু'চারটে গল্প শুনিয়াছিল, মাঝে মাঝে খবরের কাগজেও দু' একটা আশ্চর্য্য রকম ঘটনার কথা পড়িয়াছিল—সেই সব একে একে মনে পড়িতে লাগিল। একটা ভয়ানক অজ্ঞাত আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানা মড়ার মত শাদা হইয়া গেল। ছুটিয়া আবার দরজায়

গিয়া ক্রমাগত জোরে, জোরে ঘা মারিতে মারিতে চীৎকার করিতে লাগিল।

একটু পরেই চাবি খোলার শব্দ হইল এবং শিকলটা সশব্দে খুলিল। গৌরী সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গেল। তখনি দোর খুলিয়া বেন্দার মা ঘরে ঢুকিয়াই ব্যাজার হইয়া বলিল—

"কি, হয়েছে কি? ভ্যালা মেয়ে যা হোক, একেবারে ডাকাতপড়া চেঁচামেচি সুরু করে দেছে? একি তোর সেই পাড়া গাঁ পেয়েছিস—এক্ষুণি দুশো লোক জড় হয়ে যাবে যে?"

গৌরী কোন কথার জবাব না করিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"এ আমি কোথায়? কদিন থেকে রয়েছি?"

বেন্দার মা আশ্চর্য্য হইয়া গালে হাত দিয়া জবাব করিল—"ওমা, ঢং দেখে আর বাঁচিনি, চৌপোর দিনের পর তো ঘুম ভেঙ্গে উঠ্‌লি—তা এখনো স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, আঃ মরণ! হাঁ করে চেয়ে রয়েছিস কি?"

গৌরী রাগে জ্বলিয়া উঠিল, খপ্‌ করিয়া কি একটা অত্যন্ত রূঢ় কথা বলিতে যাইতেছিল, সাম্‌লাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল —"কই, আমার বাবা কোথায়, আর কে সেই মিনা বাই,—আমায় এক্ষুণি নিয়ে চল তার কাছে।"

"ইঃ, নবাবের হুকুম দেখ—এক্ষুণি নিয়ে চল! বলি কেউ কি তোর এখানে চাকর আছে নাকি যে অমনতর চোখ রাঙিয়ে হুকুম করবি?"

বলিয়া একটু নরমস্বরে কহিল—"বলি যাক্, এখন কিছু

পেটে দিতে হবে, না—না ? তা আগে খেয়ে দেয়ে নে—পরে সে সব কথা।”

বেন্দার মার কথার ধরণে গৌরীর সন্দেহ আরো বাড়িল, কিন্তু সে ভাব চাপিয়া মিনতি করিয়া কহিল—“না বেন্দার মা, আমি এখন কিছু খেতে পারবো না, মোটে খিদে নেই, এখনো আমার গা-মাথা কেমন করছে, তুমি বাবার কাছে নিয়ে চল।”

এবার বেন্দার মা হাসিয়া জবাব করিল—“তা করবে না বাছা, এক গেলাস সিদ্ধির সরবৎ একেবারে চোঁ করে মেরে দিলি, তা খুব নেশাটা করতে শিখিছিস্ যাহোক এই বয়সে ?”

বলিয়া আবার চোখ টিপিয়া হাসিল। গৌরী একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—“এঁ্যা বল কি—কখন ?”

“আহাহারে এখনো সেই কচি খুকিটি আছেন—ভাজা মাছখানি উল্‌টে খেতে জানেন না ? এখন, খাবি কি না বল্ ?” একশোবার অমন সাধাসাধি করতে পারবো না।”

গৌরী রাগে ঠোঁট কামড়াইয়া মুখ নীচু করিয়া শুনিতেছিল, আর সহিতে পারিল না, চোখ পাকাইয়া রুক্ষস্বরে কহিল—“আমি ও সব কিছু শুনতে চাইনি, বাবা কোথায় বল—নে যাবে কি না তাঁর কাছে ?”

“ওঃ রে আমার নবাবজাদি, বাবা কোথায়—বাবা কোথায়, বাবা যমের বাড়ী ! ফের যদি অমন চোখ রাঙিয়ে—”

মুখের কথা শেষ হইল না, গৌরী বাঘের মত গর্জ্জন

করিয়া উঠিল—"তবে রে হারামজাদি! জুচ্চুরি বাটপাড়ির আর জায়গা পাওনি?"

বলিয়া চোখের পলকে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলার কাপড় সজোরে মুঠো করিয়া ধরিয়া তীব্র স্বরে কহিল—"ঠিক করে বল্, এ আমায় কোথায় এনেছিস্, আমার বাবা কোথায়, নইলে তোকে এক্ষুণি—"

"করবি কি রে হারামজাদি?"

বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিতে বলিতে সেই মুহূর্তে মধুসিংহ ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া সামনে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া শ্লেষ করিয়া বলিল "বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কোর, চুপ করে বোস ওইখানে।"

মরা মানুষকে উঠিয়া আসিতে দেখিলে লোকে যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, গৌরীও তেমনি সহসা মধুসিংকে দেখিয়া শিহরিয়া বেন্দার মাকে ছাড়িয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। আর কথা ফুটিল না, মুখখানা একেবারে মড়ার মত সাদা হইয়া গেল, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে স্তব্ধ হইয়া পাথরের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল!

দেখিয়া বেন্দার মা পৈশাচিক আনন্দে একটুখানি বিকট হাসিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল—"আয়না, মারবি, আয় দেখি তোর কত বড় বুকের পাটা, দেখনা; ভাল মানুষের কাল নেই, আমি কোথায় আদর করে খেতে বল্লুম, না ঘাড়ের ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো—মরণ, মরণ, তুমি এলে বলে বাঁচলুম; রাখতে কি পারা যায়? কত ফিকিরে ভজ্জান করে তবে

দিনমানটা আটকে রেখেছি ! নেও, এখন তোমার মেয়ের সঙ্গে তুমি আপনি বোঝা পড়া করে নেও—আমি হার মেনে গেছি ।”

বলিয়া বিজয় গর্ব্বে একবার আড়ে চাহিয়া অত্যন্ত কুটিল ভাবে হাসিল। গৌরীর ইচ্ছা হইতে লাগিল যে খুব চেঁচাইয়া লোক জড় করে, কিন্তু সাহসে কুলাইল না—গলার ভিতর স্বর যেন আপনিই রুদ্ধ হইয়া আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল—“কি মতলবে আমাকে তোমরা এখানে ভুলিয়ে এনেছ ? এ কোথায় ?”

“তবে রে হারামজাদি, ফের মুখ নেড়ে কথা ?”

বলিয়া মধু বাঘের মত রক্ত চোখে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

“কুলে কালি দিয়া তিন পোর রেতে ঘর ছেড়ে একলা বেরিয়ে আসতে পারিস—আর জানিসনি কোথায় এসেছিস ? ফের যদি ভুলিয়ে আনার কথা ঠোঁটের ডগায় আনবি তো কালা মুখ খানা ঘসে দেব।”

বলিয়া এমন জোরে একটা ঠোনা মারিল যে গৌরী সামলাইতে পারিল না—সহসা পড়িয়া গিয়া চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেখিয়া বেন্দার মা সুমুখে আসিয়া মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বিষ ঢালিয়া দিল।—

“মরি, কান্না দেখে আর বাঁচিনে ? কচি খুকি, তুলোয় করে দুধ খান্ ! তোর ও কান্না থামা—এ তোরই ভালোর জন্যে এখানে এনেছি, এমন মা আর পাবিনি—কোথায় লাগে তোর সেই গোমড়া মুখী পাড়াঢলানী লবঙ্গ—”

"মুখ সামলে কথা ক'—বলিয়াই গৌরী রাগে অজ্ঞান হইয়া নিমেষের মধ্যেই ঠাস্ করিয়া একটা চড় বেন্দার মার গালে বসাইয়া দিয়া ফুলিতে ফুলিতে গর্জ্জিয়া বলিল—

"ফের যদি অমন কথা মুখে আনিস্ তো মুখ খসে যাবে, মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে—"

"দেখ গো, একবার আস্পর্দ্ধা ?" বলিয়া বেন্দার মাও রাগে ফোঁপাইয়া উঠিল। মধু আর থাকিতে না পারিয়া একটা অত্যন্ত রূঢ় কথায় ধমক দিয়া যেমন ধরিতে যাইবে অমনি চক্ষের পলকে গৌরী ধাঁ করিয়া পাশ কাটাইয়া খোলা দরজার দিকে চেঁচাইয়া ছুটিল— "ওগো রক্ষে কর রক্ষে—"

কথা শেষ হইল না, বিদ্যুতের মত মধু ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের মত এক লাফে আগাইয়াই তাহার আঁচল খপ করিয়া ধরিয়া এমন জোরে টান মারিল যে গৌরী একেবারে দুই হাত পিছাইয়া সজোরে শানের মেঝেতে পড়িয়া গিয়া মর্ম্মভেদী করুণ স্বরে চেঁচাইয়া উঠিল—"মাগো গেলুম ?"

"হাঃ—হাঃ—হাঃ—মাও নেই, বাপও নেই এখানে" বলিয়া মধুসিঙ্গি একেবারে পিশাচের মত বুকের উপর লাফাইয়া বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—"ফের চেঁচাবি যদি, হারামজাদি ?"

গৌরীর দম বন্ধ হইয়া আসিল, অত্যন্ত যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে গোঙ্গাইয়া গোঙ্গাইয়া কহিল—"পায়ে পড়ি—ছেড়ে দেও না, পথ—"

কথা বাধিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক অসুরের মত ভীমকায় পালোয়ান ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়াই বজ্র-গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—"ছোড় দে, হারামজাদ!"

মধু নিমেষের জন্য হতভম্বের মত চাহিয়াই সরোষে গর্জ্জিয়া লাফাইয়া উঠিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়াই ধমক্ দিল, "কোন হ্যায় তোম্—নেক্‌লাও আবি—বাহার যাও, নেইতো—"

"আরে বড়া মুরদ হ্যায়, বলিয়াই জগরূপ সজোরে মধুকে একটা ধাক্কা দিয়া একেবারে গিয়া গৌরীকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল—"কুছু ভয় নেহি মাই—আমি এয়েছি।"

গৌরীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখের সামনে সব অন্ধকার হইয়া আসিল—আস্তে আস্তে চোখ বুজিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল। দেখিয়া শুনিয়া মধুসিং আর রাগ বরদাস্ত করিতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে মুখ লাল করিয়া কহিল—

"আবি বাহার যাও উল্লুক্, হিঁয়া তোম্‌কো কুছ কাম নেহি।"

"আলবৎ হ্যায়, বলিয়া জগরূপও ততোধিক গর্জ্জন করিয়া বলিল—"চোরা, হারামি, ডাকু, মরদ হোকে এহি ফুলকা কলিজায় জবরদস্তি করতি হো? সরম নেই লাগা? তেরা কি লেড়কা নেহি—মেইয়া নেহি, আঁখ্‌সে জল্ আয়া নাই, কলিজা ফাট যাতা নাই,—দোনো শয়তান-শয়তানী মিলে এই দুধের বাচ্ছার উপর জোর ফলাচ্ছিস্? ছো, ছো ছো। গলায় কলসী বাঁধকে গাঙ

"চোপরাও দুষমন হারামজাদ, জলদি ওস্‌কো ছোড়দে বাহারমে যা, তোম্‌কো কই সাউথুড়ি করতে ডাকেনি, আমার মেয়ে, যা খুসী করি, তোর বাবার কিরে ?"

বলিয়া মধু লাফাইয়া জগরূপের ঘাড়ে পড়িয়া গৌরীকে ছিনাইয়া লইতে গেল। জগরূপ চকিতে গৌরীকে নীচে শোয়াইয়া দিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—"তবেরে শুয়ারকা বাচ্ছা, হারাম, ভালা কোথা শুনে না ? আয় দেখ ঘাড়মে কঠো মাথা হায় যে হামার মেয়েকে কেড়ে লিতে পারে ?"

মুহূর্ত্তের মধ্যেই হুড়োহুড়ি বাধিয়া গেল। বেন্দার মা এতক্ষণ একধারে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, দুজনের দ্বন্দযুদ্ধ বাধিতেই সেই অবসরে তাড়াতাড়ি গৌরীকে পাঁজা কোলা করিয়া হিচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যেমন ঘরের বাহির হইবে, অমনি দোর গোড়ায় একদল পুলিশ আসিয়া পথ আটক করিয়া দাঁড়াইল।"

"খবরদার—ঠিকসে খাড়া রহ।"

নিমিষের মধ্যেই ঘরের ভিতরের সকলেই শান্ত, স্থির, স্তম্ভিত হইয়া গেল। মধুসিংহ ও বেন্দার মার মুখ শুকাইয়া মড়ার মত শাদা হইয়া গেল, নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।"

পুলিশের ভিতর হইতে কে একজন বিকৃত কণ্ঠে কহিল, "ওই মধুসিং,আর ওই—ওই মেয়েমানুষটি, কিন্তু জগরূপ উৎসাহে বলিয়া উঠিল "বিনোদবাবু, বড়া আচ্ছাকাম কিয়া ভাই, শালা

খুনে—বাচ্ছাকে মেরে খুন করে দেছে।" বলিয়াই চক্ষের পলকে গিয়া গৌরীকে কোলে তুলিয়া লইল। গৌরী তখন মূর্চ্ছা গেছে। বেন্দার মা একবার রক্ত চোখে সেই অদৃশ্য বক্তার পানে চাহিতে চেষ্টা করিয়াই মুখ নীচু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল "দোহাই দারোগা বাবা, আমি নই, ওই মিনসেই যত নষ্টের মূল।"

ততক্ষণে দু'জনের হাতে হাতকড়ি পরাণো হইয়া গেছে।

[২৯]

লবঙ্গর বাপের বাড়ীর দোতালার একটা সজ্জিত ঘরে পীড়িত গৌরীর পাশে বসিয়া রমণীরঞ্জন ও লবঙ্গলতা একদৃষ্টে মেয়ের পানে চাহিয়া ছিলেন। থাকিয়া থাকিয়া লবঙ্গ চোখে কাপড় গুঁজিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"বাছাকে বুঝি হারালুম গো—"

"চুপ, চুপ, অমন করে কেঁদন'" বলিয়া দু'চোখ মুছিতে মুছিতে রমণীরঞ্জন কহিলেন—"মেয়েটা জেগে উঠ্‌বে, চুপ কর। অযোগ্য স্বামী আমি—হতভাগা আমি, মহাপাতকী নরাধম—নরপিশাচ আমি, আমারই পাপের ফলে আজ তোমাদের এ দশা, নইলে এমন বিধিদত্ত অমূল্য মণি কুড়িয়ে পেয়েও তার আদর করতে জানলুম না, এমন সতীসাধ্বী স্বর্গের দেবীকে সহধর্ম্মিনী পেয়েও তার মর্য্যাদা বুঝতে শিখলুম না! হায় একজনের পাপের বীজ ফলে ফুলে সেজে উঠে সারা

সংসার ছেড়ে ফেলতে চলেছে! ওঃ—আমার মরণই মঙ্গল!”

বলিয়া রমণীরঞ্জন উচ্ছ্বসিত চোখের জল—কোঁচার কাপড়ে মুছিলেন। লবঙ্গ তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মধুর ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন—“ছিঃ! অমন কথা মুখে এনো না; মুনিদেরও মতিভ্রম হয়, তা আমরা তো ছার পরাণ ধুলো। তুমি পুরুষ-মানুষ—এমন কি দোষ করেছ যে অমন করে আত্মগ্লানি ভোগ করছো? জান না কি, স্বামীর মুখে ও রকম শুনলে পত্নীর বুকের এক একখানি হাড় খসে যায়! তুমিই যে আমার সব—আমার জগজ্জীবন জগদীশ্বর! তোমাতে কি পাপের ছায়াও স্পর্শ করতে পারে? আমার কপালে যা লেখা ছিল—ঘটে গেল, তার জন্যে তুমি অনুতাপ করে আমার পাপের ভরা আর ভারী করে তুলো না।”

“লবঙ্গ! আমি সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, তোমার কাছে থেকেও আমার মতি-গতি এমন হয়ে যেতে পারে? কোন্ নরকের অন্ধকারের আকৃতি শয়তান, কোন ছলে—কোন পথ দিয়ে যে আমার ভিতরে ঢুকেছিল তা ভেবে ঠাওর করতে পারিনি—এই আমিই কি সেই আমি হয়েছিলাম? না—”

বাধা দিয়া লবঙ্গ তাড়াতাড়ি বলিলেন—“দেখ জীবমাত্রেই জন্মান্তরের কর্ম্মফল ভোগ করতেই পৃথিবীতে আসে। এই কর্ম্মফলেই পুণ্যশ্লোক নলরাজকেও অর্দ্ধ উলঙ্গ পত্নীকে গভীর বনে একলা ফেলে পালাতে হয়েছিল—শ্রীবৎসরাজকেও

পত্নীহারা হতে হয়েছিল,—ধর্ম্ম অবতার মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে পত্নী-পণ রেখে পাশা খেলে হারতে হয়েছিল। কর্ম্মফলের হাত কি কারুর এড়াবার জো আছে যে এই ঘটনায় তুমি দুঃখ করছো? কিন্তু আমি ভাবছি যে, ভালই হয়েছে। এ কর্ম্মফল যত খণ্ডন হয়ে যায় ততই মঙ্গল—ততই শান্তি—ততই আনন্দের কথা, নইলে জন্ম জন্ম মুটের বোঝার মত নিরবচ্ছিন্ন বোঝা মাথায় বয়ে ফেরা কি সহজ কথা! তবে যা বল্লে—ওই মেয়েটার জন্যে বুক ফেটে যায়! পেটের মেয়েও যে কারুর এত আপনার হয় না, আহা শুধু আমাদের জন্যেই বাছাব আমার—"

পদশব্দ শ্রুত হইল, লবঙ্গ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। সুধাংশু আসিয়া কহিল—"ডাক্তার সাহেব এসেছেন।

রমণীবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। ডাক্তার সাহেব অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল, উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"আর জীবনের আশঙ্কা নেই, মাস খানেকের ভিতরেই সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারবে!"

রমণীরঞ্জন কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে কর মর্দ্দন করিয়া কহিলেন—"ধন্য আপনি, ধন্য আপনার চিকিৎসা; আমাদের চিরকালের জন্যে কিনে রাখলেন।

"ও ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য নয়—আপনারই" বলিয়া ডাক্তার সাহেব একটু মধুর হাসিয়া কহিলেন—আমি কাগজে সকল

সংবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি, যে ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী এমন কন্যারত্নের অধিকারী, তাঁরাই প্রকৃত ধন্যবাদের ভাজন। আমার চিকিৎসায় ওকে আরাম করতে পেরেছি—এতেই আমি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করি। এমন পিতৃ-মাতৃ বৎসল কন্যা-রত্ন সংসারে দুর্লভ—আদর্শ!"

বলিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া উঠিবার সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ ভালকথা, এই মোকদ্দমার দিন কবে? ফল জানবার জন্য আমি উৎসুক হয়ে রয়েছি। বিনোদ বাবুই এ-নাটকের উচ্চাঙ্গের হিরো। কোথায় তিনি?"

"সে তো এ বাড়ীতে থাকে না—গোপালবাবু এ্যটর্ণীর ওখানে থাকে—নইলে তার ঘর, বাড়ী, কাজকর্ম্ম দেখাশুনা চলেনা, তবে আমাদের খুব আপনার—ঠিক ছেলের মত। এ ক'দিন দিনরাততো একবারও ঘর থেকে নড়ে নি। তবে আজ একটা জরুরী মোকদ্দমা আছে তাই কোর্টে গেছে।"

"ফল কি হয়, দয়া করে আমাকে জনালে বাধিত হব; বলিয়া ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে পর লবঙ্গলতা প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন—"আহা অমন ছেলে কি আর হয়? যদি স্বজাত হোত তো দু'হাত এক করে দিতে দেরী করতুম না।"

পরদিন হইতে প্রত্যহই গৌরীর ক্রমশঃ উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে মাস খানেকের ভিতরেই সে বেশ সারিয়া উঠিল। তখন লবঙ্গলতা সুধাংশুর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

যে রাত্রে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া লবঙ্গলতা ফাল্গুন মাসের তেসরা গৌরীর বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া ফেলিলেন, সেই রাত্রে বেন্দা আসিয়া গম্ভীর মুখে উদাস ভাবে কহিল—

"আজ তো মোকদ্দমা শেষ হয়ে গেল মা, কাল রায় দেবে।"

রমণীরঞ্জন ও লবঙ্গলতা দুজনেই উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম বুঝলে?"

"গতিক ভালো বলে বোধ হয় না। আপনি চলে আসবার পরেও পুরো একঘণ্টা ধরে মিত্তির সাহেব খুব তো বল্লেন—তা হাকিমের মন যে নরম হয়েছে, বোঝা গেল না। যখন আপনি জলের মত টাকা খরচ করলেন তবুও জামিন কিছুতেই দিলে না, তখনই এক রকম বোঝা গিছলো।"

বলিয়া বেন্দা ফিরিয়া একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিল। রমণীরঞ্জন হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"কি আর করবে বল, কর্ম্মফল সকলকেই ভুগতে হবে, মানুষের হাত কিছুই নেই। তবু যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ—সর্ব্বস্বও যদি খোয়াতে হয়—তবু একবার আপীলে যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখা যাবে।"

"বড় বড় কৌঁসুলীরা সবাই বলছে—তাতেও কিছুই ফল হবে না।" বলিয়া বেন্দা একটু ম্লান হাসিল। লবঙ্গ কথাটা ফিরাইবার জন্য কহিলেন—"ওসব কথা এখন ভেবে আর মন খারাপ করবার দরকার নেই—রায়তো দিক্ আগে? জানিস বেন্দা—এই ফাল্গুনের তেসরা গৌরীর বে দেব ঠিক করছি।"

বেন্দা উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বেশ বেশ, পাত্তরটি খুব ভালো তো ?"

"হ্যাঁ বাবা, আমাদের সুধাংশু।"

হঠাৎ বেন্দার বুকের ভিতরে যেন একটা খোঁচা বিঁধিল, সহসা জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াও থতমত খাইয়াই থামিয়া গেল।

"কেন, তোর কি মত নেই বাবা ?"

"না, না মা, খুব মত আছে—বেশ পাত্তোর।" বলিয়া বেন্দা বাহির হইয়া গেল।

পরদিন রমণীরঞ্জন সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিমর্ষ হইয়া কহিলেন—"রায় দিয়েছে, মধুর সাত, আর বেন্দার পাঁচ বচ্ছর।"

"এা বল কি ? হায় হায় ভগবান! হতভাগ হতভাগীর এমন মতিচ্ছন্নও ঘটেছিল ? [illegible], তা আপীল করবার কি করবে ?

"বেন্দাকে শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসতে বলে এসেছি এলেই—আজই তার বন্দোবস্ত করবো। যা খরচ লাগে, সবচেয়ে বড় বড় দুইজন ব্যারিষ্টার দেব—দেখি কিছু সুবিধা করতে পারা যায় কি না ?" বলিয়া রমণীরঞ্জন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

কিন্তু সেদিন হইতে কোথাও আর বেন্দার চিহ্ন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

সমাপ্ত।

সংসারের ও নিজের যে কত অনিষ্টের সূত্রপাত হয় এবং ... কি বিষম অনুতাপে দগ্ধ হন, তাহা ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। নব্যভাবে শিক্ষি... মেয়েরা হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর বাহির হইয়া কত অসুবিধা ও যাতনা ভোগ করেন, তাহা পড়িলে মুগ্ধ হইবেন। প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষের অবশ্য পাঠ্য।